ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদ

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১

TRIPURAR BHESHAJA UDVID

By : Nalinikanta Chakravarti

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক

দেবানন্দ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

১১ জগন্নাথবাড়ি রোড

আগরতলা - ৭৯৯০০১

ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৬৩৪২ / ২৩২ ৩৭৮১

প্রচ্ছদ

অপরেশ পাল

কমপিউটার টাইপ সেটিং

বিকাশ গণচৌধুরী

অরূপ দেবনাথ

মুদ্রণ

এস ডি প্রিন্টারস্

৩২-এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

কলকাতায় অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

১৬ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ফোন ঃ (০৩৩) ২৩৬০-৪৯৮১

প্রকাশকের জ্ঞাপনী

এই বইয়ে দেওয়া কোনো তথ্য চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা অভিপ্রেত নয়। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান দাবি করে এমন অবস্থায় পড়লে কোনো ব্যক্তি অবশ্যই কোনো উপযুক্ত ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

ISBN : 978-81-8266-114-1

একশো ত্রিশ টাকা

ইন্দ্রনীল ও সোমা-কে

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিককালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ যে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশের আশি শতাংশের বেশি মানুষ তাদের রোগ নিরাময়ের জন্য নানাপ্রকার ভেষজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নানা কারণে এই সব উদ্ভিদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সবকারের বনৌষধি সম্বন্ধীয় সংস্থা বিভিন্ন রাজ্যে বনৌষধির সমীক্ষা, সংরক্ষণ, চাষ প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারও একাজে এগিয়ে এসেছেন।

এ রাজ্যে পাওয়া যায় এমন ভেষজ উদ্ভিদের পরিচয় গুণাগুণ প্রভৃতি নিয়ে গত পাঁচ বছর ধরে জ্ঞান বিচিত্রা পত্রিকায় আমার বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে বর্তমান বইটি লেখা হয়েছে। এই বইতে পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্যাবলীর জন্য অনেক পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদ নাম হলেও এই ভেষজ উদ্ভিদদের অনেককে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। আশা করছি এই বই থেকে ঐ সব রাজ্যের অধিবাসীরাও উপকৃত হবেন।

বই প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জ্ঞান বিচিত্রা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে। পাঠক সমাজের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে উপযুক্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা সহ বিবেচিত হবে।

প্রচ্ছদপটে দেওয়া ছবিগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায় এমন তিনটি দুর্লভ ভেষজ উদ্ভিদের।

ইন্দ্রনগর, আগরতলা — বিনীত

৩০ জানুয়ারি, ২০০৮ — গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সূচনা

আমাদের দেশের বনৌষধির ইতিহাস বেশ প্রাচীন, দেশীয় গাছপালা থেকে যেসব বনৌষধি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বৈদিক যুগে রচিত আয়ুর্বেদে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে রচিত চরক ও সুশ্রুতে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ পাই। এদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দের আগে। সুশ্রুত সংহতিায় প্রায় 700 গাছপালার ভেষজ গুণের বর্ণনা রয়েছে এবং তাদের ব্যবহার বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধযুগে ভেষজ উদ্ভিদ চর্চার প্রভূত উন্নতি হয় এবং সুযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আরম্ভ হয়। গ্রীক, রোম, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয় এবং রোগ নিরাময়ে অনেক নূতন ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

বিগত শতাব্দীগুলিতে ভারতীয় ভেষজ তন্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাতে নতুন নতুন উদ্ভিদের নাম যুক্ত হয়েছে। এই জ্ঞান আহরণে দেশের বিভিন্ন অংশের অবদান রয়েছে এবং সেখানকার চিকিৎসকদের স্থানীয় গাছপালার ভেষজ গুণাগুণ পরীক্ষা একাজে অনেক সহায়তা করেছে।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত আমাদের বনৌষধি সম্পর্কে বই পত্রের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সাম্প্রতিক কালে এ সম্বন্ধে বেশ কিছু পুস্তক লেখা হয়েছে। এদের মধ্যে জি. ওয়াট, আর. এন. চোপড়া, কে. এম. নাদকার্নি, কে. আর. কীর্তিকার, ডি. বি. বসু, কে. বিশ্বাস প্রভৃতির লেখা বিভিন্ন পুস্তকের নাম করা যেতে পারে। ওয়েল্‌থ অব ইন্ডিয়া নামক বইতে এ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে।

তবে কোনো কোনো বইতে সঠিক শনাক্তকরণ বা মূল্যায়ন ছাড়াই ভেষজ উদ্ভিদের সামান্য বর্ণনা রয়েছে। ফলে এ সব গাছ চেনা অনেক সময় বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদের স্থানীয় নাম দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের শনাক্তকরণও কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে দুই বা ততোধিক সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের উদ্ভিদ একই স্থানীয় নামে পরিচিত। যেমন পুনর্নবা, ব্রাহ্মী, দুধি। এটাও উদ্ভিদের সঠিক পরিচিতির পক্ষে বাধা স্বরূপ।

এই পুস্তকের বর্ণনা ছাড়াও ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে অনেক ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহারও রয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে নানা রোগে অনেক গাছপালার ব্যবহার দেখা যায়। উপজাতি ওঝা বা বৈদ্যরা সাধারণের মধ্যে ঐসব গাছপালার পরিচয় প্রকাশ করেন না, বংশ পরম্পরায় নিজেদের মধ্যে তা গোপন রাখেন। বর্তমানে ঐ সকল সূত্র থেকে ও তথ্য আহরণ করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাদের উপযোগিতা যাচাই করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষে ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে প্রায় 1500 প্রজাতির ব্যবহারের কথা জানা যায়। আমাদের দেশের বিরাট আয়তন, ভৌগোলিক সংস্থানের বিভিন্নতা, বিভিন্ন জলবায়ুর জন্য যে বিপুল উদ্ভিদ সম্পদ রয়েছে, তার তুলনায় এই ভেষজ উদ্ভিদের সংখ্যাটা তেমন বেশি নয়। বিভিন্ন

দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের বেশ কিছু প্রজাতির ব্যবহার দেখা যায় নানা চিকিৎসকের বিভিন্ন ঔষধপত্রে। আবার কারো কারো ব্যবহার সাধারণ মানুষের পারিবারিক চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের ভেষজ উদ্ভিদের সংখ্যা যেমন প্রচুর, তাদের বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন। বিভিন্ন রোগে অনেক সময় নানা প্রকার ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাচীন বইপত্রে দেওয়া বর্ণনা থেকে অনেক সময় এদের সঠিক শনাক্তকরণ সম্ভব হয় না। এমনকী দেশীয় পদ্ধতির অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও এদের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। উদ্ভিদের পরিচয় জানা গেলে ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের শেকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদির কোন্ অংশ ভেষজ গুণ যুক্ত এবং তাদের সংগ্রহের সঠিক সময় সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া একই প্রজাতি বিভিন্ন জলবায়ুতে জন্মালে তার রাসায়নিক গুণাবলীর বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। সুতরাং, রোগ নিরাময়ের জন্য ভেষজ উদ্ভিদের সঠিক নির্বাচন একটু কষ্টসাধ্য।

বনজঙ্গলের দেশ এই ত্রিপুরা রাজ্য। বন পাহাড়ের সঙ্গে এখানে সমতল ভূমিও রয়েছে। এর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি প্রকৃতি বিভিন্ন। রাজ্যে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতও হয় বেশি। এ রাজ্যে প্রায় 1700 বিভিন্ন প্রজাতিব উচ্চ শ্রেণীর গাছপালা রয়েছে, যাদের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদের সংখ্যাও কম নয়।

ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুতিকরণ সংস্থা স্বীকৃত ভেষজ উদ্ভিদের প্রজাতি এ রাজ্যে 200-রও বেশি। এছাড়াও অনেক উদ্ভিদ রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে নানা রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচিতির জন্য এদের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রাপ্তি স্থান, ভেষজ হিসেবে ব্যবহার সম্বন্ধীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে ঔষধ প্রস্তুতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে একাধিক উদ্ভিদের একত্র ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এই বিবরণ পাঠ করে বিশেষ ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহারের আগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভেষজ উদ্ভিদ বর্ণনায় হাচিনসনের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদের বিবরণ লেখার আগে একটি ছোট কাহিনি মনে পড়ছে। গুপ্তযুগে ভারতে জীবক নামে একজন বিখ্যাত ভেষজ চিকিৎসক ছিলেন। তৎকালীন তক্ষশীলায় গুরু আত্রেয়ের নিকট তিনি ভেষজ বিদ্যা শেখেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর পরীক্ষার জন্য গুরু তাকে তক্ষশীলার আশপাশ থেকে যতগুলি সম্ভব ভেষজগুণহীন গাছপালা সংগ্রহ করে আনতে বলেন। নির্দিষ্ট সময় পর তাকে খালি হাতে ফিরতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে জীবক উত্তর দেন ভেষজগুণহীন কোনো গাছ তার নজরে আসেনি। গুরুমহাশয় তার উত্তরে খুশি হয়ে তাকে বলেন যে তার শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

শুধু তক্ষশীলা নয় সব অঞ্চলের গাছপালা সম্বন্ধে হয়তো এই কথা সত্য। তবে কিছু কিছু গাছপালার ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা ভেষজগুণ প্রমাণিত হয়েছে। ত্রিপুরার ভেষজ গাছপালার বর্ণনায় এমন গাছপালাকে সামিল করা হয়েছে। আলোচিত বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের রাসায়নিক গুণাগুণ পুস্তকের শেষভাগে দেওয়া হয়েছে।

গোত্র ঃ Magnoliaceae

চাঁপা

Michelia champaca L.

স্থানীয় নাম ঃ চাঁপা

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ রাস্তার ধারে বা বাগানে লাগানো হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, ফুল, ফল প্রভৃতি ভেষজ গুণযুক্ত। আয়ুর্বেদ মতে চাঁপার বাকল মূত্রকৃচ্ছ্রতা দূর করে। এটি ঘর্মকারক, কামোদ্দীপক, কফ ও বাত নাশক। ফুল মূত্রকারক, পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কুষ্ঠ ও অন্য চর্মরোগে উপকারী। ফুল থেকে পাওয়া তেল বাতের মালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফল ও বীজ পায়ের ফাটা দূর করে।

বর্ণনা ঃ চির সবুজ লম্বা বৃক্ষ। পাতা গাঢ় সবুজ, উপরের দিক চকচকে। কচি পাতা মুকুলাবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। মার্চ পর্যন্ত গাছে নূতন পাতা গজায়। এপ্রিল থেকে জুলাই-আগস্ট মাস বা তারপরেও গাছে ফুল ফোটে। ফল গুচ্ছিত ফলিকল।

অন্য তথ্য ঃ সেদ্ধ চাঁপা ফুল থেকে একপ্রকার হলদে রং পাওয়া যায়। এর কাঠ নরম ও বেশ পালিশ নেয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী. এজন্য নানা আসবাব তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধমূর্তি তৈরিতে এর কাঠ ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Anonaceae

আতা

Anona squamosa L.

স্থানীয় নাম ঃ আতা / সীতা ফল

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাড়িতে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ এই গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজগুণ যুক্ত। ফল স্নিগ্ধকর, পেশীর শক্তিবর্ধক, জ্বালা নিবারক, অবসাদক ও বমন নিবারক। শেকড় বিরেচক, শক্তি বর্ধক ও মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় রোগে উপকারী। কম্বোডিয়ায় এর বাকল পেটের পীড়া উপশমে ব্যবহৃত হয়।

পাতা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ছোট নাগপুরে এর বীজচূর্ণ গো-মহিষাদির ক্ষত নিরাময়ে ব্যহার করা হয়।

অন্য তথ্য ঃ পুষ্টিগুণ হিসেবে আতার ফলে 14.5% গ্লুকোজ, 17% ইক্ষুশর্করা, 0.87% প্রোটিন ও কিছু ভিটামিন সি রয়েছে। এর পাতা, বীজ ও ফলে কিছু কটু পদার্থ রয়েছে, যা বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের পক্ষে বিষাক্ত এবং কীটনাশক তৈবিতে এদের ব্যবহার হয়।

Anona গুণের অন্য একটি প্রজাতি *A. reticulata* এরাজ্যে পাওয়া যায়, যা নোনা নামে পরিচিত। এর ফল পেশীর শক্তিবর্ধক ও পিত্তাধিক্য প্রশমক, তবে বাত ও কফ বাডায। এব পাতা, কাঁচা ফল ও বীজে কীটনাশক গুণ বর্তমান।

গোত্র ঃ Lauraceae

তেজপাতা

তেজপাতা ঃ *Cınnamomum tamala* (F. Ham.) Nees & Ebern

স্থানীয় নাম ঃ তেজপাতা

রাজ্যের অনেক বাড়িতে তেজপাতা গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পেটের ব্যথা ও হজমের গোলমালে পাতা ও বাকল ব্যবহৃত হয়। এটি মূত্রবর্ধক। কাশি ও ডায়াবেটিসে এর ব্যবহার রয়েছে। তেজপাতা তৃষ্ণা নিবারক, লাবণ্যবর্ধক। স্মৃতি ভ্রংশে ও চোখ ওঠায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ।

পত্রবিন্যাস অনেকটা বিপরীত। পরিণত পাতা চকচকে সবুজ, তবে পাতার নীচের দিক একটু হালকা রঙের। পাতার গোড়া থেকে তিনটি প্রধান শিরা বের হয় এবং এরা বেঁকে গিয়ে পাতার আগার দিকে একত্র হয়। গাছের আগার দিকের পাতা ক্রমশ সরু। শীতে গাছে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ রান্নার কাজে পাতার ব্যবহার রয়েছে। পাতা ও বাকল থেকে পাওয়া তেল সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

কুকুর চিতা

Litsea glutinosa (Laur.) C. B. Robinson

স্থানীয় নাম ঃ কুকুর চিতা

ত্রিপুরা রাজ্যের সদর ও উদয়পুর বিভাগে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ও পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল কষায় এবং তা পেটের পীড়া ও আমাশয়ে উপকারী। পাতা স্নিগ্ধকর ও খিঁচুনি নিবারক। স্থানীয়ভাবে পেটের পীড়া ও মূত্রকৃচ্ছ্রতায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। বাকল কিছুটা বাদামি রঙের। পাতার নীচের দিক অনেকটা রূপালি রঙের, উপরের দিক সবুজ। ছোট ছোট ফুলগুলি 4-6 টি মিলে একটি মুণ্ডকের মতো পুষ্পবিন্যাস তৈরি করে যা দেখতে একটি ফুলের মতো মনে হয়। ফুটন্ত ফুলে হলদে রঙের পুং কেশর গুলি বাইরে বেরিয়ে থাকে। ফল গোলাকার বেরি জাতীয়। পাকা ফল কালো রঙের। মে-জুন মাসে গাছে ফুল ফোটে।

অন্য কথা ঃ এর ফল থেকে পাওয়া তেল বিভিন্ন দেশে মোম ও সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাঠ মোটামুটি শক্ত ও স্থায়ী এবং এতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। মৌমাছি এর ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। রাজ্যের বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এর বাকল ধূপকাঠি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য অত্যধিক বাকল সংগ্রহের ফলে অনেক গাছ মারা গেছে। *Litsea* গুণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *L. monopetala* (Roxb.) Pers স্থানীয়ভাবে বড়

কুকুর চিতা নামে পরিচিত এবং এই গাছটি ত্রিপুরা রাজ্যের দশদা ও চড়িলাম অঞ্চলে রয়েছে। এই গাছটিও ভেষজ গুণযুক্ত। এর বাকল পেটের পীড়ায় উপকারী। বাকল-চূর্ণ কাটা ছেঁড়া প্রভৃতি এবং বিভিন্ন পশুর অস্থিভঙ্গে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী। আসামে মুগা রেশম তৈরিতে এর পাতা রেশম কীটকে খাওয়ানো হয়।

গোত্র ঃ Dilleniaceae

চালতা

Dillenia indica

স্থানীয় নাম ঃ চালতা

এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বুনো অথবা চাষ করা অবস্থায় এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ চালতার পাতা ও বাকল ধারকগুণযুক্ত। ফল বিরেচক। পাকা ফল কফ ও বাতে উপকারী। পাকা ফলের রস থেকে তৈরি পানীয় জ্বরে উপকারী, কাশির সিরাপের মতো এর ব্যবহার রয়েছে।

অন্য তথ্য ঃ এর কাঠ বেশ শক্ত। বন্দুকের কুঁদো ও বিভিন্ন অস্ত্রের হাতলে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া বরগা ও নৌকা তৈরির কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে। কাঠ কিছুদিন জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিভিন্ন পশুর শিং ও হাতির দাঁতের সামগ্রী চালতা পাতায় ঘষে পালিশ করা হয়। পাকা ফল কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় এবং এ থেকে জেলিও তৈরি হয়।

গোত্র ঃ Rosaceae

লোকট

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

স্থানীয় নাম ঃ লোকট

সদর বিভাগের চড়িলাম অঞ্চলে এই গাছটি পাওয়া গেছে। ফলের জন্য রাজ্যের কোনো

কোনো স্থানে এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ এর ফুল ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। ফল বমন ও তৃষ্ণা নিবারক। ফুল কফ নিঃসারক।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের বৃক্ষ। কচি ডালপালা রোমশ। পাতা ডালার আগার দিকে ঘনসংবদ্ধভাবে থাকে। উহা সরল, আয়তাকার বা ভল্লাকার, কিনারা দন্তুর। মঞ্জরী পত্রের আড়ালে থাকা ছোট ফুলগুলি প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার বেরি জাতীয়। প্রতি ফলে 1-3 টি বীজ থাকে।

অন্য তথ্য ঃ ফল খাদ্যোপযোগী।

রুবাস

Rubus moluccanus L.

রাজ্যের সদর বিভাগে কোথাও কোথাও এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতা কষায়। গর্ভপাতে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল শিশুদের রাত্রিকালীন বিছানা ভেজানোর রোগ উপশম করে।

বর্ণনা ঃ কাঁটাযুক্ত গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতা সরল, 10-20 সেমি লম্বা এবং ঠিক ততটাই চওড়া। ফলে পাঁচটি খাঁজ থাকে। এর গোড়া তাম্বুলাকার এবং কিনারা ক্রকচ দন্তুর। ছোট সাদা ফুলগুলি কাক্ষিক রেসিম বা প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার, লালচে রঙের বেরি।

গোত্র ঃ Caesalpinaceae

শ্বেত কাঞ্চন

Bauhinia variagata L.

স্থানীয় নাম ঃ শ্বেত কাঞ্চন / কাঞ্চন।

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর বাকল, কুঁড়ি ও শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল কষায় এবং নানা রোগে, বিশেষ করে হাঁপানি ও ক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার রয়েছে। কুঁড়ি ও শেকড় হজমের গোলযোগে উপকারী। কারো কারো মতে শেকড় সাপের কামড়েও উপকারী।

অন্য তথ্য ঃ এর কাঠ বেশ শক্ত এবং কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকল রং তৈরি, ট্যানিং ও তন্তু উৎপাদনে কাজে লাগে। বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষ। গুঁড়ি বেশি লম্বা হয় না। বাকল গাঢ় বাদামি রঙের, একটু খস্‌খসে। পাতা উপরের দিকে প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দু'ভাগে বিভক্ত।

প্রতি পাতায় 11-15টি শিরা ফলকের গোড়া থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকে। পাতা লম্বা হতে বেশি চওড়া। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং জানুয়ারি থেকে পত্রশূন্য গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে।

Bauhinia গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *B. malabarica* Roxb. এ রাজ্যে পাওয়া যায়। সেটিও কাঞ্চন নামে পরিচিত এবং এর ফুল ভেষজ গুণযুক্ত। ফুলের নির্যাস পেটের পীড়ায় উপকারী। রান্না করা খাদ্য সুগন্ধিকরণেও ফুলের ব্যবহার হয়। এর কচি বীজ ও ফুলের কুঁড়ি সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। *B. purpurea* দেবকাঞ্চন / রক্তকাঞ্চন রাজ্যে পাওয়া যায়। এর বাকল, শিকড় ও ফুল ভেষজ গুণযুক্ত।
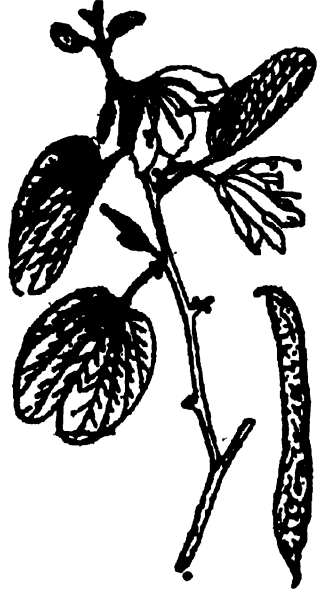
ঘাগরা গোটা

Caesalpinia bondac (L.) Roxb. / *C. bonducella* Flem / *C. cristata* L.

স্থানীয় নাম ঃ ঘাগরা গোটা / নাটা / ঝগড়ইয়া গোটা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সদর বিভাগে টিলা বা পতিত জমিতে অনেক স্থানে এই

গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর বীজ, পাতা ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ জরঘ্ন ও টনিক গুণযুক্ত এবং হাঁপানিতে উপকারী।

কচিপাতা পেটের গোলযোগ উপশম করে। জ্বলনযুক্ত স্ফীতিতে পাতা ও বীজের বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। বাকল ক্রিমিনাশক। বীজের নির্যাস ছুলি নিবারক ও কান পাকায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ কাঁটাযুক্ত লতানে গাছ। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল, পাতায় বাঁকা কাঁটা থাকে। হলদে রঙের ফুলগুলি কাণ্ডের পর্বমধ্য থেকে বের হওয়া রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফলেও কাঁটা থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি ফুল ফলের সময়।
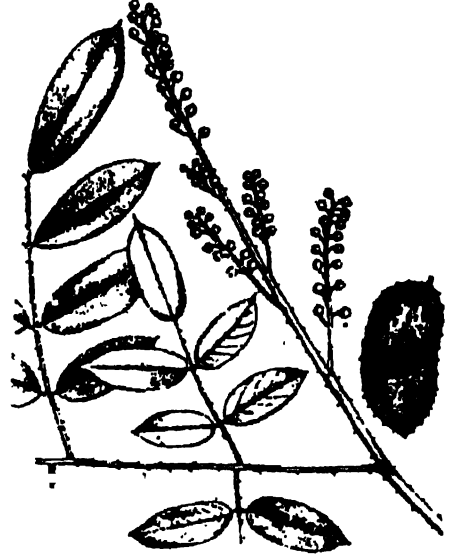
দাদমারী

Cassia alata L.

স্থানীয় নাম ঃ দাউদ লতা / দাদমারী / দাদুলউ

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। থ্যাঁতলানো পাতা বিভিন্ন চর্মরোগে বিশেষ করে দাদে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতা পক্ষল যৌগিক। পত্রক 10-12 জোড়া। পত্রকের গোড়ার দিক অসমান। মধ্যশিরা গ্রন্থিহীন। উজ্জ্বল হলদে রঙের ফুল স্পাইক পুষ্পবিনাসে সাজানো। ফল 10-12 সেমি লম্বা। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ ফুল ফলের সময়।

সোনাল

Cassia fistula L.

স্থানীয় নাম ঃ সোনাল / বানরলাঠি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর মূল, ছাল, বীজ, পাতা, ফল ভেষজগুণ যুক্ত। ফলের শাঁস রেচক গুণসম্পন্ন। শেকড় টনিক গুণযুক্ত ও জ্বরে উপকারী। মূল সঙ্কোচক, রসায়ন, জরঘ্ন। পাতার রস চর্মরোগে উপকারী বীজ স্নিগ্ধতাকারক। ফল বাতে ও সর্পবিষে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। কচি কাণ্ড ও ডালপালা সবুজ। পরিণত কাণ্ড বাদামি। পাতা বড় আকারের যৌগিক, পক্ষল, শীতে পাতা ঝরে যায়। এপ্রিলে বা মে মাসে পত্রহীন গাছে হলুদ রঙের ফুলের গোছা ঝুলতে দেখা যায়। ফল নলাকার 50-60 সেমি লম্বা। পাকা ফল কাল রঙের এবং তাতে অনেক চ্যাপ্টা বীজ মিষ্টি শাঁসে ঢাকা থাকে।

অন্য কথা ঃ ফুল ও কচিপাতা খাদ্যোপযোগী। কাঠের ব্যবহার নানা কাজে হয়ে থাকে।

কালকাসুন্দে

Cassia occidentalis L.

স্থানীয় নাম ঃ এস্কি / কালকাসুন্দে

ব্যবহার ঃ শেকড় ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। শেকড় দাদ ও গোদে উপকারী। কারো কারো মতে শেকড় সর্পাঘাতেও উপকারী। পাতা কামোদ্দীপক, কাশি ও হিক্কার উপশম করে। ফল বিছার কামড়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতার মধ্যশিরা গ্রন্থিযুক্ত। যৌগিক পাতায় 4-5 জোড়া পত্রক থাকে। হলদেটে বাদামি ফুল রেসিম

পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। প্রতি ফলে 20-30টি হালকা বাদামি রঙের বীজ থাকে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর ফুল ফলের সময়।

অন্য কথা ঃ এই গাছের ভাজা বীজ আফ্রিকায় কফির বদলে ব্যবহৃত হয়। গাছটি পটাশ সমৃদ্ধ এজন্য সবুজ সার হিসেব ব্যবহার করা যায়। *Cassia* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *C. sophera* L. এ রাজ্যে পাওয়া যায়, যা ছোট এস্কি বা কাসুন্দে নামে পরিচিত। গাছটি কালকাসুন্দের মতো সমভেষজ গুণযুক্ত।

চাকুন্দে

Cassia tora L.

স্থানীয় নাম ঃ চাকুন্দে / গোল এস্কি

পতিত জমি, রাস্তার ধার, চাষের জমি প্রভৃতিতে রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর পাতা ও বীজে ক্রাইসোফেনিক এসিড থাকায় চর্মরোগে বেশ উপকারী। দাদ, একজিমা, চুলকানি প্রভৃতি উপশম করে। পাতা বাত ও সায়াটিকা এবং গ্রন্থি বেদনা প্রভৃতিতে উপকারী। বীজ চক্ষুরোগে ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ গাছ রেচক গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ গন্ধযুক্ত ছোট বীরুৎ। যৌগিক পাতায় তিন জোড়া পত্রক থাকে। নীচের দিক হতে উপরের দিকে পত্রকগুলি ক্রমশ বড়। ছোট পুষ্পকাণ্ডে হলদে ফুলগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফল 10-12 সেমি লম্বা। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ফুল ফলের সময়।

অন্য তথ্য ঃ বীজ কফির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ বীজ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এছাড়া ট্যানিং-এ বীজের ব্যবহার রয়েছে। পাতা খাদ্যোপযোগী, তবে এতে একটা বিশ্রী গন্ধ রয়েছে, যা রান্নার পর থাকে না।

অশোক

Saraca asoca (Roxb.) Dewilde

সমার্থক নাম ঃ *S. indica* Barker

য় নাম ঃ অশোক

রাজ্যের সদর ও কৈলাসহর মহকুমার কোনো কোনো স্থানে এই গাছ রয়েছে। বাণিজ্যিক নাম ভারতীয় ভাষার নাম থেকে নেওয়া।

ব্যবহার ঃ গাছের শুকনো বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। এটি কষায়, অত্যধিক ঋতুস্রাবে উপকারী। এছাড়া জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। বাকলের নির্যাসের রাসায়নিকগুলি আলাদাভাবে জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে ব্যবহার করে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এজন্য মনে করা হত যে বিভিন্ন রাসায়নিকের একত্র সমাবেশ অথবা নির্যাসে থাকা অনাবিষ্কৃত কোনো রাসায়নিক রোগ নিরাময়ে দায়ী। সম্প্রতিক কালে বাকলে থাকা টানিন ও ক্যাথিকল নামক রাসায়নিক ভেষজ গুণের জন্য দায়ী বলে জানা গেছে। ফুল রক্ত আমাশয়ে উপকারী। বীজ মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোটো আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। পাতা যৌগিক। পত্রক 7-25 সেমি লম্বা। ফুল, উজ্জ্বল কমলা রঙের। ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। মার্চ থেকে মে ফুলের সময়। জুন-জুলাইতে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ দেশের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত সংস্থায় এর বেশ চাহিদা রয়েছে। এছাড়া বিদেশেও এর রপ্তানির সম্ভানা রয়েছে। বীজ থেকে চারা তৈরি করে বর্ষার সময় চারা লাগানো যেতে পারে। অশোক ছাল ব্যবহার করে যেসব আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে অশোকারিষ্ট, অশোক ঘৃত প্রভৃতি।

গোত্র ঃ Mimosaceae

বাবলা

Acacia nilotica (L.) Willand/*A. arabica*

স্থানীয় নাম ঃ বাবলা / কাঁটা নাগেশ্বর

ত্রিপুরা রাজ্যে এই গাছ রয়েছে, তবে এ গাছের চাষ খুব কমই করা হয়।

ব্যবহার ঃ এই গাছের পাতা ও বাকল ভেষজগুণ যুক্ত এবং নানা রোগে এর ব্যবহার হয়ে

থাকে। গাছের আঠা গলক্ষত ও কাশিতে উপকারী। উন্মাদ রোগে ফুলের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে সাপের কামড়ে বাকল চূর্ণের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। গায়ে কাঁটা রয়েছে। কোনো কোনো সময় গাছটি আকারে বড় হয়ে থাকে। বাকল গাঢ় বাদামি, খসখসে এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। কচি ডালপালা ধূসর রোমে ঢাকা। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় উপশিরার উপর সাজানো। প্রতিটি পাতার গোড়ায় 2টি করে কাঁটা দেখা যায়। ছোট হলদে ফুলগুলি মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে পাতার কক্ষে থাকে। ফল লম্বাটে লেগুম। ফলে প্রতি দুটি বীজের মধ্যবর্তী অংশ বেশ চাপা।

অন্য তথ্য ঃ এই গাছের কাঠ বিভিন্ন কাজ, যেমন গাড়ির চাকা, কৃষির যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন যন্ত্রের হাতল প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাকলের ক্বাথ কোনো কোনো স্থানে সাবানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ফল, ডাল, পশুখাদ্য এবং কালি তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। গাছের আঠা কাপড় ছাপানো ও রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাবলার আঠার সঙ্গে চিনি ও মশলা মিশিয়ে একপ্রকার মিষ্টি তৈরি করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় বাকল চূর্ণ আঠার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

রক্তচন্দন

Adenanthera pavonia L.

স্থানীয় নাম ঃ এই গাছটি রক্তচন্দন নামে পরিচিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে সেখানে অল্পকিছু গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ পাতা ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। পাতা বিভিন্ন প্রকার বাতরোগে উপকারী। বীজচূর্ণ ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। পত্রকগুলি একান্তর ভাবে সাজানো। ছোট হলদে ক্রীম রঙের ফুল লম্বা মঞ্জরীতে বিন্যস্ত। ফল লেগুম। প্রতি ফলে 10 - 12 টি

চকচকে লাল বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ অলঙ্কার তৈরিতে বীজের ব্যবহার রয়েছে। কাঠ থেকে আসবাব তৈরি হয়।

Pterocarpus santalinus L. f. নামক বনৌষধি Papilionaceae গোত্রের একটি গাছ স্থানীয় ভাবে রক্তচন্দন নামেই পরিচিত এবং দু'একটি গাছ এ রাজ্যে লাগানো হয়েছে। ভেষজগুণ হিসেবে এর কাঠ শীতল, ক্রিমি নাশক ও টনিক গুণ সম্পন্ন, বমন, তৃষ্ণা নিবারণ ও চক্ষু রোগে ইহা উপকারী। কফ, বাত ও স্মৃতিভ্রংশে এর ব্যবহার রয়েছে। রক্তচন্দনের প্রলেপ শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে এবং মাথা ধরার উপশম করে। ফলের নির্যাস ক্রনিক পেটের পীড়ায় উপকারী।

শিরীষ

Albizzia lebbeck (L.) Benth / *Mimosa sirisa*

স্থানীয় নাম ঃ শিরীষ / ঝাপাং / মোররি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে ও অন্যত্র শিরীষ গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড়ের বাকল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল ও বীজ কষায়, অর্শ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। শেকড়ের বাকল চূর্ণ দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং এটি চর্মরোগ ও ইঁদুরের কামড়ে উপকারী। পাতা রাত্র্যন্ধতা নিরাময় করে।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল বাদামি ধূসর রঙের এবং তাতে অনেক ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। মধ্যশিরার দুই পাশে উপশিরার উপর ছোট ছোট পত্রকগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফুল

মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে শাখার আগায় পাতার কক্ষে থাকে। ফুলের সাদাটে ধূসর রঙের পুংকেশর পাপড়ির তুলনায় অনেক বড়। ফল লম্বা, সরু পাতলা। পাকা ফল হলদেটে।

অন্য কথা ঃ জালানি কাঠ হিসেবে এই গাছ বেশ মূল্যবান। এর কাঠ বেশ শক্ত ও স্থিতিস্থাপক। ঘর গৃহস্থালির নানা আসবাব তৈরিতে শিরীষ কাঠ বেশ উপযোগী। পাতা ও কচি ডাল উট খুব পছন্দ করে।

Albizia গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *A.procera* (Roxb.) Benth., যা করই নামে পরিচিত। এরাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এর পাতা কীটনাশক গুণযুক্ত। ক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার রয়েছে। কারো কারো মতে এর বাকল বিষাক্ত। এ রাজ্যে করই কাঠ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঘিলা

Entada phaseoloides (L.) Merr. / *E. scandans*

স্থানীয় নাম ঃ ঘিলা

রাজ্যের বনাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে এই লতানে গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বীজ, কাণ্ড ও বাকল ভেষজগুণযুক্ত। বীজ টনিক গুণসম্পন্ন, বমনকারক ও ক্রিমিনাশক। বীজের পেস্ট জ্বালাযুক্ত গ্রন্থি স্ফীতিতে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী। কাণ্ড বমনকারক। কাণ্ড ও পাতার রস আলসার নিরাময়ে বহিঃপ্রয়োগ করা হয়।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের লতানে গাছ। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল, মধ্যশিরার শেষ প্রান্ত দ্বিধা-বিভক্ত আকর্ষে পরিবর্তিত। উপপত্র কণ্টক সদৃশ। ছোট সুগন্ধ ফুলগুলি হালকা হলদে রঙের। পাকা ফল কাষ্ঠল, 100 ×10 সেমি। এটি একবীজযুক্ত খণ্ডে বিভক্ত হয়। জুন-জুলাই ফুলের সময়। আগস্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

অন্য কথা ঃ ভাজা বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং চুল ধোয়ার জন্য সাবানের পরিবর্তে এর ব্যবহার রয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ফসলের কীটনাশক হিসেবে বীজের ব্যবহার রয়েছে। আগে পরিধেয় জামা 'গিলে' করার জন্য বীজের ব্যবহার হত।

সো বাবুল

Leucana leucocephala (Lamk.) de Wit./ *L. glauca*

স্থানীয় নাম ঃ সো বাবুল।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর ভেষজগুণের বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও আসামে ব্যথা নিরাময়ে এই গাছের বাকলের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বৃক্ষ। বাকল মসৃণ ধূসর বাদামি রঙের। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল। 10 - 30 টি ছোট ছোট পত্রক একটি উপশিরায় জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। উপশিরাগুলি জোড়া বেঁধে মধ্যশিরার দুপাশে থাকে। সাদা বা হলদে রঙের ছোট ফুলগুলি মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল লম্বা, চ্যাপ্টা। প্রতি ফলে অনেকগুলি শক্ত চকচকে বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ এর পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি ভাল পশু খাদ্য। এর কোনো কোনো জাত ভাল দারু উৎপাদনক্ষম। কাঠ কাগজের মণ্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ থেকে ভাল প্লাইউড তৈরি হয়। দ্রুত বর্ধনশীল গাছ হিসেবে জ্বালানি সমস্যার সমাধানে এ গাছ ব্যবহৃত হতে পারে।

কাচলোরা

Pithecelloium monadelphun (Roxb.) Kosterns / *P. bigeminum*

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই। হিন্দিতে গাছটি কাচলোরা নামে পরিচিত।

ত্রিপুরা রাজ্যের সদর মহকুমায় তেলিয়ামুড়া ও চড়িলাম অঞ্চলে এই গাছটি দেখা যায়। সম্ভবত অন্য রাজ্য থেকে এনে এই সকল স্থানে এই গাছ লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ এই গাছের বীজ ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ বহুমূত্রে উপকারী। কুষ্ঠ রোগে পাতার নির্যাস বহিঃপ্রয়োগ করা হয়। পাতার নির্যাস চুলে মাখলে তাড়াতাড়ি চুল বাড়ে।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের বৃক্ষ। কচি ডাল ও পাতায় মরিচা রঙের রোম থাকে। পাতা যৌগিক। মধ্যশিরা 2.5 - 10 সেমি লম্বা। মধ্য শিরায় সবচেয়ে নীচের উপশিরা দুটির মধ্যে একটি গ্রন্থি দেখা যায়। উপশিরা 1 বা 2 জোড়া, প্রতি উপশিরায় এক থেকে তিন জোড়া পত্রক থাকে। পত্রক উপবৃত্তাকার বা আয়ত ভল্লাকার। পত্রকের উপরের দিকে রোম থাকে না কিন্তু নীচের দিক রোমশ, সাদা ফুলগুলি শাখার আগায় বা পাতার কক্ষে প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে, ফলের ভিতরের দিক লাল লঙের।

অন্য কথা ঃ গাছটি মাছের বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Papilionaceae

কুচ

Abrus precatorius L.

স্থানীয় নাম ঃ কুচ / সোনকাইচ / চুনাটি

রাজ্যের সর্বত্র এই লতানে গাছটি ঝোপে ঝাড়ে বনের প্রান্তে বা গ্রামের কাছে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির পাতা, শেকড় ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। পাতার নির্যাস শূলবেদনা ও কাশে উপকারী।

বর্ণনা ঃ প্রচুর ডালপালা যুক্ত লতানে গাছ। পাতা যৌগিক পক্ষল। প্রতি পাতায় 10 - 20 জোড়া পত্রক থাকে। পত্রক রেখাকার / আয়তাকৃতি রেখাকার। খুব পাতলা। পত্রকের নীচের দিকে রেশমের মতো হাল্কা রোম থাকে। লালচে / সাদাটে ফুলগুলি রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল শিম্বি জাতীয়, প্রতি পডে 3 - 5 টি গাঢ় লাল রঙের বীজ থাকে। বীজের উপরের দিকের কিছু অংশ কালো রঙের।

অন্য কথা ঃ পাতা খাদ্যোপযোগী, বীজ বিষাক্ত, অনেক সময় গবাদি পশু মারার জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে, স্বর্ণকাররা ওজন হিসেবে এই বীজ ব্যবহার করে। একটি বীজের ওজন এক রতি ধরা হয়। সেদ্ধ বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ থেকে সুন্দব মালা তৈরি হয়।

পলাশ

Butea monosperma (Lamk) Taub./ *B. frondosa*

স্থানীয় নাম ঃ পলাশ

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু পলাশ গাছ রয়েছে, তবে কোথাও এর সংখ্যা বেশি নয়।

ব্যবহার ঃ গাছটির বীজ ও ফুল ভেষজগুণ যুক্ত, বীজের তেল গোল ক্রিমি ও ফিতা ক্রিমির আক্রমণে উপকারী। ফুল কষায়, মূত্র বর্ধক ও কামোদ্দীপক।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষজাতীয় এই গাছটির কাণ্ড ও ডালপালা বাঁকানো ও গ্রন্থিযুক্ত। বাকল হালকা বাদামি বা ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক, ত্রিফলক যুক্ত। পত্রক আকারে বেশ বড়, কচি পাতা রেশমি রোমে ঢাকা, পরিণত পাতা রোমহীন, চর্মবৎ, শীতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং পত্রহীন গাছে মার্চ পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল উজ্জ্বল লালচে কমলা রঙের, এর বৃতি কালো। কোনো কোনো সময় ফুলের রঙ হলদেও হয়ে থাকে। ফল একবীজ বিশিষ্ট।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ ভাল জ্বালানি। বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। পলাশ পাতার তৈরি বাটি, প্লেট খাদ্য পরিবেশনে ব্যবহৃত হয়। গাছের শুকনো রস 'বেঙ্গল কিনো' নামে পরিচিত; পুরানো উদরাময়ে এর ব্যবহার রয়েছে।

বীজের তেল সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা যায়। কোনো কোনো স্থানে পলাশ পাতা বিড়ি বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফুল থেকে পাওয়া রং কাপড় রাঙানোতে ব্যবহৃত হয়।

অপরাজিতা

Clitoria ternatea Dc

স্থানীয় নাম ঃ অপরাজিতা

ব্যবহার ঃ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র ফুলের জন্য এই গাছ বাগানে লাগানো হয়। বীজ ও শেকড় ভেষজগুণ যুক্ত। বীজ মৃদু বিরেচক। শেকড় তিক্ত স্বাদযুক্ত, বিরেচক, মূত্রকারক। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতায় ফুলের পাপড়ি স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়।
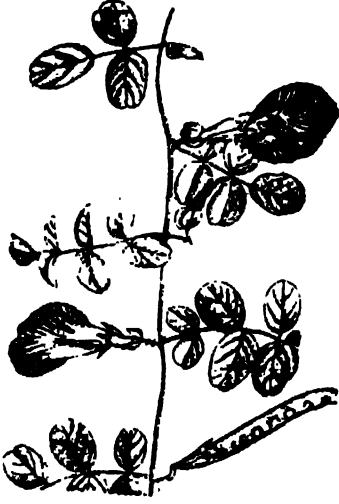
বর্ণনা ঃ লতানে গাছ, পাতা 5টি পত্রক যুক্ত পক্ষল যৌগিক। পত্রক উপবৃত্তাকার / ডিম্বাকার, ফুল সাদা বা নীল রঙের, এককভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়, ফুলের পাপড়ির রকমফের দেখা যায়। ফল প্রায় ৪ সেমি লম্বা, চ্যাপ্টা।

অন্য কথা ঃ ফুলের জন্য বাগানে এর চাষ হয়ে থাকে।

পানলতা

Deris trifoliata Lour. / *D. uliginosia*

স্থানীয় নাম ঃ পানলতা

রাজ্যের সদর বিভাগের বনাঞ্চলে এই কাষ্ঠল লতাটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ভেষজগুণ যুক্ত, বাত ও বাধক বেদনায় উপকারি।

বর্ণনা ঃ বড় কাষ্ঠল লতা। পাতা 15 - 25 সেমি লম্বা, যৌগিক। পত্রকগুলি একান্তর ভাবে মধ্যশিরায় সাজানো। পত্রক 5 - 12 সে. মি. লম্বা, আয়তাকার বা আয়তাকৃতি ভল্লাকার। লালচে বেগুনি ফুল পাতার কক্ষে রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল 5 - 2 x 1.8-3.5 সেমি। প্রতি ফলে এক বা দুটি বীজ থাকে। ফলের একদিক পক্ষল, জুন-জুলাই ফুল ফলের সময়।

অন্য কথা ঃ গাছের বাকল মাছের বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, শেকড় থেকে এক প্রকার কীটনাশক তৈরি হয়।

উলুচা

Desmodium triquetrum (L.) D.C.

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই। আসামে এটি উলুচা নামে পরিচিত।

রাজ্যের সর্বত্র বিশেষত পাহাড়ে শুকনো ও ল্যাটেরাইট মাটিতে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। অর্শ নিরাময়ে পাতার ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ। প্রায় দুই মিটার লম্বা। শাখা ত্রিভুজাকার, পাতা যৌগিক, এক ফলক যুক্ত। পত্রক 10 - 12 সেমি লম্বা, পত্রবৃন্ত পক্ষল, ফুল 15 - 25 সেমি লম্বা রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল 2.5 - 5 সেমি লম্বা এবং প্রায় একই প্রকার চওড়া।

অন্য কথা ঃ রবার চাষে সবুজ সার হিসেবে এর চাষ করা যায়। এর পাতায় 7.1 - 8.6% ট্যানিন থাকে। আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে উপজাতিরা এর পাতা চায়ের পাতার বদলে ব্যবহার করে থাকে।

কুর্তি কলাই

Dolichos uniflorus Lamk. / *D. biflorus*

স্থানীয় নাম ঃ কুর্তি কলাই / পাটা লুরি

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজগুণ যুক্ত, এটি ইউরিয়েজ সমৃদ্ধ। কষায়, মূত্রবর্ধক। শ্বেতপ্রদর ও ঋতুস্রাবের গোলযোগে বীজের নির্যাস উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় লতানে গাছ, রোমশ। পাতা যৌগিক, ত্রিফলক যুক্ত। পত্রক 2.5 - 5 × 1.5-3 সেমি উপপত্র ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার। হলদে রঙের ফুলগুলি 1 - 3টি একত্রে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল শক্ত, ঘন রোমে ঢাকা, 4 - 5 সেমি লম্বা। প্রতি ফলে 4 - 5টি বীজ থাকে।

সাদা বনমেথি

Melitotus albus Medik

স্থানীয় নাম ঃ সাদা বনমেথি

রাজ্যের সদর বিভাগে এই গাছটি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছটি বনপিরিং (*Melilotus officinalis*)-এর বিকল্প হিসেবে ভেষজ রূপে ব্যবহৃত হয়। এটি সুগন্ধযুক্ত, হজমকারক, স্নিগ্ধকর ও সংকোচক। গাছটি পেট ফাঁপায় উপকারী, এছাড়া ব্যথা বেদনায় সেঁক দেওয়ার জন্যও এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ দুর্বল কাণ্ড যুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা পক্ষল যৌগিক, পত্রক সংখ্যা তিন, পত্রক বিডিম্বাকার বা বিভল্লাকার, কিনারা দন্তুর, সাদা ফুলগুলি রেসিম পুষ্প বিন্যাসে থাকে। ফল আয়তাকার, 1-2 টি বীজযুক্ত, অবিদারী।

অন্য কথা ঃ পশু খাদ্য ও মৌমাছি পালনের জন্য এই গাছের ব্যবহার হয়ে থাকে।

শৌজ

Melletia auriculata Baker ek Brandie

স্থানীয় নাম ঃ গাছটির স্থানীয় নাম জানা নেই। কোনো কোনো স্থানে একে বিষলতা বলে, হিন্দিতে ইহা শৌজ নামে পরিচিত।

রাজ্যের জম্পুই পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে এবং অন্যত্র শুষ্ক স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড় ভেষজগুণ যুক্ত। গো-মহিষাদির শরীরের উকুন মারার জন্য শেকড় চূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের কাষ্ঠল লতা। শাখা-প্রশাখা রেশমী রোমে ঢাকা। 30 - 60 সেমি লম্বা পাতা শাখার আগায় জন্মায়। পত্রমূল স্ফীত. পাতার বোঁটা 10 - 15 সেমি লম্বা। পত্র যৌগিক। প্রতি পাতায় 7-9 টি পত্রক থাকে। সাদাটে ফুলগুলি শাখার আগায় পাতার কক্ষে রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল 10 - 15 × 2.5 - 4 সেমি, বাদামি ভেলভেটের মতো আবরণে ঢাকা। প্রতি ফলে 2 - 4 টি বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ মাছের বিষ হিসেবে এর শেকড়ের ব্যবহার হয়ে থাকে।

আলকুশি

Mucuna pruriens (L.) DC

স্থানীয় নাম ঃ আলকুশি / বানরীহোলা

রাজ্যের সদর বিভাগে বনের ঝোপ ঝাড়ে এই গাছ দেখা যায়। এছাড়াও আখের মতো খারিফ ফসলের জমিতেও এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড়, ফল, বীজ ভেষজ গুণযুক্ত, পেটের পীড়া ও জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে শেকড় উপকারী, ফল কামোদ্দীপক, টনিক এবং গনোরিয়ায় উপকারী, বীজ বিছার কামড়ে উপকারী, ফলের গায়ের রোম মধু সহ ক্রিমির উপদ্রবে উপকারী। এছাড়া স্নায়ু রোগে এটি টনিকের কাজ করে। বীজ শ্বেতপ্রদর ও ঋতুস্রাবের গোলযোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ। পাতা যৌগিক, ত্রিফলক যুক্ত। পত্রক 10 - 20 সেমি লম্বা, নীচের দিক ধূসর রেশমি রোমে ঢাকা। বেগুনি রঙের ফুলগুলি রেসিম পুষ্পবিন্যাসে লতা থেকে ঝুলতে থাকে। ফল 5 - 7 সেমি লম্বা, শৈলশিরা যুক্ত।

অন্য কথা ঃ মেক্সিকো রাজ্যে সবুজ সার হিসেবে এবং ভূমিক্ষয় নিবারণে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সেখানে এর ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এই রাজ্যে *Mucana* গণভুক্ত অন্য দুটি প্রজাতি *M. bracteata* Dc. এবং *M. nigricans* (Lour.) Stud. পাওয়া যায়। এদের বীজও আলকুশির মতো একই প্রকার ভেষজ গুণযুক্ত।

করঞ্জ

Pongamia pinnata L. Pierre *P. glabra*

স্থানীয় নাম ঃ করঞ্জ

রাজ্যের সদর বিভাগে রাস্তার ধারে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটি দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। বীজের তেল চর্মরোগ প্রতিষেধক ও ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষ জাতীয় মাঝারি ধরনের উঁচু গাছ। পাতা যৌগিক পক্ষল, 5 - 9 পত্রকযুক্ত। ফুল রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। গোলাপি বা লাইলাক রঙের। এপ্রিল থেকে জুন ফুলের সময়। ফল 4 - 6×2 সেমি।

অন্য কথা ঃ পাতা সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজের তেল পরিশুদ্ধ নিম তেলের মতো অর্ধখর, গন্ধযুক্ত ও তিক্ত স্বাদের, সাবান তৈরি এবং চামড়ার কারখানা ও মেশিনে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বকফুল

Sesbania grandiflora (L.) Pour./ *S. aegyptiaca*

স্থানীয় নাম ঃ বকফুল

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, পাতা ও ফুল ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল কষায় ও টনিক, বসন্তরোগে বাকলের নির্যাস উপকারী। পাতা ও ফুলের রস মাথা ধরা ও সর্দিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোটো বৃক্ষ জাতীয় গাছ, কাণ্ড নরম, পাতা এক পক্ষল। উজ্জ্বল সবুজ রঙের পত্রক মধ্যশিরায় জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত। বড়ো ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় পাতার কক্ষে জন্মায়। ফুলের রং সাদা। হালকা গোলাপি বা লালচে। লম্বা, চতুষ্কোণাকার ফলে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা - কচি পাতা ও ফুল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বীজ প্রোটিন সমৃদ্ধ কচি ডাল ও পাতা উত্তম পশুখাদ্য। পাতা সবুজসার হিসেবেও উৎকৃষ্ট। ভূমিক্ষয়ে বিনষ্ট পাহাড়ের বনায়নে এই গাছ ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

Sesbania sesban Weight & Arn

স্থানীয় নাম ঃ জয়ন্তী

রাজ্যের সদর বিভাগের কোথাও কোথাও এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ পেটের অসুখ, চর্মরোগ, প্লীহা এবং ক্ষত নিরাময়ে উপকারী। শেকড় বিছার কামড়ে উপকারী। ক্ষতে পাতার পুলটিসের ব্যবহার রয়েছে।
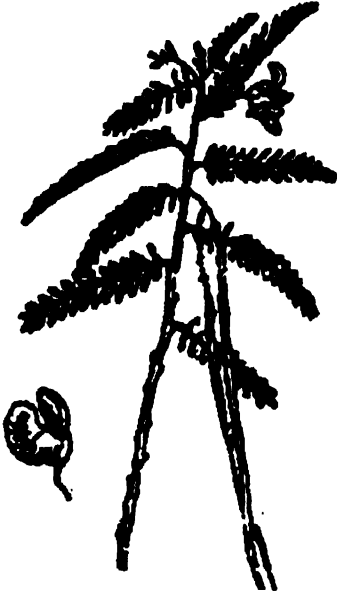
বর্ণনা ঃ সূক্ষ্ম বা ছোটো বৃক্ষ জাতীয় গাছ। পাতা যৌগিক এক পক্ষল। পত্রক জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত। হলদে বা লালচে রঙের ফুলগুলি গোছা বেঁধে লম্বা বোঁটা থেকে ঝুলতে থাকে। শীত ও বর্ষায় গাছে ফুল ফোটে। ফলে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ বাড়ির বেড়ার কাজে অনেক সময় এ গাছ লাগানো হয়। গাছের কাঠ কয়লা আগে বারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। খেলনা তৈরিতেও এর কাছের ব্যবহার রয়েছে। পাতা ও কচি ডালপালা ভাল পশু খাদ্য।

নুলা কাশিনা

Smithia sensitiva Ait.

স্থানীয় নাম ঃ নুলা কাশিনা

রাজ্যের সর্বত্র ভিজে মাটিতে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ মাথা ধরার উপশমে লোশন হিসেবে এই গাছের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ শক্ত মূল যুক্ত বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা পক্ষল যৌগিক। মধ্যশিরার অগ্রভাগ কটকে পরিবর্তিত। পত্রক সংখ্যা 20 পর্যন্ত হয়ে থাকে। হলদে ফুল রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল চ্যাপ্টা, 4 - 6 ব্যবধায়ক যুক্ত। প্রতি খণ্ডে একটি বীজ থাকে।

মেথি

Trigonella foenum - graecum L.

স্থানীয় নাম ঃ মেথি

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ বীজ ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ হজমকারক, টনিক, কামোদ্দীপক। বীজের নির্যাস বসন্তে উপকারী। ভাজা বীজের নির্যাস পেটের পীড়ায় উপকারী। পাতা স্নিগ্ধকর।

বর্ণনা ঃ গন্ধযুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা পক্ষল যৌগিক। ফলক তিনটি, উপপত্র বৃন্তলগ্ন। পত্রক বিডিম্বাকার। পাতার কক্ষে একটি বা দুটি করে সাদা ফুল জন্মায়। ফল 8 - 15 সেমি লম্বা। একটু বাঁকানো। প্রতি ফলে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ বীজ মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।
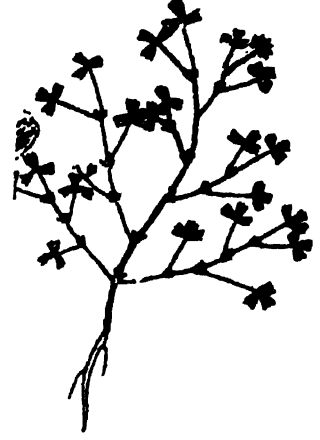
জোরনিয়া

Zornia gibbosa Spanrghe / *S. diphylla*

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই। সাঁওতালি ভাষায় এটি তুদিজহাঁপ্‌নি এবং মালায়লাম ভাষায় নিলম মারি নামে পরিচিত।

রাজ্যের সদর বিভাগের পতিত জমিতে এই গাছটি দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী আঁকাবাঁকা শাখা যুক্ত ছড়ানো ধরনের বীরুৎ, পাতা যৌগিক, পত্রক এক জোড়া, 1 - 2.5 সেমি লম্বা, ভল্লাকার, কাল গ্রন্থিযুক্ত হলদে রঙের ফুলগুলি রেসিম পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফলে 1 - 6 টি খাঁজ থাকে। ফল রোমশ ও কণ্টকাবৃত।
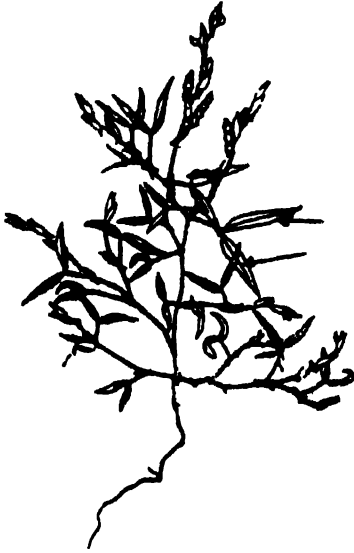
গোত্র ঃ Styraceae

কুম জামুরা

Styax serrulatum Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ *কুম জামুরা*

রাজ্যের জম্পুই পাহাড়ে এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছ থেকে এক প্রকার রঞ্জন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। অ্যান্টিসেপ্টিক

হিসেবে এই রজনের বহিঃপ্রয়োগ রয়েছে। এছাড়া এই রজন উদ্দীপক ও কফ নিঃসারক গুণ বিশিষ্ট।

বর্ণনা ঃ গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। কোনো কোনো সময় গাছটি 20 মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা সরল একান্তর, উপবৃত্তাকার, কিনারা করাতের মতো ছোট ছোট খাঁজ কাটা, পাতায় উপপত্র থাকে না। উভলিঙ্গ সাদা ফুলগুলি পাতার কক্ষে নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুলের বোঁটা ও বৃতি সাদা রোমে ঢাকা। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল ফুলের সময়।

গোত্র ঃ Symplocaceae

লোধ্র

Symplocos racemosa Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ লোধ্র / লোধ / পুইয়াধর রাতা

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায় আগরতলা শহরের আশে পাশেও এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছটির বাকল ভেষজগুণযুক্ত। এটি কষায় স্নিগ্ধকর এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাবে উপকারী। এছাড়া পেটের পীড়া ও চক্ষু রোগেও এটি উপকারী। বাকলের নির্যাস দিয়ে কুলকুচা করলে দাঁতের মাড়ির রক্তপড়া বন্ধ হয় এবং মাড়ি শক্ত হয়। বাকলে পাওয়া দুই প্রকার উপক্ষার লোটি উরিন ও কনোট্রিন ভেষজ গুণের জন্য দায়ী।

বর্ণনা ঃ ছোটো বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল হলদেটে রঙের, স্পঞ্জের মতো। কাঠ সাদা ও নরম, পাতা সরল। কচিপাতা লালচে রঙের। আয়ত উপবৃত্তাকার / উপবৃত্ত ভল্লাকার। পাতার কিনারা সমান অথবা কিছুটা করাতের মতো খাঁজ কাটা। মধ্যশিরা অল্প রোমশ। মধ্যশিরার দু'পাশে আটটি উপশিরা থাকে। সাদা ফুলগুলি নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুলের বোঁটা খুব ছোটো। ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি ফুলের সময়। ফুল ড্রুপ জাতীয়। পাকা ফল কালচে রঙের।

অন্য কথা ঃ পাতা ও বাকল থেকে হলদে ও লাল রং পাওয়া যায় যা রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত হয়। লোধ্ররেণু প্রাচীনকালে মেয়েরা প্রসাধন কাজে ব্যবহার করত।

গোত্র ঃ **Juglandaceae**

কাজিকারা

Engelhradtia spicata Lechen ex Blume

স্থানীয় নাম ঃ কাজিকারা / কিচরাবাদি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পর্ণমোচী অরণ্যে এ গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর বাকলে এক প্রকার রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়, যা ভেষজ গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, বিজোড়, পক্ষল একান্তর বিন্যাসে থাকে। পত্রকের কিনারা সমান বা করাতের মতো খাঁজকাটা। পত্রহীন গাছে ফুলগুলি ক্যাটকিন পুষ্পবিন্যাসে ঝুলতে দেখা যায়।

অন্য কথা ঃ মাছের বিষ হিসেবে এই গাছের বাকলের ব্যবহার রয়েছে। কাঠ আসবাব তৈরি এবং প্যাকিং বাক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ট্যানিং -এ বাকলের ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Cannabinaceae

ভাং

Cannabis sativa L.

স্থানীয় নাম ঃ ভাং / গাঁজা

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে বুনো অবস্থায় গাছটি দেখা যায় এবং কখনো বা এর চাষও করা হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গাছটি মাদক ও টনিক গুণযুক্ত। পেটের পীড়ায় এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া স্নায়ু স্নিগ্ধকর এবং ব্যথা উপশমের জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ 1-1.5 মিটার লম্বা গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতা করতলাকারে খণ্ডিত, 3 - 11 পত্রকে বিভক্ত। গাছের উপরের দিকের পাতা অনেক সময় একটি ফলকযুক্ত হয়ে থাকে। কিনারা দন্তুর, ফুল একলিঙ্গ ভিন্নবাসী। পুংপুষ্প প্যানিকেল বিন্যাসে এবং স্ত্রী পুষ্প এককভাবে পুষ্পপত্রের কক্ষে থাকে।

অন্য কথা ঃ এই গাছ থেকে গাঁজা, ভাং, চরস ইত্যাদি পাওয়া যায়।

গোত্র ঃ Moraceae

বট

Ficus bengalensis L.

স্থানীয় নাম ঃ বট / কাঁঠালি বট

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছটি জন্মায়।

ব্যবহার ঃ বটের আঠার নানা ভেষজগুণ রয়েছে। টনিক হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কচি পাতা নাকি কুষ্ঠ রোগে উপকারী। পাতার পুলটিস ফোঁড়া উপশম করে। বাকলের ক্বাথ বহুমূত্রে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। এর শাখা থেকে শেকড় বা ঝুরি নেমে আসে এবং তা ক্রমশ স্তম্ভমূলে পরিণত হয়। পাতা বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। ফেব্রুয়ারি-মার্চে গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুল খুব ছোটো, উদুম্বর পুষ্পবিন্যাসে থাকে, বাইরে থেকে দেখা যায় না। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ফল পাকে।

Ficus গণভুক্ত আরো কয়েকটি প্রজাতি ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায় যাদের ভেষজ গুণ রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে —

F. hispida L. — স্থানীয়ভাবে এটি ডুমুর নামে পরিচিত। এর ফলের ভেষজ গুণ রয়েছে। ফল ও বীজ বমনকারক। ফল চূর্ণ জলের সঙ্গে সেদ্ধ করে পুলটিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডুমুর খেলে গরুর দুধ শুকিয়ে যায়। রাজ্যের সর্বত্র জঙ্গলে ও বাড়ির আনাচে কানাচে ডুমুর গাছ দেখা যায়।

F. racemosa L. — স্থানীয়ভাবে একে যজ্ঞডুমুর বলে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাছটি দেখা যায়। এর পাতা, বাকল ও ফল ভেষজগুণ যুক্ত। পাতায় হওয়া "গল" (gall) দুধ ও মধু সহ বসন্তের দাগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকল গবাদি পশুর রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest) নিরাময়ে উপকারী।
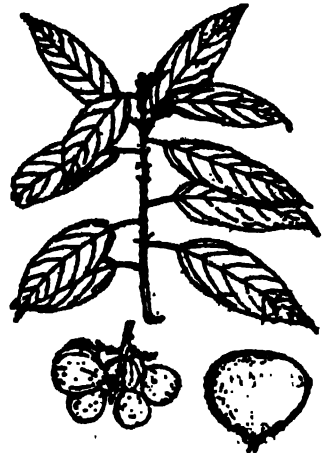
F. religiosa L. — স্থানীয়ভাবে অশ্বত্থ নামে এটি পরিচিত। এই বৃক্ষ জাতীয় গাছটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। এই গাছেরও কিছু ভেষজ গুণ রয়েছে, এর বাকল কষায়। বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

F. virens Ait / *F. infectoria* — গাছটির স্থানীয় নাম পাকুড়। রাজ্যের সদর বিভাগে কদাচিৎ এই গাছটি দেখা যায়। এর বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। বাকলের নির্যাস ক্ষত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি শ্বেতপ্রদর ও লালাস্রাবে উপকারী। বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির পাতা উপবৃত্তাকার / আয়তাকার বা ডিম্বাকার। রোমশ উপপত্রে কচিপাতা ঢাকা থাকে। পুষ্পাধার জোড়ায় জোড়ায় পাতার কক্ষে থাকে। পাকা ফলের রং সাদা।

শেওড়া

Streblus asper Lour

স্থানীয় নাম ঃ শেওড়া

রাজ্যের বন জঙ্গলে ও ঝোপে ঝাড়ে এ গাছ জন্মায়। আগরতলা শহরের আশেপাশে ও ঝোপঝাড়ে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ এই গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজ গুণযুক্ত। বাকলের ক্বাথ জ্বর ও উদরাময়ে উপকারী। শেকড় ক্ষত উপশম করে। তরু ক্ষীর কষায় ও জীবাণুনাশক, পায়ের গোড়ালি ফাটায় ও হাত ফাটায় উপকারী। ডালের দাঁতন ব্যবহারে পায়োরিয়া দূর হয়।

বর্ণনা ঃ রোগা গ্রন্থিল ছোটো আকারের বৃক্ষ। গাছে সাদা তরু ক্ষীর রয়েছে। পাতা ছোটো, গাঢ় সবুজ, ফুল ছোটো একলিঙ্গ। পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা গাছে হয়। পুষ্পগুচ্ছ গোলাকার। স্ত্রী পুষ্পগুচ্ছ এককভাবে বা ছোটো গোছায় থাকে। বাকল নরম ধূসর রঙের। ফল মটর বীজের মতো আকারের।

অন্য কথা ঃ এর খস্‌খসে পাতা কাঠ ও হাতির দাঁতের সামগ্রী পালিশে ব্যবহৃত হয়। কাঠ সহজে জলে নষ্ট হয় না। অনেক সময় গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি তৈরিতে এর ব্যবহার হয়।

গোত্র ঃ Flacourtiaceae

চালমুগরা

Hydnocarpus kurzii (King) Warb. / *Teractogenos kurzii*

স্থানীয় নাম ঃ চালমুগরা

ত্রিপুরা রাজ্যের জম্পুই পর্বতশ্রেণীতে এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বীজ ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল কুষ্ঠ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকলের নির্যাস জ্বরে উপকারী।

বর্ণনা ঃ চিরসবুজ বৃক্ষজাতীয় এই গাছটি প্রায় পনের মিটার লম্বা হয়ে থাকে। গাছের গুড়ি থেকে শাখাগুলি নীচের দিকে ঝুলতে থাকে। পাতার বোঁটা স্ফীত ও আগার দিক জানুর আকৃতির। ছোট হলদে ফুল পাতার কক্ষে সাজানো থাকে। ফল গোলাকার বাদামি রঙের। ফলের খোসা ভেলভেটের মতো। প্রতি ফলে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ এই রাজ্যের জম্পুই পাহাড়ে Flacourtiaceae গোত্রের চালমুগরা নামে পরিচিত অন্য একটি গাছ পাওয়া যায়, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Gynocardia odorata*। এটিও বৃক্ষজাতীয় গাছ তবে এর আকার আসল চালমুগরা থেকে অনেক বড়। এর পাতার বোঁটা চালমুগরার মতো স্ফীত নয়। এর ফল আকারে বড় এবং এর ভেষজ গুণ আসল চালমুগরা থেকে অনেক কম। বিষ প্রয়োগে মাছ মারার জন্য এর ফলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

গোত্র ঃ Thymelaeaceae

অগুরু

Aquilaria malacensis Lamk. / *A. agallocha*

স্থানীয় নাম ঃ অগুরু / আগর

আগে রাজ্যের কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগে এই গাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে রাজ্যের

অন্যান্য বিভাগেও এই গাছ লাগানো হয়েছে এবং তারা ভালভাবেই বাড়ছে।

ব্যবহার ঃ পরিণত গাছের কাঠ থেকে অগুরু পাওয়া যায়। এর অনেক ভেষজ গুণ রয়েছে। আয়ুর্বেদের মতে এটি তিক্ত, উষ্ণ, ঝাঁঝালো ও কটু গন্ধযুক্ত। কফ, বাত, বায়ু, হিক্কা, বক্ষঃপীড়া, শ্বেতি, গেঁটে বাত প্রভৃতিতে উপকারী। অগুরু বেশ উত্তেজক। এটি মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত ও বমন নিবারক। স্বল্পমাত্রায় উহা বলকারক ঔষধের কাজ করে।

অন্য কথা ঃ অগুরুর ধূপ দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়। অগুরু থেকে আতর, তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কাপড়ে অগুরু কাঠের গুঁড়া লাগালে তাতে পোকা ধরে না, কাঠ থেকে গহনার বাক্স, বেড়াবার ছড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়। গাছের বাকল থেকে পার্চমেন্টের মতো কাগজ পাওয়া যায়।

গোত্র ঃ Nyctaginaceae

পুনর্নবা

Boerhavia chinensis (L.) Ascher & Schwein f.

স্থানীয় নাম ঃ পুনর্নবা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির শেকড় ও পাতা ভেষজ গুণ যুক্ত। শেকড় ও পাতা মূত্রবর্ধক ও শোথ নিবারক। এছাড়া এটি মৃদু জোলাপের কাজ করে।

বর্ণনা ঃ আলুলায়িত বীরুৎ জাতীয় গাছ। শাখা উর্ধ্বগ, পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। প্রতি জোড়া পাতা সমান আকারের। ফুল বৃন্তযুক্ত। ছত্রবিনাসে সাজানো, ফল আঠালো গ্রন্থিযুক্ত।

অন্য কথা ঃ *Boerhavia* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *B. diffusa* L. রাজ্যের সদর ও ধর্মনগর বিভাগে অনেকের বাড়িতে দেখা যায়। এর ভেষজগুণ প্রায় একই প্রকার। এই প্রজাতিতে বিপরীতভাবে বিন্যস্ত পাতাগুলি অসমান এবং ফুল বৃন্তহীন ও মুণ্ডক বিন্যাসে সাজানো।

কৃষ্ণকলি

Mirabilis jalapa L.

স্থানীয় নাম ঃ কৃষ্ণকলি / নন্দদুলাল

রাজ্যের সর্বত্র ফুলের জন্য এই গাছ বাড়িতে লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ পাতা, মূল ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। মূল রেচক ও কামোদ্দীপক, পাতা জ্বালানাশক। সর্দি কাশিতে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ কোষ্ঠ-কাঠিন্যের দোষ নষ্ট করে।

বর্ণনা ঃ কন্দমল যুক্ত বীরুৎ। কাণ্ডের পর্বমধ্য স্ফীত। পাতা তাম্বুলাকার। ফুল সাদা, হলুদ বা লাল রঙের। ফল ছোট় উপবৃত্তাকার নাট

অন্য কথা ঃ বীজ চূর্ণ প্রসাধন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পাতা খাদ্যোপযোগী।

গোত্র ঃ Capparaceae

হলদে হুড়হুড়ে

Cleome viscosa L.

স্থানীয় নাম ঃ হলদে হুড়হুড়ে

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে ছায়াযুক্ত স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। পেট ফাঁপা ও বদহজমে পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। চক্ষুর প্রদাহ ও কান ব্যথায় পাতার রস উপকারী। বীজ হজমিকারক ও ক্রিমিনাশক। কোনো কোনো স্থানে শেকড় ও কাণ্ড সর্প দংশনে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ চটচটে আঠালো বীরুৎ জাতীয় গাছ। শাখায় গ্রন্থিযুক্ত রোম থাকে। পাতা করতলাকৃতি, 3 - 5 পত্রক যুক্ত। হলদে ফুল শাখার আগায় রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল লম্বাটে ক্যাপসুল জাতীয়।

বরুণ

Crataeva nurvala F. Ham.

স্থানীয় নাম ঃ বরুণ

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতা ও বাকল রেচক ও ক্ষুধা বর্ধক। আয়ুর্বেদ মতে কাণ্ড ও মূলের বাকল পাথুরি রোগ নিবারক। পাতা বাতে উপকারী। বাকলে ট্যানিন ও সেপনিন রয়েছে।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ, বাকল মসৃণ, হালকা ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক, তিনটি পত্রকযুক্ত করতলাকার। শীতে পাতা ঝরে যায়। মার্চ পর্যন্ত নতুন পাতা গজায়। ফুল প্রথমে সাদা পরে হালকা হলদে রঙের। ডালের আগায় গোছা ভরা ফুল দেখা যায়। ফুলের লালচে বেগুনি রঙের লম্বা পুংকেশর সহজে নজরে পড়ে। ফল বেরি জাতীয় গোলাকার বা একটু লম্বাটে। ফলত্বক শক্ত ও খসখসে। ফলে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ ফলত্বক রঞ্জন শিল্পে রঙ বন্ধনকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফুল ও ফল খাদ্যোপযোগী। খেলনা, চিরুনি, দেশলাই কাঠি প্রভৃতি তৈরিতে কাঠের ব্যবহার রয়েছে।
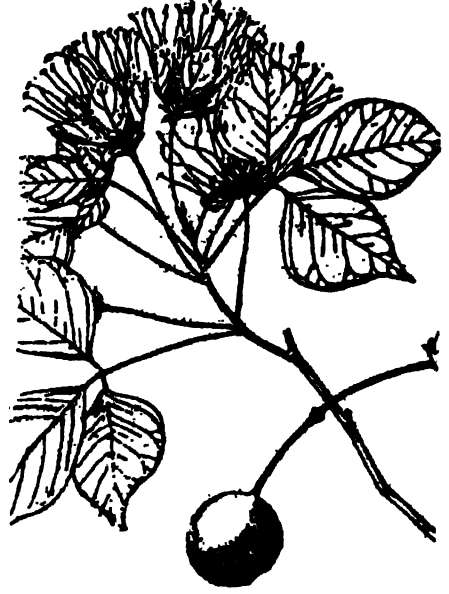
গোত্র ঃ Moringaceae

সজনে

Moringa oleifera* (L.) Lamk./ *M. pterigosperma

স্থানীয় নাম ঃ সজনে / সজিনা

ত্রিপুরায় এই গাছ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বীজ, পাতা, মূল ইত্যাদি ভেষজগুণযুক্ত। বীজ হতে পাওয়া তেল বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা সাপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতির কামড়ে উপকারী। মূল গলক্ষত ও সর্দিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। কাণ্ড বেশ নরম। বাকল ভারী, বাদামি রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। পাতা যৌগিক ত্রিপক্ষল। ফুল আসার আগে গাছের পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চে গাছে ফুল হয়। ফল লম্বাটে, পরিণত ফল অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি। প্রতি ফলে বহু পক্ষল বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ গাছের ফুল, ফল, পাতা, বাকল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে পাওয়া তেল ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে। এছাড়া প্রসাধন সামগ্রীতে এর ব্যবহার রয়েছে। গাছের আঠা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকলের তন্তু দড়ি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

গোত্র ঃ Polygalaceae

মেরাড়ু

***Polygala arvensis* Willd. / *P. chinensis* L.**

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই। হিন্দিতে একে মেরাড়ু বলে। রাজ্যের সদর বিভাগের কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে বা গোচারণ ভূমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। জ্বর ও মাথাঘোরায় ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ মূলকাকার কাণ্ডযুক্ত কাষ্ঠল বীরুৎ। শাখা-প্রশাখা শায়িত, রোমশ। পাতায় বোঁটা প্রায় থাকে না। ফলক 2.5 - 6 সেমি লম্বা। সরু ভল্লাকার থেকে বিডিম্বাকার। হলদে রঙের ফুলগুলি রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুলের বৃতি স্বল্পস্থায়ী, অগ্রভাগ গোলাকার।

ফল আয়তাকার ক্যাপসুল।

এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *P. crotalarioides* F. Ham এই রাজ্যের পতিত জমিতে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সর্দিতে এর ব্যবহার রয়েছে। ছোটনাগপুরের মুন্ডারা গলা হতে কফ বের করার জন্য এর শেকড় চিবিয়ে থাকে।

গোত্র ঃ Cucurbitaceae

তেলাকুচা

Coccinia grandis* (L.) Voigt / *Cephalandra indica

স্থানীয় নাম ঃ তেলাকুচা / কুন্দরি

রাজ্যের সর্বত্র রাস্তার পাশে, পতিত জমিতে ও বনভূমির প্রান্তে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। স্থানীয় ভাবে এর শেকড়, কাণ্ড ও পাতা চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস, বহুমূত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ কন্দমূলযুক্ত, প্রচুর শাখাবিশিষ্ট লতানে গাছ। কাণ্ডে সরল আকর্ষ থাকে। পাতার ফলক করতলাকৃতি খণ্ডিত প্রান্তযুক্ত। মধ্যশিরার নীচে কয়েকটি চকচকে গ্রন্থি থাকে। ফুল বেশ বড়, সাদা রঙের, একলিঙ্গ, ফল ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার, কাঁচা ফল সবুজ এবং তাতে সাদা ডোরা থাকে। পাকা ফল লাল রঙের।

অন্য কথা ঃ কচি ডালপালা, পাতা ও ফল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
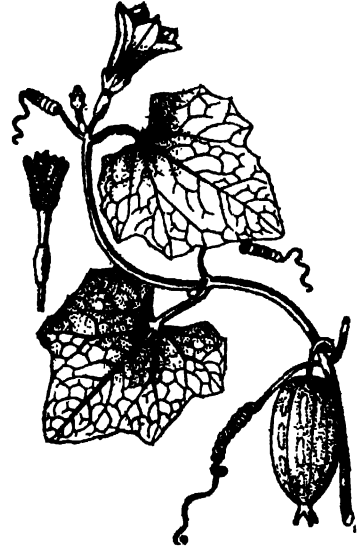
মালা

Diplocyclos palmatus* (L.) C. Jeffry / *Bryonia laciniosa*/ *Bryonopsis laciniosa.

স্থানীয় নাম ঃ মালা

রাজ্যের প্রায় সব পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সম্পূর্ণ গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। এটি তিক্ত, ক্ষুধা উদ্রেককারী। পিত্তাধিক্য, জ্বর ও বমনোদ্রেকে উপকারী। জ্বলনে পাতার বহিঃপ্রয়োগ ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী লতানে গাছ। পাতা করতলাকারে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। আকর্ষযুক্ত। একলিঙ্গ ফুল ছোট, সবুজাভ হলদে। স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই গাছে জন্মায়। ফল ছোট, গোল। ফলে ছয়টি ডোরাকাটা দাগ থাকে।

জিমনোপেটেলাম

Gymnopetalum cochinchinensis* (Lour.) Kurz / *Bryonia cochinchinensis

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে ও বনের বাইরের দিকে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার রস গর্ভস্রাবের পর টিটেনাসের প্রতিষেধক হিসেবে উপকারী। পাতার রস চক্ষুরোগেও ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি, কিনারা কিছুটা খাঁজযুক্ত। আকর্ষ সরল, ফুল একলিঙ্গ সহবাসী। পুং পুষ্প এককভাবে বা রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। স্ত্রী পুষ্প এককভাবে থাকে। ফল ডিম্বাকৃতি, লাল।

অন্য কথা ঃ কচি ফল খাদ্যোপযোগী।

ধুন্দুল

Luffa cylindrica* (L.) M. Roem / *L. aegyptica

স্থানীয় নাম ঃ ধুন্দুল / পুরাল

রাজ্যের সর্বত্র ঝোপেঝাড়ে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজগুণযুক্ত। বিরেচক ও বমনকারক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ প্রচুর শাখা-প্রশাখা যুক্ত লতানে গাছ। পাতা সরল, করতলাকারে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ডগুলি ত্রিকোণাকার। আকর্ষ তিনটি শাখা যুক্ত। ফুল একলিঙ্গ, সহবাসী। পুং পুষ্প রেসিম বিন্যাসে থাকে। কিন্তু স্ত্রী পুষ্প এককভাবে থাকে। ফল নলাকার মাংসল। পরিণত ফলে শক্ত ছিব্‌ড়ে থাকে।

অন্য কথা ঃ কচি ফল সব্জি হিসেবে খাওয়া হয়। পাকা শুকনো ফলের খোসা স্নানের স্পঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
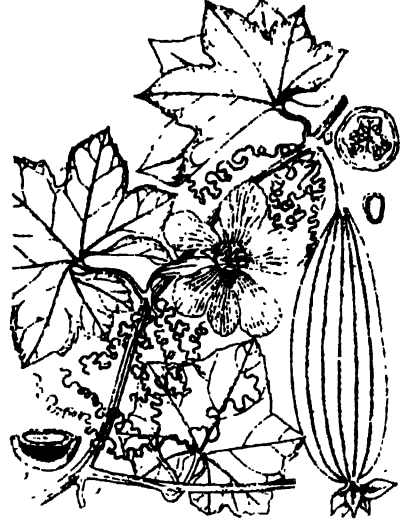
কুন্দরি

Melothria heterophylla **(Lour.) Cong.**

স্থানীয় নাম ঃ কুন্দরি

রাজ্যের বনাঞ্চলে এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। ধাতু দৌর্বল্যে দুধ সহ শেকড় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি গনোরিয়ায়ও উপকারী। শেকড় উদ্দীপক ও রেচক গুণ-বিশিষ্ট। কাপড়ে চিহ্ন দেওয়ার জন্য ধোপারা ভেলার (পৃ.৯৩) ফল ব্যবহার করে থাকে। ঐ ফলের কষ শরীরে লাগলে জ্বালা করে এবং এই জ্বলন উপশমে কুন্দরি পাতার রস উপকারী।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ। পাতার গোড়ার দিকে কয়েকটি গ্রন্থি দেখা যায়। ফলকের আকার বিভিন্ন হয়ে থাকে। আকর্ষ সরল, ফুল একলিঙ্গ, ভিন্নবাসী, ফল লম্বাটে। তাতে অনেক বীজ থাকে।

করলা

Momordica charantia L.

স্থানীয় নাম ঃ করলা / উচ্ছে

রাজ্যের সর্বত্র এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ গাছটির পাতা ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার রস ক্রিমি নাশক এবং পৈত্তিক রোগে উপকারী। পায়ের পাতার প্রদাহে পাতার রসের বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। পাতা ও ফল অর্শ, কুষ্ঠ, কামেলা প্রভৃতি রোগে উপকারী। ফল পাকস্থলীর গোলযোগেও উপকারী। গাছের শেকড় কষায় এবং এটি রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। বীজ ভিটামিন সমৃদ্ধ।

বর্ণনা ঃ প্রচুর শাখাযুক্ত লতানে গাছ। পাতা 5-12 সেমি লম্বা, ফলক 5-7 ভাগে খণ্ডিত। খণ্ডগুলি ডিম্বাকৃতি আয়তাকার। আকর্ষ সরল, ফুল একলিঙ্গ। পুং এবং স্ত্রী পুষ্প একই গাছে থাকে। ফল 8-20 সেমি লম্বা। ফল গাত্র গুটিকাকার। বীজ চ্যাপ্টা।

অন্য কথা ঃ সবজি হিসেবে এর ফলের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

চিচিঙ্গা

Tirchosanthes anguina L.

স্থানীয় নাম ঃ চিচিঙ্গা

ব্যবহার ঃ ফল ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। ফিলিপাইনে এর ফল রেচক, ক্রিমিনাশক ও বমনকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ স্নিগ্ধকর।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ। পাতা সরল, বৃক্কাকার বা অনেকটা ডিম্বাকার। বোঁটা বেশ দৃঢ়। ফলকের কিনারা খণ্ডিত। আকর্ষ 2-3 ভাগে বিভক্ত। গাছটি সহবাসী। পুং পুষ্প দৃঢ় পুষ্পাক্ষে নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে

থাকে। স্ত্রী পুষ্প এককভাবে থাকে। ফল বেশ লম্বা। অনেক সময় এক মিটারের চেয়ে বেশি লম্বা হয়। ফলের গায়ে সাদা ডোরা দেখা যায়।

অন্য কথা ঃ ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Trichosanthes গণভুক্ত অন্য কয়েকটি প্রজাতিও ভেষজ গুণ বিশিষ্ট।

T. bractata (Lamk) Voigt. / *T. palmata* ঃ স্থানীয়ভাবে গাছটি মাকাল নামে পরিচিত। রাজ্যের পতিত জমি ও বনাঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। গাছটির ফল ও শেকড় ভেষজগুণ যুক্ত। ফল হাঁপানিতে উপকারী। শেকড় গরুমোষাদির ফুসফুসের রোগে উপকারী। শেকড়ের লেই কার্বাঙ্কলে উপকারী। সরষের তেলের সঙ্গে শেকড়ের লেই বহিঃপ্রয়োগে মাথা ধরার উপশম হয়।

বড় লতানো গাছ। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি। কখনো কখনো পাতার ফলক 3-5 খণ্ডে বিভক্ত। আকর্ষ তিনটি শাখা যুক্ত। পুং ও স্ত্রী পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকে। স্ত্রী পুষ্প কখনো একক ভাবে দেখা যায়। ফল গোলাকার লাল রঙের।

T. cordata Roxb. — স্থানীয় ভাবে ভুঁইকুমড়া নামে পরিচিত। রাজ্যের নানা স্থানে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে এই গাছ বেশি দেখা যায়। এর শুকনো ফুল উদ্দীপক। মূল প্লীহার স্ফীতিতে উপকারী। ক্ষতে মূলের বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। টাটকা মূল তেল সহযোগে কুষ্ঠের ক্ষতে বহিঃপ্রয়োগ করা হয়।

বহু শাখা বিশিষ্ট এই লতানো গাছটিতে কন্দমূল দেখা যায়। পাতা তাম্বুলাকার। ফল গোল লাল রঙের।

T. dioica Roxb. — স্থানীয়ভাবে গাছটি পটল নামে পরিচিত। রাজ্যের অনেক স্থানে সবজি হিসেবে এর চাষ হয়ে থাকে। ভেষজ গুণযুক্ত এই গাছটির পাতা জ্বরে উপকারী এবং এটি রেচক গুণযুক্ত। মূল বিরেচক, টনিক ও জ্বর নাশক। ফল ধাতুদৌর্বল্যে উপকারী। কচি ফলের রস স্নিগ্ধকর ও রেচক।

গোত্র ঃ Caricaceae

পেঁপে

Carica papaya L.

স্থানীয় নাম ঃ পেঁপে / পপিতা

রাজ্যের সর্বত্র ফলের জন্য এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ ভেষজগুণ হিসেবে পাকা ফল অগ্নিবর্ধক, হজমকারক ও মূত্রকারক। বীজ ক্রিমিনাশক ও তৃষ্ণা নিবারক। পেঁপের কষে পাওয়া এনজাইম পেপেইন নানা ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ নরম কাণ্ডের বৃক্ষ জাতীয় গাছ, এতে সাদা তরুক্ষীর বর্তমান। পাতা সরল, একান্তর, লম্বা বোঁটা ফাঁপা। ফলক করতলাকারে খণ্ডিত। গাছ ভিন্নবাসী বা সহবাসী। ফল গোল বা ন্যাসপাতি আকারের এককক্ষ যুক্ত বেরি।

অন্য কথা ঃ ফল কাঁচা সবজি বা পাকা ফল হিসেবে বহুল ব্যবহৃত।
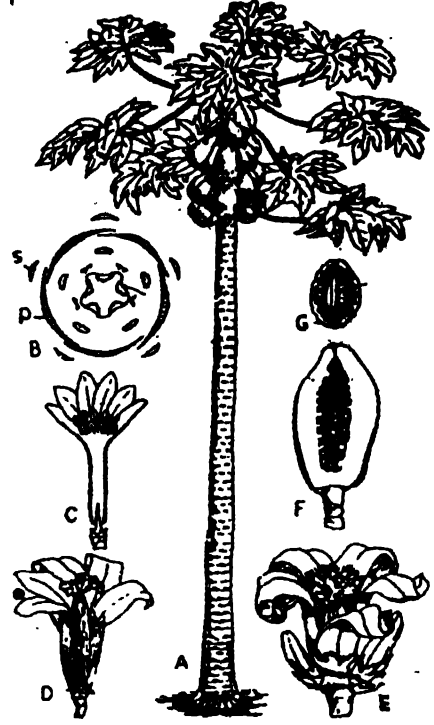
গোত্র ঃ Tiliaceae

ফলসা

Grewia macrophylla G. Don / *G. scabrophylla*

স্থানীয় নাম ঃ স্থানীয় ভাবে এই গাছটি ফলসা নামে পরিচিত যদিও আসল ফলসার বৈজ্ঞানিক নাম *Grewia asiatica*। রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে কদাচিৎ এই গাছটি দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। এটি কাশি ও আন্ত্রিক প্রদাহে উপকারী। গুহ্যে

প্রক্ষিপ্ত জলীয় ঔষধ হিসেবে শেকড়ের নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

বর্ণনা ঃ প্রায় তিন মিটার লম্বা গুল্ম জাতীয় গাছ। ডাল পালা নক্ষত্রাকৃতি রোমে ঢাকা। পাতা ডিম্বাকৃতি বা বৃত্তাকার, কিনারা দন্তুর। ফলক রোমশ এবং এর গোড়ায় তিনটি প্রধান শিরা থাকে। 3-4টি ফুল পাতার কক্ষে জন্মায়। ফুলের বোঁটা ফল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হয়। ফল ড্রুপ জাতীয়।

Grewia গণভুক্ত অন্য একটি ভেষজ উদ্ভিদ এ রাজ্যে জন্মায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *G. hirsuta*। পেটের পীড়ায় এর শেকড় ও ফলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

বন ওকড়া

Triumfetta rhomboidea Jacq. / *T. bartramia*

স্থানীয় নাম ঃ বনওক্‌রা

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড়, পাতা ও বাকল ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় কামোদ্দীপক এবং পেটের পীড়ায় উপকারী। গাছের বাকল ও টাটকা পাতা পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয়। ফুল, ফল ও পাতা গনোরিয়ায় উপকারী। থ্যাতলানো পাতা টিউমারে পুলটিস হিসেবে বহিঃপ্রয়োগ করা হয়।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। কোনো কোনো সময় গাছটি দুই মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার ফলক সাধারণত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। উপরের দিকের খণ্ড তুলনামূলক ভাবে ছোট। ফল ক্যাপসুল, আড়াআড়ি ভাবে 0.15 - 0.8 সেমি। ছোট বাঁকানো কাঁটাযুক্ত এবং রোমশ।

অন্য কথা ঃ স্থানীয় অধিবাসীরা কচি পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এই গাছ থেকে নরম মসৃণ তন্তু পাওয়া যায়

গোত্র ঃ Sterculiaceae

ওলট কম্বল

Abroma augusta (L.) L. f.

স্থানীয় নাম ঃ ওলট কম্বল। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে ভেষজ গুণের জন্য এই গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ মূল ভেষজ গুণযুক্ত। মূলের বাকল রজোবাহুল্যে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। চিরহরিৎ। পাতার চেহারা ও আকারে বেশ পার্থক্য রয়েছে। শাখার নীচের দিকের পাতা অনেকটা গোলাকার, কিনারা দাঁতের মতো খাঁজ কাটা এবং পাতার আগার দিক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। শাখার আগার দিকের পাতা সরু, লম্বাটে এবং এদের আগা ক্রমশ সরু। গাছের ডালার আগায় ছোট শাখা থেকে দুই তিনটি ফুল বের হয় এবং এরা দোলকের মত দুলতে থাকে। ফুল হালকা চকোলেট রঙের। বর্ষায় গাছে ফুল ফোটে। শীতে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ গাছের বাকল থেকে সিল্কের মতো তন্তু পাওয়া যায় যা শণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
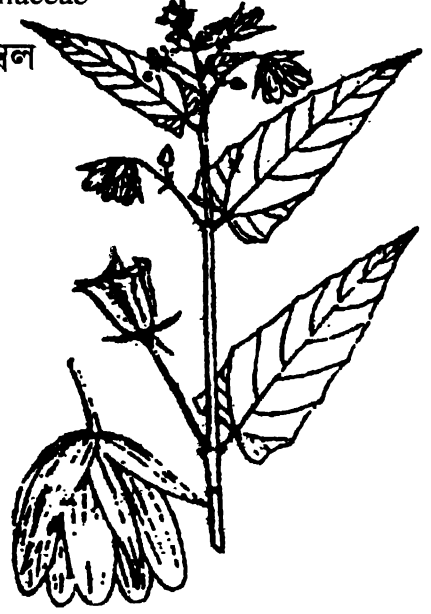
গোত্র ঃ **Malvaceae**

বন কাপাস

***Abelmoschus manihot* (L) Medik. / *Hibiscus abelmoschus* L.**

স্থানীয় নাম ঃ বন কাপাস

রাজ্যের উত্তর জেলার পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ, ফুল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। বীজ পেট-ফাঁপা নিবারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধকর।

দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপে দাদ উপশম হয়। ফুল ও পাতার রস গনোরিয়া নিবারক, বীজ সর্পবিষেও উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ, কাণ্ড ফাঁপা। পাতার ফলক খণ্ডিত, গোড়ার দিক তাম্বুলাকার বা কলমি পাতার মতো, কিনারা দন্তুর, ফুল একক ভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল পাঁচ কোণ যুক্ত ক্যাপসুল, প্রায় পাঁচ সেমি লম্বা এবং আগার দিক ক্রমশ সরু।

অন্য কথা ঃ কচি ফল সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

পেটারি

***Abutilon indicum* (L) Sweet**

স্থানীয় নাম ঃ পেটারি

রাজ্যের পতিত জমিতে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা, বাকল, মূল ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত, পাতা দন্তরোগ, কোমর ব্যথা ও অর্শে উপকারী। বাকল পেশী-সংকোচক ও মূত্রকারক, বীজ সর্দি নিবারক ও সূতিকা জ্বর নাশক। ফোঁড়া ও ক্ষতে গাছের পাতা ও ফুলের লেই বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী।
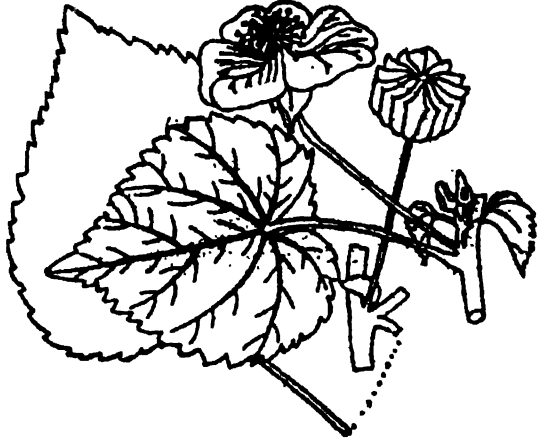
বর্ণনা ঃ বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় গাছ, তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। শাখা প্রশাখা প্রচুর। পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি বা অনেকটা গোলাকার। ফলকের গোড়ার দিক তাম্বুলাকার, কিনারা কিছুটা দন্তুর। ফুল সোনালি রঙের। উপবৃতি অনুপস্থিত, গর্ভাশয় 15-20 কক্ষযুক্ত। প্রতি কক্ষে দুটি করে ডিম্বক থাকে।

অন্য কথা ঃ গাছ থেকে পাওয়া তন্তু বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী।

জবা

***Hibiscus rosa - sinensis* L**

স্থানীয় নাম ঃ জবা

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ ফুলের জন্য বাগানে লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ ফুল পাতা ও শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। পাতার রস স্নিগ্ধকর। অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে তাজা ফুল উপকারী, কুঁড়ি ধাতু দৌর্বল্যে ব্যবহৃত হয়। শেকড় সর্দিতে উপকারী। টাটকা পাতার রস জলপাই তেলের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে মাথায় মাখলে চুল বাড়ে।
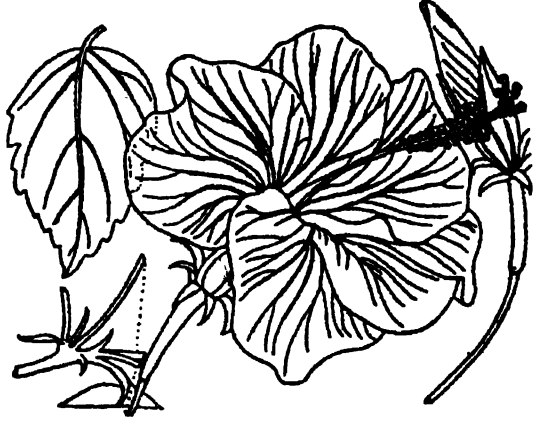
বর্ণনা ঃ গুল্মজাতীয় গাছ, জবা অনেক প্রকারের, পাতা ডিম্বাকৃতি, কিনারা দন্তুর। ফুল নানা প্রকার এক সারি থেকে বহু সারি পাপড়ি যুক্ত ও নানা বর্ণের। প্রায় সারা বছর গাছে ফুল হয়। বীজকোষ গোলাকার এবং তাতে অনেক বীজ থাকে।

অন্যকথা ঃ ফুল জুতোর কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেব-পূজায় বিশেষ করে সূর্য ও কালীপূজায় এই ফুল প্রশস্ত।

বেড়েলা

***Sida cordifolia* L**

স্থানীয় নাম ঃ বেড়েলা/ বালিকরি/ বালা

রাজ্যের বিভিন্ন বনভূমির প্রান্তদেশ ও পতিত জমিতে এই ভেষজ উদ্ভিদটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ সম্পূর্ণ গাছ ভেষজগুণযুক্ত। যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য টনিক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। একাজে এর বীজের উপকারিতা বেশি। আদা সহযোগে এর ক্বাথ জ্বরে উপকারী,

মেয়েদের শ্বেতপ্রদর ও স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগে এর শেকড় চূর্ণ, দুধ ও চিনির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। শেকড়ের রস ক্ষত নিরাময় করে। শেকড়ের বাকল মুখের পক্ষাঘাতেও ব্যবহৃত হয়। বীজ গনোরিয়া ও শূল বেদনায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বহু শাখাযুক্ত ছোটো গুল্ম বা বড়ো বীরুৎ জাতীয় গাছ, গাছের গায়ে নক্ষত্রাকৃতি রোম থাকে। পাতা সরল, 2-5 সে মি, ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার, পাতার কিনারা দন্তুর। ফুল ছোট, হলদে রঙের, এককভাবে বা কয়েকটি এক সঙ্গে থাকে। ফল 6-8 মিমি ব্যাস যুক্ত। ফলের উপরের দিকে দুইটি শিং-এর মতো থাকে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত সংস্থায় এই গাছটির বার্ষিক চাহিদা 1500 টনের বেশি। সুতরাং এই সম্ভাবনাপূর্ণ ভেষজটির চাষ করলে সহজে বাজারজাত করা যাবে।

পীত বেড়েলা

***Sida rhombifolia* L.**

স্থানীয় নাম ঃ পীত বেড়েলা/লাল বেড়েলা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৃণভূমি, অনাবাদি জমি বা রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সম্পূর্ণ গাছ ভেষজ গুণযুক্ত। মূল ও বাকল দুধে পেষণ করে মধু সহ পানে প্রদর আরোগ্য হয়। জীর্ণজ্বরে গাছের ক্বাথ গব্য ঘৃত সহ পানে উপকারী। ইউরোপে ফুসফুসের যক্ষ্মা ও বাতে এর ব্যবহার রয়েছে। ক্ষত নিরাময়ে এর পাতা ফিলিপাইনে পুলটিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের গুল্ম। পাতা 1.5-7.5 সেমি লম্বা, রম্বাস আকৃতির। পাতার নীচের দিকে নক্ষত্রাকৃতি রোম রয়েছে। হলদে রঙের ফুল এককভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল কোণাকৃতি, পরিণত ফল দশটি খণ্ডে বিভক্ত হয়।

অন্য কথা ঃ এই গাছের কাণ্ড থেকে ভাল তন্তু পাওয়া যায় এবং আফ্রিকায় এজন্য এই গাছের চাষ হয়ে থাকে।

বন ওকড়া

***Urena lobata* L.**

স্থানীয় নাম ঃ বন ওকড়া/ঘাগরা

রাজ্যের নানা স্থানে বনের বাইরের দিকে বা পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত, মূত্র বৃদ্ধি কারক ও বাতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রাজিলে শূল বেদনায় শেকড়ের ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। ফুল কফ নিঃসারক। আসামে গর্ভপাতের জন্য শেকড়ের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ শাখাযুক্ত ছোট আকারের গুল্ম। পাতার চেহারা ও আকারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়, পাতা ডিম্বাকার। গোলাকার, কিনারা দন্তুর, সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত ফলকে গোড়ার দিক তাম্বুলাকার, 3-7 শিরাযুক্ত। সোনালি রঙের ফুল 2-3টি এক সঙ্গে পাতার কক্ষে জন্মায়, গর্ভাশয় পাঁচ কক্ষযুক্ত এবং পরিণত ফল পাঁচ খণ্ডে ভেঙে যায়। প্রতি খণ্ডে একটি বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ বীজের তেল সাবান তৈরিতে ব্যবহার করা যায়, গাছ থেকে পাওয়া তন্তু পাটের মতো ব্যবহার করা যায়।

গোত্র ঃ Bombacaceae

শিমুল

Bombax ceiba L. / *B. malabaricum* / *Salmalia malabarica*

স্থানীয় নাম ঃ শিমুল / রক্ত শিমুল / লাল শিমুল

রাজ্যের সর্বত্র এই বৃক্ষটি ছড়িয়ে রয়েছে।

ব্যবহার ঃ আঠা, মূল, বাকল, ফুল, প্রভৃতি ভেষজ গুণযুক্ত, আঠা কামোদ্দীপক, স্নিগ্ধকর, রক্তস্রাব নিবারক, সঙ্কোচক, বলকারক, রসায়ন, আমাশয়, উদরাময় ও রক্তস্রাবে উপকারী। মূল থেকে বাজীকরণের ঔষধ তৈরি হয়। এটি ধ্বজভঙ্গে উপকারী। ফুল উত্তেজক, রসায়ন। ছাল বমনকারক।

বর্ণনা ঃ কণ্টকাবৃত বিশাল বৃক্ষ। কাঁটা শক্ত ও মোটা। কাঠ সাদা, পাতা যৌগিক, করতলাকৃতি। ফুল লাল, বড়। ফল 15 - 18 সেমি লম্বা। বীজ ফলের ভিতরে তুলার মধ্যে থাকে। শীতের শেষে বা বসন্তে ফুল ফল হয়।
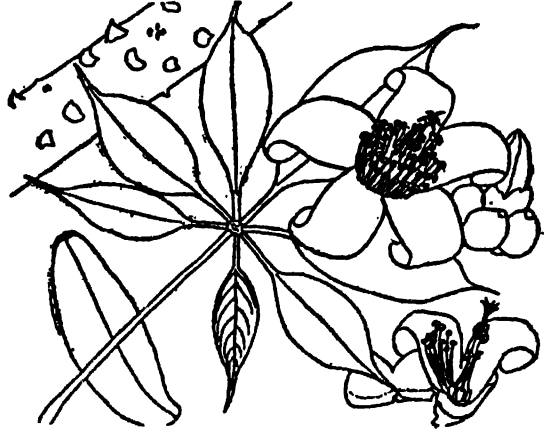
গোত্র ঃ **Malphigiaceae**

মাধবীলতা

Hiptage benghalensis **L. Kurz /** ***H. madablata***

স্থানীয় নাম ঃ মাধবীলতা

রাজ্যের বনভূমিতে বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে। ফুলের মতো কেউ কেউ বাগানে এই গাছ লাগিয়ে থাকেন।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। ক্রনিক বাত, চর্মরোগ ও হাঁপানিতে উপকারী। পাতার রস কীট নাশক এবং খোসপাঁচড়া প্রভৃতিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের লতানে গাছ। কাণ্ডে অনেক বায়ুরন্ধ্র থাকে। পাতা বিভিন্ন আকৃতির। কচিপাতা গোলাপি বা লালচে রঙের। ঝরার আগে পাতা হলদে হয়। পাতা সরল বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। সাদা সুগন্ধি ফুল ডালার আগায় বা পাতার কক্ষে প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল পক্ষল। জানুয়ারি-এপ্রিল ফুলের সময়।

গোত্র ঃ Euphorbiaceae

মুক্তঝুরি

Acalypha indica L.

স্থানীয় নাম ঃ মুক্তঝুরি

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তার ধারে, চাষের বা পতিত জমিতে এই গাছ জন্মায়। বাণিজ্যিক নাম একালাইপা গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম থেকে এসেছে।

ব্যবহার ঃ ফুল সহ সম্পূর্ণ গাছ ঔষধিগুণযুক্ত। বায়ুনালীর প্রদাহ, হাঁপানী, নিউমোনিয়া ও বাতে এর ব্যবহার রয়েছে। এর শেকড় ও পাতা রেচক গুণযুক্ত। পাতার রস বমন উদ্রেক করে। টাটকা পাতার পুলটিস ক্ষতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় 75 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। পাতা 3 - 8 সেমি লম্বা পাতলা, ডিম্বাকৃতি এবং তিনটি প্রধান শিরা বিশিষ্ট।

পাতার বোঁটা ফলক থেকে লম্বা। ফুল পাতার কক্ষে স্পাইক পুষ্প বিন্যাসে থাকে। স্ত্রী পুষ্প বড় মঞ্জরী পত্রে ঢাকা থাকে। পুং পুষ্প আকারে ছোট এবং এরা পুষ্পবিন্যাসের আগার দিকে জন্মায়। ফল আকারে ছোট, মঞ্জরী পত্রে ঢাকা অবস্থায় থাকে।

দণ্ডী

Balionpermum montanum (Willd.) Muell. Arg./ *B. axillare* Bl.

স্থানীয় নাম ঃ দন্ডী

রাজ্যের অনেক স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির মূল, পাতা ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার নির্যাস হাঁপানিতে ব্যবহৃত হয়। মূল শোথ ও কামেলায় উপকারী। রেচক

ও উদ্দীপক হিসেবে বীজের ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ বহুশাখাযুক্ত বড় আকারের বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতার আকারে বিভিন্নতা দেখা যায়। ফলক 5-10, 2-12 সেমি। গাছের নীচের দিকের পাতা আকারে বড়। ফলক আয়ত উপবৃত্তাকার / ভল্লাকার, কিনারা দন্তুর। ফুল একলিঙ্গ, সহবাসী, প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে স্ত্রীপুষ্প নীচের দিকে এবং পুং পুষ্প উপরের দিকে থাকে, ফল তিন কক্ষযুক্ত ক্যাপসুল, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ফুল ফলের সময়।

জিয়াপুত

Dryptes roxbughii* (Wall.) Hurusawa / *Putranjiva roxburghii

স্থানীয় নাম ঃ জিয়াপুত / পুত্রঞ্জীব

আগরতলায় রাস্তার ধারে কয়েকটি গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর পাতা ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। এদের ক্বাথ জ্বর ও সর্দিতে উপকারী

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। বাকল কালচে ধূসর রঙের। ঝুলন্ত ডালের দুপাশে গাঢ় সবুজ রঙের ছোট ছোট পাতা গুলি সাজানো। গাছ একলিঙ্গ, ফল সাদাটে বা সবুজাভ, ডিম্বাকার, প্রায় 2 সেমি লম্বা প্রতি ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে। মার্চ থেকে মে ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ ছায়াতরু হিসেবে রাস্তার ধারে এই গাছ লাগানো যায়, বীজের তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঠ যন্ত্রপাতির হাতল তৈরির উপযুক্ত। পাতা পশুখাদ্য।

তেশিরা মনসা

***Euphorbia antiqurum* L.**

স্থানীয় নাম ঃ তেশিরা মনসা / তেকাটা সিজ/ শিবগাছ

রাজ্যের অনেক স্থানে এই গাছ রয়েছে

ব্যবহার ঃ এ গাছের বাকল ও শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত নানা রোগে এদের ব্যবহার
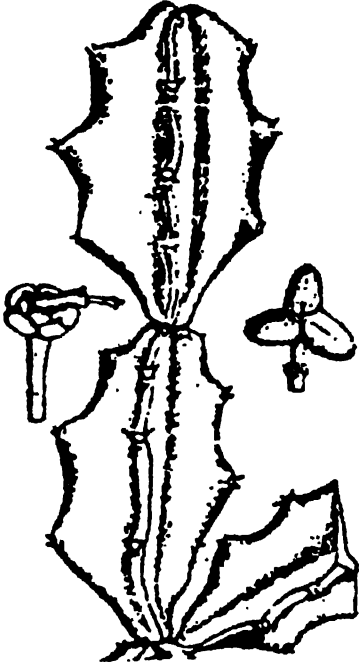
রয়েছে। তরুক্ষীর ও শেকড় রেচক। গাছের রস বাত, দাঁতের ব্যথা, স্নায়ু-রোগ প্রভৃতিতে উপকারী, ক্ষতের কীট মারার জন্য এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ মাংসল বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ, কাণ্ড নরম কন্টকযুক্ত। শাখা প্রশাখা গ্রন্থিল, কোণাকৃতি, তিন বা পাঁচ কোণযুক্ত, কাঁটাগুলি এই কোণে জন্মায়, পাতা আকারে খুব ছোট এবং অল্পদিনের মধ্যে ঝরে যার, এজন্য গাছ পত্রশূন্য মনে হয়। হালকা হলদে রঙের পুষ্পগ্রন্থি শাখার আগার দিকে হয়, জানুয়ারি থেকে মার্চে ফুল ফোটে।

অন্য কথা ঃ অনেক সময় বাড়ির বেড়ার কাজে এই গাছকে ব্যবহার করা হয়।

মনসাসিজ

Euphorbia ligularia **Roxb. /** ***E. neriifolia***

স্থানীয় নাম ঃ মনসাসিজ

রাজ্যের অনেক স্থানে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছের তরুক্ষীর ভেষজগুণযুক্ত, এর রেচকগুণ খুব বেশি। কানের ব্যথায় এর ব্যবহার রয়েছে। চোখের প্রদাহে একে কাজলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়, সরবতের সঙ্গে মেশানো তরুক্ষীর হাঁপানি ও বায়ুনালীর প্রদাহে উপকারী, সাধারণের বিশ্বাস এই তরুক্ষীর সর্পবিষের প্রতিরোধক।

বর্ণনা ঃ ছোট ঋজুবৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় গাছ, কাণ্ড মাংসল, রোমহীন, পর্ব ছোট, ডালপালা আবর্তাকারে কাণ্ডে সাজানো থাকে এবং তারা অনেকটা পাঁচ কোণযুক্ত, ছোট সবুজ শাখার আগার দিকে পাতা জন্মায়। পাতার
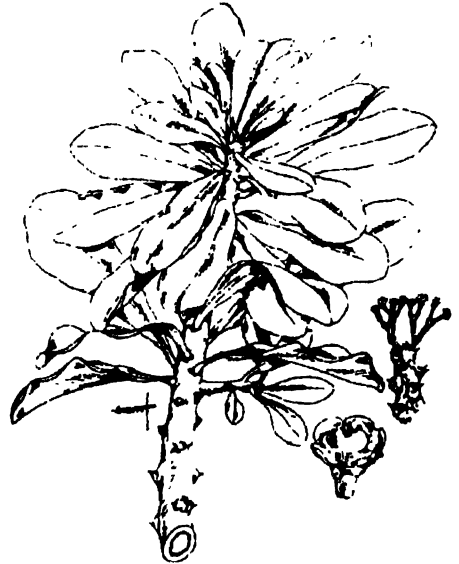
আগার দিক চওড়া, গাছে বেশ কাঁটা রয়েছে এবং কাঁটাগুলি শাখার পর্বে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। শাখার আগার দিকে ছোট হলদেটে ফুল গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় জন্মায় ফুল দুই প্রকার, পুং এবং উভয়লিঙ্গ, ফল আকারে ছোট এবং তিনটি খাঁজযুক্ত, গরমের সময় গাছে ফুল হয়।

Euphorbia গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *E nivulia* F. Ham. এই রাজ্যে পাওয়া যায় এবং উহা সাধারণ সিজ বা সিজ নামে পরিচিত এবং এটিও ভেষজগুণ যুক্ত। এর পাতার রস রেচক, মূত্রকারক এবং কানের ব্যথার উপশম করে, বাতে নিম তেলের সঙ্গে মিশিয়ে বহিঃপ্রয়োগ উপকারী। শোখ রোগে মূলের বাকল উপকারী।

মনসাসিজের সঙ্গে সাধারণ সিজের অনেক মিল থাকায় অনেক সময় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, তবে মনসাসিজের কাঁটাগুলি কাণ্ডের উপবৃদ্ধির উপর জন্মায়। কিন্তু সাধারণ সিজে অনেক সময় কাঁটা থাকে না এবং থাকলেও তা উপবৃদ্ধির উপর হয় না, তা কাণ্ডের উপর কর্কের মতো দাগে জন্মায়। পাতা বৃন্তহীন মাংসল। ফুল পত্রক্ষতে নিয়ত পুষ্প বিন্যাসে থাকে।

ছোটদুধি

***Euphorbia thymifolia* L.**

স্থানীয় নাম ঃ ছোটদুধি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাতিত জমি, তৃণভূমি ও বিভিন্ন ফসলে আগাছা হিসেবে এইগাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সম্পূর্ণ গাছটি ভেষজগুণযুক্ত. শুকনো পাতা ও বীজ উদ্দীপক, ধারক ও ক্রিমিনাশক। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই গাছ অন্য উপাদান সহ মায়ের দুধ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এই গাছের রস দাদে বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়। এই গাছ থেকে পাওয়া উদ্বায়ী তেল মশা ও মাছি নিবারক এবং কুকুরের পায়ের পোকামাকড় বিতাড়নে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ ডাল পালা যুক্ত শায়িত কাণ্ডের ছোট বীরুৎ জাতীয় গাছ। রঙ খানিকটা তামাটে। কাণ্ড রোমশ, পাতা খুব ছোট, 4-6 মিমি লম্বা। পত্রবিন্যাস বিপরীত শিরা প্রায় দেখা যায় না। পুষ্পবিন্যাস সায়াথিয়াম (বিশেষ ধরনের নিয়ত পুষ্পবিন্যাস) । ফল খুব ছোট, রোমশ ক্যাপসুল।

বড়দুধি

Euphorbia hirta L. / *E. pilulifera*

স্থানীয় নাম ঃ দুধি / বড়দুধি

রাজ্যের পতিত জমি, তৃণভূমি এবং খারিফ ও রবি ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সম্পূর্ণ গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। শিশুদের ক্রিমি ও হজমের গোলযোগে উপকারী। হাঁপানি ও কাশিতেও ভাল ফল দেয়। মায়েদের বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ায়। গনোরিয়ায় ও এর ব্যবহার রয়েছে। শেকড় বমন নিবারক। তবে অতিরিক্ত মাত্রায়, বমনোৎপাদক। তরুক্ষীর আঁচিলে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী। পরীক্ষায় এই গাছের জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বর্ষজীবী বীরুৎ। নলাকার কাণ্ড 60 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা সরল, বিপরীত, উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিক হালকা রঙের। কিনারা একটু দন্তুর। সাদাটে ছোট ফুল গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ফলে তিনটি বীজ থাকে। শীতে ফল ও ফুল হয়।
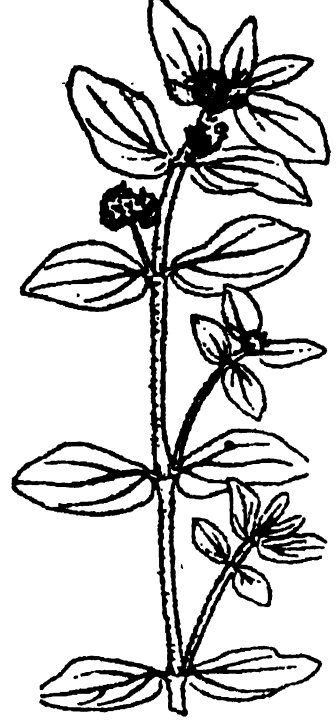
পশনবেদক

***Homonoia riparia* Lour.**

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই তবে সংস্কৃতে একে পশনবেদক বলা হয়।

রাজ্যের অমরপুর বিভাগে পাথরবহুল নদীগর্ভে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড় ভেষজগুণযুক্ত শেকড়ের নির্যাস অর্শ, মূত্রাশয়ের পাথর, গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতিতে উপকারী এর শেকড় রেচক। মূত্রকারক; মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ ছোট বৃক্ষ বা দৃঢ় কাণ্ডের গুল্মজাতীয় গাছ, কাণ্ডে পত্রক্ষত থাকে। পাতা 8-15 × 1-1.5 সেমি, সরু ভল্লাকার বা সরু আয়তাকার, ফলকের কিনারা সম্পূর্ণ বা

দস্তুর, পাতার নীচের দিকে শিরায় রোম থাকে। ভিন্নবাসী (স্ত্রী ও পুং পুষ্প আলাদা গাছে) এই গাছে ফুলগুলি পাতার কক্ষে স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে জন্মায়, ফল গোলাকার, ক্যাপসুল জাতীয়।

সাদা কেরন

Jatropha curcus L.

স্থানীয় নাম ঃ সাদা কেরন

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র এই গাছ রয়েছে। গ্রামে অনেকে বাড়ির বেড়া বা বেড়ার খুঁটি হিসেবে এই গাছ লাগিয়ে থাকেন।

ব্যবহার ঃ গাছের বীজ, পাতা ও রস ভেষজ গুণযুক্ত এবং বিভিন্ন রোগে এদের ব্যবহার রয়েছে। বীজ রেচক, তবে কোনো কোনো সময় এর ব্যবহারে বিষক্রিয়া দেখা যায় গাছের রস দাঁতের ব্যথা ও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে। তবে রস ব্যবহারে সাবধানতা দরকার, কারণ চোখে লাগলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষত ইত্যাদি বাঁধার জন্য থ্যাঁতলানো পাতার ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ নরম কাণ্ডের বড় গুল্মজাতীয় গাছ, কোনো কোনো সময় ছোট বৃক্ষের মতো দেখায়। চির সবুজ এই গাছটির বাকল সবুজাভ। পরিণত কাণ্ড থেকে হলদেটে কাগজের মতো পাতলা বাকলের টুকরা বের হয়। পাতা কিছুটা মণ্ডলাকৃতি, তবে পাতার কিনারা 3-5টি খণ্ডে বিভক্ত। বোঁটা লম্বা, ফুল সবুজাভ হলুদ রঙের, একলিঙ্গ, ক্ষুদ্র বৃন্তের উপর গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকে। সহবাসী, ফল অনেকটা ডিম্বাকৃতি। পাকা ফল কাল রঙের, মার্চ থেকে গাছে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর থেকে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ গাছের ডালা দাঁতন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকল থেকে কাল বা গাঢ় নীল রং পাওয়া যায়। বীজের তেল গ্রামাঞ্চলে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত হয়। সাবান, মোম প্রভৃতি তৈরি ও ঔষধ প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বীজে তেলের পরিমাণ 28-30 শতাংশ, বাজারে এই তেলের নাম স্যারকাস তেল, চীনে এ থেকে বার্নিশ তৈরি করা হয়। খইল সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বায়োডিজেলের উৎস হিসেবে এর চাষ এ রাজ্যেও আরম্ভ হয়েছে।

কামেলা
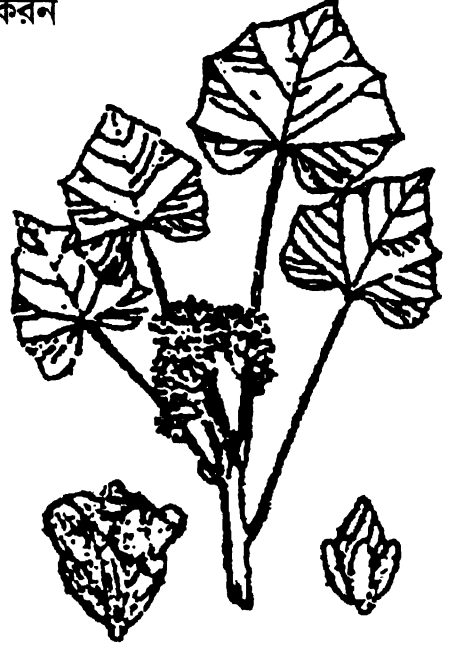
***Malotus phillippensis* (Lamk.) Muell.-Arg.**

স্থানীয় নাম ঃ কামেলা/কাইমালা/কিশুর

ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র এই গাছটি বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর ফলের গায়ের রোম ও গ্লান্ড ভেষজ গুণযুক্ত, এটি তিক্ত, ক্রিমিনাশক, বিরেচক ও সঙ্কোচক গুণযুক্ত, চর্মরোগে এর বাহ্যিক ব্যবহার রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই গ্লান্ডযুক্ত রোম স্ত্রী ইঁদুর ও গিনিপিগের উর্বরতা হ্রাস করে। ভবিষ্যতে এ থেকে পরিবার নিয়ন্ত্রক ভেষজ আবিষ্কার হতে পারে।
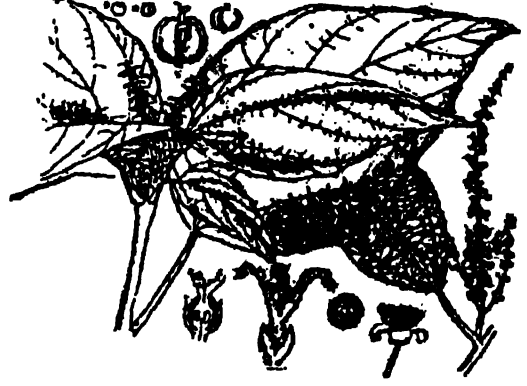
বর্ণনা ঃ ছোট আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। কচি ডালপালা মরিচা রঙের রোমে ঢাকা। পাতা একান্তর, ডিম্বাকৃতি/ডিম্বাকৃতি আয়তাকার/ভল্লাকার। পাতার কিনারা সম্পূর্ণ বা দন্তুর। পাতার নিচের দিকে লাল রঙের গ্লান্ডযুক্ত রোম থাকে। ফুল একলিঙ্গ, ভিন্নবাসী, ফুল স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং সেটি উজ্জ্বল লাল রঙের রজন জাতীয় পদার্থের পাউডারে ঢাকা থাকে, জানুয়ারি থেকে মার্চ ফুলের সময়। মার্চ থেকে আগস্টে ফল দেখা যায়।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এবং ঘরের খুঁটি হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। পাতা ভাল পশুখাদ্য এবং বাকল ট্যানিংএ ব্যবহৃত হয়।

আমলকী

Phyllanthus emblica* L. / *Emblica officinales

স্থানীয় নাম ঃ আমলকী / আমলা

রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়, অনেক সময় বাড়িতেও এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ আমলকী প্রচুর ভেষজগুণ সমৃদ্ধ। এটি ত্রিফলার একটি উপাদান, লিভার টনিক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল ও পাতা মৃদু বিরেচক, জন্ডিস, হজমের

গোলমাল, সর্দি, কাশি ও রক্তাল্পতায় এটি উপকারী। আয়ুর্বেদিক ঔষধ চ্যবনপ্রাশের একটি প্রধান উপকরণ আমলকী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ, পাতা খুবই ছোট ও হাল্কা, ছোট ছোট ডালে সাজানো পাতাগুলি যৌগিক পত্র বলে মনে হয়। এই গাছের একটি বৈশিষ্ট্য হল পাতা ঝরার সময় ছোট ছোট ডালগুলিও ঝরে যায়। ডালের নীচের দিকে ছোট সবুজ ফুলগুলি গোছা বেঁধে থাকে। ফুল ফোটার সময় মার্চ থেকে মে, হলদেটে সবুজ ফলগুলি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। নভেম্বর থেকে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ প্রক্রিয়াজাত করার পর এর কাঠ, আসবাব ও কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ট্যান করার জন্য ফল, পাতা ও বাকলের ব্যবহার রয়েছে। শুকনো ফল চুলের শ্যাম্পু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কালি ও চুলের কলপ তৈরিতেও এর ব্যবহার রয়েছে।

ভুঁই আমলকী

Phyllanthus fraterns* Webster / *P. niruri

স্থানীয় নাম ভুঁই আমলকী

রাজ্যের অনেক স্থানে বিশেষ করে সদর ও অমরপুর মহকুমায় আগাছা হিসেবে খারিফ ফসলে এবং পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমস্ত গাছটি ভেষজগুণযুক্ত, সহজে সারে না এমন ক্ষত নিরাময়ে এর রস উপকারী। এ ছাড়া গনোরিয়া, শোথ প্রভৃতিতে এই ভেষজটি ফলপ্রদ। টাটকা শেকড়ের রস কামেলায় উপকারী। মেয়াদী জ্বরে শেকড়ের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়া ও শোথে দুধের সঙ্গে

সিদ্ধ করা পাতা ব্যবহার হয়। উটের হজমের গোলমালেও এই গাছটি উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। 60 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ডালপালা চার দিকে ছড়িয়ে থাকে, পাতা 6-12 মিমি লম্বা, উপবৃত্তাকার বা আয়তাকার। বোঁটা প্রায় দেখা যায় না। ফুল ছোট, একলিঙ্গ। একই গাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প জন্মে। ফল ছোট, চ্যাপ্টা, গোলাকার ক্যাপসুল।

Phyllanthus গণভুক্ত অন্য কয়েকটি প্রজাতিও এ রাজ্যে পাওয়া যায় যারা ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ। যেমন *P. reticulatus* Poir. (স্থানীয় নাম 'সিয়ডি') দাঁতের মাড়ির রক্ত পড়ার উপকারী। পোড়া ঘা-র উপশম, বসন্ত ও সিফিলিসের চিকিৎসায় কোথাও কোথাও এর ব্যবহার রয়েছে। *P. urinaria* L স্থানীয় নাম "হাজারমানি"। গনোরিয়া ও মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়া অনিদ্রা প্রভৃতিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

P. virgatus Forst.f. -এর পচন নিবারক গুণ রয়েছে। স্তনের ফোঁড়ায় এর বহিঃপ্রয়োগ হয়ে থাকে। ছোটদের চুলকানি রোগে এর টাটকা পাতা ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে মাখলে উপকার হয়।

রেড়ি

গোত্র ঃ **Euphorbiaceae**

***Ricinus communis* L.**

স্থানীয় নাম ঃ রেড়ি / ভেরন / এরণ্ড

ব্যবহার ঃ পাতা, গাছের বাকল ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত, বীজের তেল রেচক, গর্ভনিরোধক জেলি, ক্রিম ইত্যাদি প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। চর্মরোগ, বাত, দাঁতের ব্যথা প্রভৃতিতে এই গাছের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ নরম কাণ্ডের গুল্ম জাতীয় গাছ, কাণ্ড ফাঁপা, কাণ্ডের আগা থেকে বড় পাতা বের হয়। পাতার বোঁটা ফলকের তুলনায় ছোট। ফলকের প্রান্ত গভীর ভাবে খাঁজ কাটা এবং বোঁটাটি ফলকের প্রায় মাঝে লাগানো থাকে। গাছটি সহবাসী।

পুষ্পদণ্ডের নীচের দিকে স্ত্রী পুষ্প এবং উপরের দিকে পুং পুষ্প সাজানো থাকে। ফল তিনটি খোপ যুক্ত ক্যাপসুল, ফলত্বক কাঁটাযুক্ত, বীজ বেশ বড় ও চকচকে।

অন্য কথা ঃ এর বীজ থেকে পাওয়া তেল নানা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন স্থানে এর উৎপাদন হয়ে থাকে। সাবান, মোম, চুলে মাথার তেল ও অন্য প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। তেল প্লাস্টিক তৈরির একটি উপাদান, খৈল, সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিছুটি

***Tragia involucrata* L.**

স্থানীয় নাম ঃ বিছুটি

রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহাব ঃ গাছের শেকড় ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় ঘর্মবৃদ্ধি কারক ও পরিবর্তক। জ্বর, চুলকানি প্রভৃতিতে উপকারী। ফল মাথার টাকের উপশম করে।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ। মূলকাকার কাণ্ড বহুবর্ষজীবী। গাছটি দংশক রোম যুক্ত। পাতা ডিম্বাকার/আয়তাকার, কিনারা ক্রকচ। ফুল রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। বর্ষায় গাছে ফুল ফল হয়।

গোত্র ঃ Dipterocarpaceae

শাল

***Shorea robusta* Gaertn. f.**

স্থানীয় নাম ঃ শাল

ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলায় অনেক শালবাগান রয়েছে।

ব্যবহার ঃ ভেষজ হিসেবে শাল রজনের ব্যবহার রয়েছে। এটি কষায়, পেটের পীড়ায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া হজমের ক্ষমতা বাড়ানো ও গনোরিয়ায় এটি উপকারী।

বর্ণনা ঃ পর্ণমোচী বড় বৃক্ষ। বাকল গাঢ় বাদামি এবং এতে লম্বা লম্বা ফাটল রয়েছে। কচি পাতা লাল বা গোলাপি রঙের, ক্রমশ তা হালকা সবুজে পরিণত হয়। ঝরার আগে
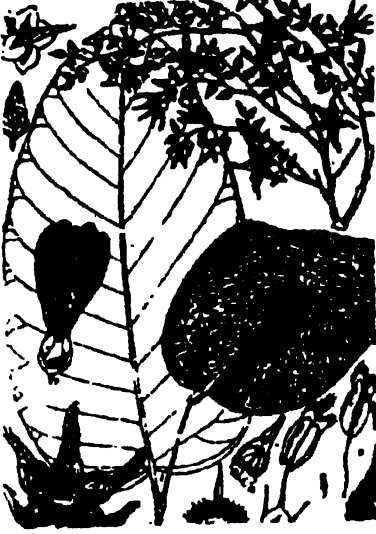
পাতার রঙ হয় ময়লাটে হলুদ। শুকনো পাতা বাদামি রঙের। ডিম্বাকৃতি বা আয়তাকার, চর্মবৎ, রোমশূন্য।

ফেব্রুয়ারির শেষে গাছে ফুল আসে। মার্চ এপ্রিলে ফল দেখা যায়। ডিম্বাকৃতি ফলে 5টি পাখা থাকে।

অন্য কথা ঃ শালকাঠ বেশ দামী, বিভিন্ন নির্মাণ কার্য, আসবাব তৈরি প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়। শালপাতা খাবার পরিবেশনে ব্যবহৃত হয়। শাল বীজের তেল মিষ্টি বা চকোলেট প্রস্তুত, সাবান তৈরি প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। খইল ভাল পশুখাদ্য। খইলে কিছু টানিন থাকায় চামড়ার কারখানায় এর ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Clusiaceae

সুলতান চাঁপা

Callophyllum inophyllum L.

স্থানীয় নাম ঃ সুলতান চাঁপা / পুন্নাগ

রাজ্যে এই গাছ বেশি নেই। আগরতলা শহরে দু-একটি গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ বীজ ও বীজ তেল ভেষজগুণ যুক্ত। বীজ তেল বাত ও দুরারোগ্য ক্ষতের মহৌষধি। চর্মরোগেও এটি উপকারী। গাছের বাকল সঙ্কোচক। আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাবে উপকারী। গাছের আঠা বমনকারক, বিরেচক।
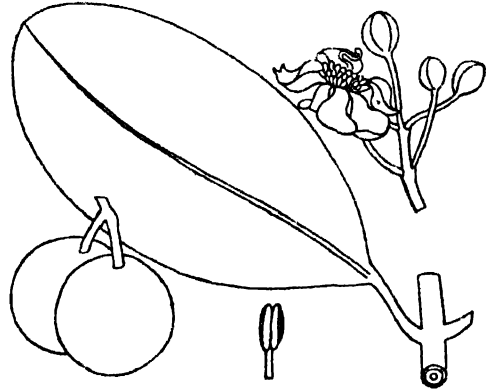
বর্ণনা ঃ চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল ধূসর। কাঠ লালের আভাযুক্ত ধূসর বা সাদা রঙের। পাতা গাঢ় চকচকে সবুজ। বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। ফুল সাদা, সুগন্ধযুক্ত। ফল গোলাকার। পাকা ফল পীতবর্ণ। জুলাই-আগস্ট ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ বেশ শক্ত। জাহাজ তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

কাউ

***Garcinia cowa* Roxb.**

স্থানীয় নাম ঃ কাউ

রাজ্যের রাঙামুড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার বনাঞ্চলে ও জম্পুই অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছ হতে পাওয়া রজন ঔষধি গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ লম্বা বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল গাঢ় ধূসর বর্ণের। গাছের গুঁড়ি থেকে শাখাগুলি নীচের দিবে ঝুলে থাকে। পাতা আকারে ছোট, চকচকে, সূচ্যগ্র। ফুল হলুদ বা হলদেটে লাল রঙের। পুং ও স্ত্রীপুষ্প আলাদা। ফুল ডিসেম্বর -ফেব্রুয়ারিতে হয়। ফল হলদে বা লালচে রঙের। অনেক সময় প্রায় কমলার মতো বড় আকারের হয়। জুন-জুলাই ফলের সময়।

অন্য কথা ঃ এই গাছের বাকল থেকে পাওয়া হলদে রং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাপড় রাঙানোতে ব্যবহৃত হয়।

তমাল

***Garcinia xanthochymus* Hook f. ex T. Anders**

স্থানীয় নাম ঃ তমাল / ডেমফল

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ ফল, বীজ ও বাকল ভেষজগুণ যুক্ত ।

ফল হতে তৈরি আমশূল, পিপুল, আদা, সৈন্ধবলবণ ও চিনি সহ পিত্ত প্রকোপে উপকারী। নরম ডালা ফোঁড়ায় উপকারী, বাকল সঙ্কোচক, ফল আমাশয়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চির সবুজ

বৃক্ষ, গাছ থেকে পীত বর্ণের আঠা বের হয়। পাতা গাঢ় সবুজ, উজ্জ্বল। সাদা ফুল গুচ্ছাকারে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল প্রায় গোলাকার, বেরি জাতীয়, হলদে রঙের। বীজ 1-4টি। ফেব্রুয়ারি থেকে গাছে ফুল হয়। ফলের সময় এপ্রিল থেকে জুন।

নাগকেশর

***Mesua ferrea* L.**

স্থানীয় নাম ঃ নাগকেশর / নাগেশ্বর

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়। অনেক সময় রাস্তার পাশে এই গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, ফুল ও ফল ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল পেশী সঙ্কোচক, আদার সঙ্গে ব্যবহারে ঘর্মকারক। অপক্ব ফুল কটু, উষ্ণ ও বিরেচক। ফুলের কুঁড়ি আমাশয়ে উপকারী। অপক্ক ফল সুগন্ধি ও ঘর্মকারক। বীজের তেল বাত নিবারক।

বর্ণনা ঃ চির সবুজ মাঝারি আকারের বৃক্ষ। বাকল মসৃণ, ছাই রঙের, কচি পাতা গাঢ় লাল, পরে তা গাঢ় সবুজ হয়। ফুল বড় ও সুগন্ধ যুক্ত, পাপড়ি সাদা, পুংকেশর বহু, সোনালি পীত বর্ণের। ফল অনেকটা গোলাকার। 1-4টি বীজ থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ আসবাব ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল তৈরিতে ব্যবহার হয়। বীজ থেকে পাওয়া তেল সাবান ও অন্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সার হিসেবে খইলের ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Myrtaceae

জাম

Syzygium cumini* (L) Skeels / *S. jambolana* / *Eugenia jambolana

স্থানীয় নাম ঃ জাম / কালজাম

রাজ্যের প্রায় সব অঞ্চলে এই সুপরিচিত বৃক্ষ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, পাতা, ফল ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত, বাকল সঙ্কোচক, এর ক্বাথ ক্ষত ধোয়ায় ব্যবহৃত হয়। পাতার রস আমাশয়ে উপকারী। পাকা ফল অগ্ন্যুদ্দীপক,

পেটের বায়ুনাশক ও মূত্রকর। বীজ বহুমূত্রে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। গাছের উপরের অংশে ডালপালা ও পাতা ছড়িয়ে থাকে। কাঠ লাল ও ধূসর বর্ণের, সাদা ফুল গোছা বেঁধে সাজানো থাকে। মার্চ হতে মে ফুলের সময়, জুন-জুলাই ফলের সময়। পাকা ফল কালো রঙের।

অন্য কথা ঃ কাঠ দরজা, জানালা ও আসবার পত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ট্যানিং- এ বাকলের ব্যবহার রয়েছে। খাদ্য হিসেবে ফলের বহুল ব্যবহার রয়েছে।
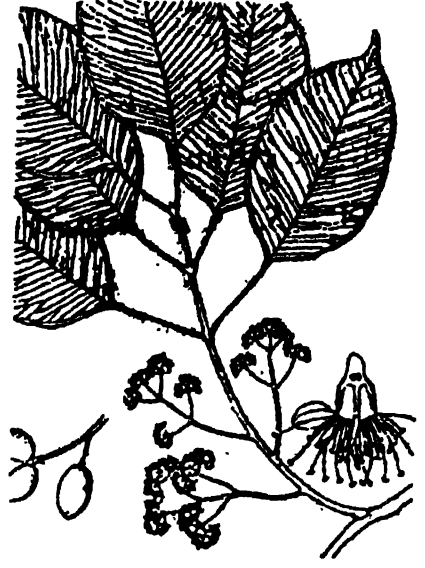
গোলাপ জাম

Syzygium jambos **(L.) Alston. /** ***Eugenia jambos***

স্থানীয় নাম ঃ গোলাপ জাম
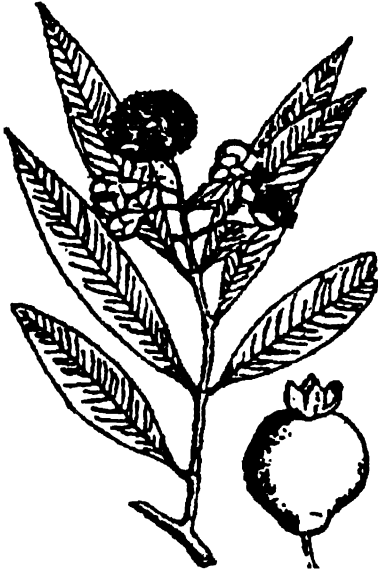
ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ বাকল, পাতা ও ফল ভেষজ গুণ যুক্ত। বাকল সঙ্কোচক। পাতা সিদ্ধ জল চোখের ক্ষতে উপকারী। ফল মস্তিষ্কের টনিক রূপে ও প্লীহায় উপকারী। যকৃতের দোষেও এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ চির সবুজ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, পাতা সরু, অগ্রভাগ ছুঁচালো। সবুজের আভাযুক্ত সাদা ফুল ছোট গোছায় শাখার আগায় জন্মায়। ফুলে অসংখ্য লম্বা পুং কেশর থাকে। ফল সবুজাভ সাদা রঙের, ছোট আপেলের আকৃতির। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। ফুলের সময় মার্চ-এপ্রিল। বর্ষায় ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Punicaceae

ডালিম

Punica granatum L.

স্থানীয় নাম ঃ ডালিম/আনার

রাজ্যের কোথাও কোথাও বাড়িতে এই গাছের চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, ফল ও ফুল ভেষজ গুণযুক্ত। মূল ও কাণ্ডের বাকল কষায়, ক্রিমি-নাশক, বিশেষ করে ফিতা ক্রিমি। ফুলের রস নাক থেকে রক্ত পড়ার উপশম করে। ফলের খোসা ও বীজ পেটের পীড়ায় উপকারী। বীজের ক্বাথ সিফিলিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ফলের রস কামেলা ও পেটের পীড়ায় ফলপ্রদ। ফলের খোসা জলে পিষে সকালে খেলে বহুমূত্রে উপকার হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্ম বা ছোট আকারের গাছ। শাখা অনেক সময় কাঁটার মতো ছুঁচোলো। পাতা বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। 2.5 - 6 সেমি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার। ভল্লাকৃতি আয়তাকার, ফিতাকার 1-4টি ফুল হয়। ফল হলুদ/বাদামি বা লালচে রঙের। প্রতি ফলে অসংখ্য রসালো বীজ থাকে। বছরে 3-4 বার গাছে ফুল-ফল হয়, তাই একই গাছে বিভিন্ন বয়সের ফল একসঙ্গে দেখা যায়।

অন্য কথা ঃ ফলের জন্য এ গাছের চাষ হয়। তবে এ রাজ্যে ভাল জাতের ফল পাওয়া যায় না।

গোত্র ঃ Combretaceae

অর্জুন

Terminalia arjuna (Roxb.) Wight & Arn.

স্থানীয় নাম ঃ অর্জুন

এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অর্জুন গাছ লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ভেষজগুণযুক্ত। হৃদ্‌রোগে এর ব্যবহার হয়। বাকল কষায় টনিক
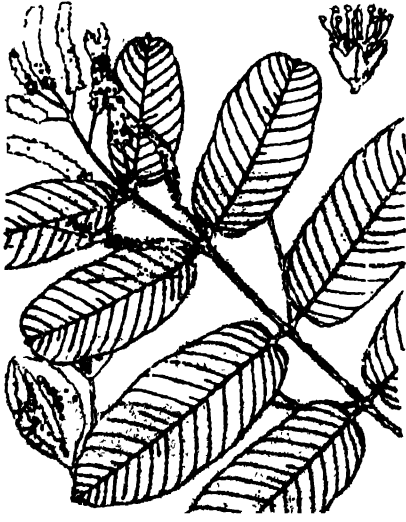
ও শীতল গুণযুক্ত হওয়ায় ছড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙা, ক্ষত, শ্বেতপ্রদর, বহুমূত্র, রক্তশূন্যতা, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, রক্তপাত, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি নানা পীড়ায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। টাটকা পাতার রস কানের ব্যথায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ লম্বা আকারের বৃক্ষ। গাছের বাকল মসৃণ, সাদাটে বা গোলাপি ধূসর। পাতলা শল্কের মত বাকল কাণ্ড থেকে ঝরে যায়। পাতা আয়তাকার, পত্রবিন্যাস বিপরীত। হলদেটে রঙের ফুল লম্বা মঞ্জরী দণ্ডে সাজানো থাকে। ফল কিছুটা ডিম্বাকৃতি, পক্ষল। পাকা ফল কালো রঙের। প্রতি ফলে একটি করে বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ বেশ শক্ত এবং বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। তবে সহজে উই দ্বারা আক্রান্ত হয়।

বহেড়া

Terminalia belirica (Gaertn.) Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ বহেড়া / বয়ড়া

রাজ্যের বনাঞ্চলে এই গাছ প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া অন্যত্রও দু'একটি গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর বাকল ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। বাকল সামান্য পরিমাণে মূত্রবর্ধক। রক্তাল্পতা ও শ্বেতিতে উপকারী। ফল ক্রনিক কফ ও বাতে উপকারী। এছাড়া কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিদ্রাহীনতা, পেটের পীড়া, চোখ, গলা, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের নানা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। এর ফল বদহজম ও উদরাময়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ লম্বা বৃক্ষজাতীয় এই গাছের বাকল অনেকটা বাদামি রঙের এবং তাতে অনেক লম্বা ফাটল থাকে। লম্বা বোঁটার বড় পাতাগুলি অনেকটা চামড়ার মতো এবং ডালার আগায় গোছা বাঁধা অবস্থায় থাকে। পাতার মধ্য থেকে পুষ্পমঞ্জরী বের হয়। ফুল ছোট

হলদেটে সবুজ এবং ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল পাকে। ফল গোলাকার বা ডিম্বাকার। মখমলি ত্বকযুক্ত।

অন্য কথা ঃ ফল ট্যানিং ও কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা উত্তম গোখাদ্য। প্যাকিং বাক্স তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়ে থাকে। নৌকা তৈরিতে অনেকে এর কাঠ ব্যবহার করেন কারণ জলে ভিজিয়ে নিলে কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

হরীতকী

Terminalia chebula Retz.

স্থানীয় নাম ঃ হরীতকী/ হর্তুকি

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বুনো অবস্থায় এই গাছ জন্মায়। আবার কোথাও কোথাও এই গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ এর ফল ভেষজগুণযুক্ত। হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী একত্রে ত্রিফলা নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন রোগে এদের ব্যবহার রয়েছে। কাঁচা ফল উদরাময়ে উপকারী শুকনো ফল রেচকগুণযুক্ত। হাঁপানি, গলক্ষত, রক্তাল্পতা, বাত, হৃদরোগ প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

হরীতকী ভিজানো জল চক্ষু প্রদাহে উপকারী। তবে হরিতকীর বিভিন্ন জাত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভেষজগুণের তারতম্য দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল পুরু ও গাঢ় বাদামি রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। পাতার বোঁটা ছোট। পত্রবিন্যাস বিপরীত। পাতার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। হলদেটে সাদা ফুলের মঞ্জরী এককভাবে বা গুচ্ছবদ্ধভাবে ডালার আগায় থাকে। ফল কিছুটা ন্যাসপাতি আকারের তবে প্রতি ফলে 5টি শিরা থাকে। বীজ প্রতি ফলে একটি।

অন্য কথা ঃ ট্যানিং-এর জন্য আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর অনেক হরীতকী রপ্তানি হয়। বীজের শাঁস বাদামের মতো। খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। ফল থেকে কালি তৈরি হয়। পাতা ও কচি ডাল ভাল পশুখাদ্য।

Terminalia citrina নামক অন্য একটি প্রজাতিও ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায় এবং সেটিও হরীতকী নামে পরিচিত। এর ফলও ভেষজগুণযুক্ত।

গোত্র ঃ Melastomaceae

বনপাদাম

Melastoma melabathricum L.

গোত্র ঃ Melastomaceae

স্থানীয় নাম ঃ বনপাদাম/ফুটকি

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমি বা বনভূমির বাইরের দিকে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পেটের পীড়া ও আমাশয়ে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ইন্দোচীনে এর পাতার নির্যাস শ্বেতপ্রদর ও দীর্ঘস্থায়ী পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। :তিতে সম্পূর্ণ গাছটি ধারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ ঝোপের মতো দেখতে গুল্মজাতীয় গাছ। কাণ্ডে নরম বা শক্ত শল্ক দেখা যায়। — পাতা সরল, 6-12 x 1·8-5 সেমি। আয়তাকার/ ভল্লাকৃতি বা উপবৃত্তাকার, রোমশ। বড় আকারের ফিকে লালচে গোলাপি রঙের ফুলগুলি শাখার আগায় গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মায়। ফল 0·6 সেমি ব্যাসযুক্ত।

অঞ্জনি

Memicylon umbellatum Burm.

গাছটির স্থানীয় নাম জানা নেই। সংস্কৃতে এটি অঞ্জনি নামে পরিচিত। আমরাও একে অঞ্জনি বলতে পারি। রাজ্যের সদর বিভাগে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর পাতা ও শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। পাতা কষায় ও স্নিগ্ধকর। চোখ ওঠায় লোশন হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। শ্বেত প্রদর ও পায়োরিয়ায় এর আভ্যন্তরীণ ব্যবহার রয়েছে। মূলের নির্যাস অত্যধিক রজঃস্রাবে উপকারী।
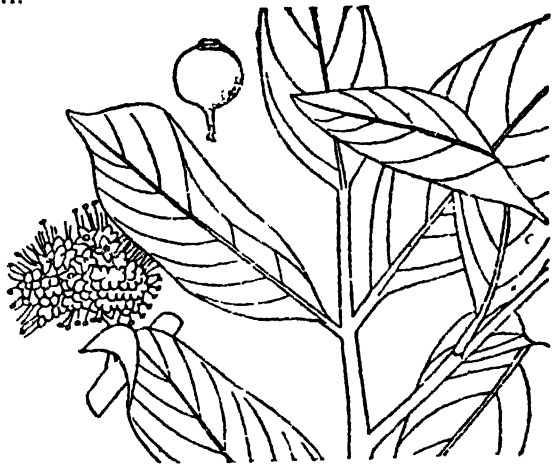
বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বৃক্ষ। পাতা সরল, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। 2·5-6 x 1·5 সেমি, উপবৃত্তাকার, ফলক স্থূলাগ্র, পার্শ্বীয় শিরা অস্পষ্ট। নীল রঙের ফুলগুলি পাতার কক্ষে নিয়ত ছত্রবিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার, বেরি জাতীয়। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে।

গোত্র ঃ Santalaceae

চন্দন

Santalum album L

স্থানীয় নাম ঃ চন্দন

আগরতলা ও ত্রিপুরার অন্যত্র কোনো কোনো বাড়িতে চন্দন গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ ভেষজ হিসেবে চন্দন তেল মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পিত্তাশয়ের ক্ষয় রোগেও এটি উপকারী। জ্বরে কপালে চন্দন প্রলেপের ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। চন্দন বীজ তেল চর্মরোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। ডালপালা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল গাঢ় রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। পরিণত গাছের কাণ্ডে সুন্দর গন্ধ থাকে। পাতা 8-9 সেমি লম্বা, বিপরীতভাবে বিন্যস্ত।

অন্য কথা ঃ চন্দন কাঠের সুগন্ধ দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এর কাঠ দিয়ে নানা প্রকার শিল্প সামগ্রী তৈরি হয়। ধূপকাঠি তৈরিতে এর কাঠের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। সার কাঠ থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় চন্দন তেল পাওয়া যায় যা নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও কীটনাশক প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর চন্দন কাঠ ও চন্দন তেল রপ্তানি হয়।

গোত্র ঃ Rhamnaceae

রক্তপিট

Ventilago madraspatana Gaertn.

স্থানীয় নাম ঃ রক্তপিট

ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর ও কৈলাসহর বিভাগে কোনো কোনো স্থানে এই গাছটি পাওয়া
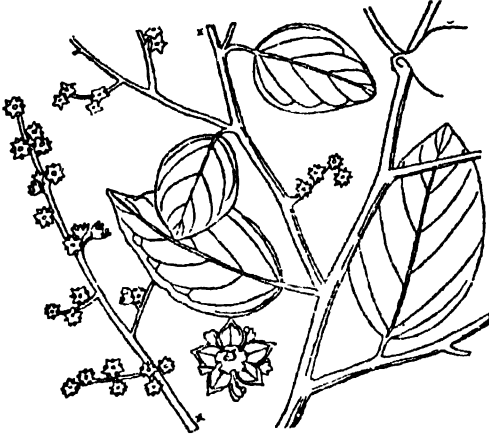
যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড় ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। এটি অম্লরোগ, দৌর্বল্য ও অল্পজ্বরে ব্যবহৃত হয়। বাকল ও শেকড়ের গুঁড়া তিল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ, বৃক্ষারোহী, পাতা ডিম্বাকার, উজ্জ্বল, দেখতে অনেকটা তুলসী পাতার মতো, শিরা 6-8 জোড়া। ছোট ছোট ফুলগুলি অবনত বোঁটায় সাজানো থাকে। ফল মটরের মতো 3-5 সেমি লম্বা। শেকড় ঈষৎ লাল রঙের 1.5-3 সেমি মোটা।

অন্য কথা ঃ দক্ষিণ ভারতে এর বাকল লাল আভাযুক্ত ধূসর রঙ তৈরিতে ব্যবহার হয়। এই রঙ পোপলি নামে পরিচিত।

সেয়াকুল

Zizyphus oenoplia Mill.

স্থানীয় নাম ঃ সেয়াকুল / বন বরই

রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বনাঞ্চলে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড় ও ফল ভেষজগুণযুক্ত। শেকড়ের নির্যাস টাটকা ক্ষত নিরাময়ে উপকারী। ফল অন্য উপাদান সহ অগ্নিবর্ধক বটিকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতার আকার বিভিন্ন। নূতন পাতা কোমল রোমযুক্ত। 2.5 - 8 × 1.8-2.2 সেমি। ডিম্বাকৃতি আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার। স্থূল বা সূক্ষ্মাগ্র। বোঁটা ছোট। কাঁটা বাঁকা, এককভাবে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় থাকলে একটি কাঁটা সোজা অপরটি বাঁকা হয়। ছোট ফুল নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে পাতার কক্ষে থাকে। ফল ড্রুপ জাতীয়। পাকাফল কালো রঙের।

অন্য কথা ঃ গাছের বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Vitaceae

হাড়জোড়া

Cissus quadrangularis L.

স্থানীয় নাম ঃ হাড়জোড়া/হাড়ভাঙা

রাজ্যের সদর বিভাগে এই গাছ রয়েছে অন্যত্র ও কখনো কখনো এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শাখা ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পাতা ও কচি ডালপালা অগ্নিবর্ধক, পরিবর্তক ও হজমকারক। কাণ্ডের রস কানের পুঁজ নিবারক ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবে উপকারী। বাতে ও কাণ্ডের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ চতুষ্কোণ কাণ্ডের লতানো গাছ। কাণ্ড মাংসল পর্বমধ্য সংকুচিত। পাতা সরল বৃক্কাকার বা তাম্বুলাকার। কিনারা করাতের মতো। আকর্ষ বেশ লম্বা, পাতার বিপরীত দিকে থাকে। ফুল সাদা, নিয়ত ছত্রবিন্যাসে সাজানো। ডিসেম্বর- ফেব্রুয়ারি ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ কচি ডাল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *Cissus* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *C. adnata* Roxb.। ভাটিয়া লতা নামে পরিচিত এবং এটি রাজ্যের সর্বত্র পাওয়া যায়। এর শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত, উহা রক্ত রোধক ও অস্থিভঙ্গে উপকারী।

গোত্র ঃ Leeaceae

কাকজঙ্ঘা

Leea aequata L.

স্থানীয় নাম ঃ কাকজঙ্ঘা

রাজ্যের সদর বিভাগের চড়িলাম এবং শার্দুক ছড়ায় এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর রস তিক্ত, উষ্ণবীর্য, ক্রিমি, ব্রণ ও কফদোষ নাশক। ইহা বধিরতা নিবারক ও

অজীর্ণ নাশক। ইহা জীর্ণ ও বিষম জ্বর নাশক।

বর্ণনা ঃ গুল্ম জাতীয় কোমলশাখা যুক্ত গাছ। শাখা ও পাতায় রোম থাকে। পাতা যৌগিক। পত্রক 10-15 × 5-10 সেমি। কিনারা দাঁতযুক্ত। ফুল পুষ্পদণ্ডে ঘন সন্নিবদ্ধ। ফল কালো, দেখতে মটরের মতো। গাছের শাখার গাঁট দেখতে কাকের জঙ্ঘার মতো। বর্ষায় গাছে ফুল হয়। ফল 6 কোণ বিশিষ্ট, চ্যাপ্টা।

বন চালিতা

Leea crispa L.

স্থানীয় নাম ঃ বন চালিতা

রাজ্যের সদর বিভাগে বড়জলার এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ মূল, কাণ্ড ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। হাত পায়ের হাজায় কাণ্ডের ব্যবহার হয়। বেদনায় পাতা থ্যাঁতলানো উপকারী। মূলের রসে পোকা নষ্ট হয়।

বর্ণনা ঃ সরল গুল্মজাতীয় গাছ। পাতা যৌগিক, পত্রক 10 - 25 × 4-8 সেমি। পত্রক 5টি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, কিনারা দাঁতযুক্ত। ফল চেরি ফলের মতো, কালো রঙের, নরম, ফল আকারে ছোট, 3-6 টি একসঙ্গে থাকে। প্রতি ফলে 3-6 টি বীজ থাকে।

কুকুরজিহ্বা

Leea indica (Burm. f.) Merr.

স্থানীয় নাম ঃ কুকুরজিহ্বা

রাজ্যের উত্তর জেলায় এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। শেকড় পেটের পীড়ায় উপকারী। শেকড়ের নির্যাস শূলবেদনায় উপকারী এবং এটি স্নিগ্ধকর ও তৃষ্ণা নিবারক। মাথা

ঘোরায় ঝালসানো পাতা মাথায় দিলে উপকার পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ নরম কাণ্ডের গুল্মজাতীয় গাছ। পাতা যৌগিক, দ্বিপক্ষল, পত্রকের আগা ও গোড়া সরু। কিনারা খাঁজ কাটা, পাকা ফল নীলাভ কাল রঙের।

গোত্র ঃ Myrsinaceae

বনজাম

Ardisia solanacea (Poir.) Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ বনজান / হাইড়গা

পশ্চিম ত্রিপুরার চড়িলাম অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। জ্বরনাশক, পেটের পীড়া ও বাতে উপযোগী। স্থানীয় চিকিৎসকদের মতে গাছটি উদ্দীপকও হজমকারক গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ চির হরিৎ ছোট বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় গাছ। অনেক সময় কাণ্ডের গোড়া থেকে ডালপালা বের হয়। বাকল মসৃণ বাদামি রঙের। পাতা উজ্জ্বল সবুজ, বেশ পুরু এবং কিছুটা মাংসল। বোঁটা ছোট। মোম গোলাপি রঙের ফুলগুলি পাতার মাঝে গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। প্রতি ফুলে 5টি পাপড়ি ও 5টি পুংকেশর রয়েছে। পুংধানী লম্বাটে হলুদ রঙের। বীজ প্রতি ফলে একটি। ফলের রস টুকটুকে লাল।

অন্য কথা ঃ একই গণভুক্ত *A. colorata* নামক একটি প্রজাতি রাজ্যের সর্বত্র পাওয়া যায় এবং এর শেকড় ও বনজামের মতো একই রোগে উপকারী।
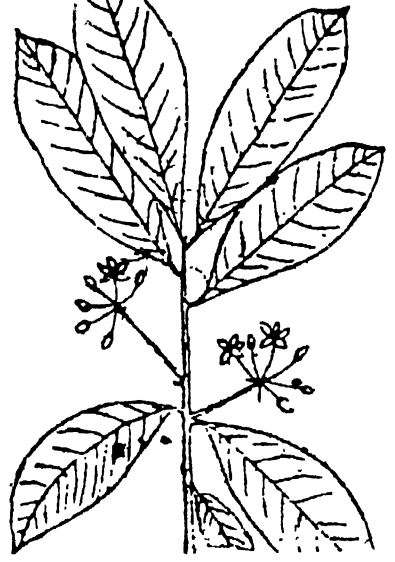
গোত্র ঃ Ebenaceae

গাব

Diospyrus peregrina Gurke / *D. embryopteris*

স্থানীয় নাম ঃ গাব

ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে গ্রামাঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। জম্পুই অঞ্চলে বেশ কিছু গাব গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ ফল ও গাছের বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। এটি কষায়। বীজের তেল পেটের পীড়ায়

উপকারী। ফলের নির্যাস গলক্ষতে গার্গল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলের রস ক্ষত নিরাময় করে। বাকল পেটের পীড়া ও মেয়াদিজ্বরে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল কালো, মসৃণ। কাণ্ডের নীচু অংশ থেকে ডালপালা জন্মায়। গাছের উপরের অংশ গোলাকার ও ঝাঁকড়া। পাতা লম্বাটে সরু, গাঢ় সবুজ, পাতার মাঝে ডালা থেকে সুগন্ধি ফুল ফোটে। পুং ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়। পুংফুল গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে কিন্তু স্ত্রী ফুল একটু বড় ও একক ভাবে জন্মায়। ফল গোলাকার, বেরি জাতীয়। প্রতি ফলে কয়েকটি বীজ থাকে। পাকা ফল হলদে রঙের এবং এর উপর বাদামি রঙের চূর্ণের একটি আবরণ থাকে।

অন্য কথা ঃ মাছ ধরার জাল ও নৌকা রঙ করার জন্য এর ফলের বেশ চাহিদা রয়েছে। চামড়া ট্যান করার কাজেও এর ব্যবহার হয়।

গোত্র ঃ **Sapotaceae**

বকুল

Mimusops elengi L.

স্থানীয় নাম ঃ বকুল / বউল

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে। আগরতলা শহরেও এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ, ফল, শেকড় ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। কাঁচা ফলও বীজ চিবালে দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। বীজ জ্বর নাশক ও বলকারক। দাঁতের মাড়ির অসুখে বাকল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। ক্ষত নিরাময়ে গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি লোশন ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফুলের গুঁড়ার নস্যি

সর্দিজ্বরে উপকারী। মাথাধরায় পাতার ক্বাথের পট্টি আরামপ্রদ। পাকা ফলের খোসা পুরাতন আমাশয়ে উপকারী। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতায় বীজচূর্ণ মলদ্বারে প্রবেশ করলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ চির সবুজ বৃক্ষ। মাটি থেকে 8/10 ফুট উপরে গাছে প্রথম ডালপালা দেখা যায়। বাকল গাঢ় ধূসর রঙের, একটু খসখসে। ছড়ানো ডালপালা নিয়ে গাছের উপরিভাগ অনেকটা গোলাকার। পাতা কালচে সবুজ, চকচকে ফুল সুগন্ধ যুক্ত। শুকনো ফুলেও অনেকদিন এই গন্ধ থাকে। ফল ডিম্বাকৃতি । প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে । গ্রীষ্মে ফুল ও বর্ষায় ফল হয়।

অন্য কথা ঃ ফুলের উদ্বায়ী তেল প্রসাধন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কাঠ থেকে আসবাব তৈরি করা যায়।

মহুয়া

Madhuka latifolia Macbr / *Basia latifolia* Roxb.
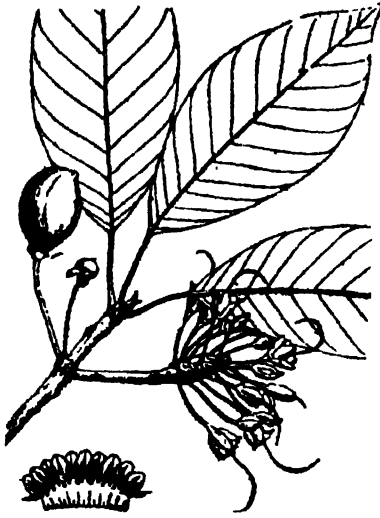
স্থানীয় নাম ঃ মহুয়া / মউল

ত্রিপুরা রাজ্যে এর কয়েকটি গাছ লাগানো হয়েছে। আগরতলা ও সিপাহিজলায় মহুয়া গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ বাকল, তরুক্ষীর; ফল ও ফুল ভেষজ গুণযুক্ত। ক্ষত নিরাময়ে বাকলের ব্যবহার রয়েছে। একে কুষ্ঠরোগেও উপকারী মনে করা হয়। তরুক্ষীর কষায় বাতেউপকারী। ফুল হৃদরোগ, কাশি, কানের পীড়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ফুলের মধু চোখের অসুখে উপকারী। ফুল থেকে একপ্রকার মদ তৈরি হয়, উহা সঙ্কোচক, রসায়ন, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধকর ও বলকারক। ঘিয়ে ভাজা ফুল অর্শে উপকারী। ফল রক্তদুষ্টি ও ক্ষয় রোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। গাছের গুঁড়ি ধূসর বা বাদামি রঙের বাকলে ঢাকা। উপরের দিকে ডালপালা বেশ ছড়ানো। লম্বা বোঁটাযুক্ত পাতাগুলি ডালার আগায় ঘন সন্নিবিস্ট থাকে । কচি পাতা তামাটে লাল ও রোমযুক্ত।

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে গাছে ফুল হয়। ফুল ক্রিম বা সাদাটে রঙের। ফুল রাতে ফোটে এবং সকালে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ফুলের মিষ্টি মাতাল গন্ধ রয়েছে। ফল সবুজ, ডিম্বাকৃতি, তাতে 1-4 টি বীজ থাকে। জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে ।

অন্য কথা ঃ এর শক্ত কাঠ নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। ফুল থেকে তৈরি মদ স্থানীয় লোকের বিশেষ প্রিয়। বীজ থেকে পাওয়া চর্বি রান্না, প্রদীপ জ্বালানো, সাবান তৈরি এবং বিভিন্ন মেশিন পিচ্ছিল করার তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Rutaceae

বেল

Aegle marmelos Corr.

স্থানীয় নাম ঃ বেল / বিল্ব / শ্রীফল

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেলগাছ রয়েছে। সাধারণত এগুলি চাষ করা গাছ। পাহাড়ে মাঝে মাঝে যে বেলগাছ দেখা যায় তা সম্ভবত বুনো নয়। এরা পরিত্যক্ত বাসভূমির গাছ।

ব্যবহার ঃ ফল বিশেষ ভেষজগুণযুক্ত। এছাড়া পাতা, বাকল ও শেকড়ও ভেষজগুণ বিশিষ্ট। কাঁচা বেল থেকে তৈরি বেলশুঁঠ পরিপাক যন্ত্রের পীড়া, রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক। পাকা ফুল সুগন্ধযুক্ত ও স্নিগ্ধকর। খালি পেটে প্রত্যহ পাকা ফলের শাঁস খেলে অম্ল ও উদরাময় আরাম হয়। বেলের কাঁচা শাঁস তিল তেলে মিশিয়ে স্নানের পূর্বে মাখলে পায়ের পাতার জ্বালা নিবারণ হয়। কাঁচা বেল আগুনে সেদ্ধ করে খেলে অম্লরোগ নিবারিত হয়। কাঁচা বা আধপাকা ফল সঙ্কোচক, হজমকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও অতিসারে উপকারী। মূলের ছাল অবিরাম জ্বরে উপকারী। টাটকা পাতার রস মৃদু বিরেচক। জ্বর নাশক ও কফ নিবারক। শেকড়ের রস দ্রুত বক্ষ স্পন্দনে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বা মাঝারি আকারের বৃক্ষ। বাকল বেশ পুরু ও নরম, অনেকটা কর্কের মতো ধূসর রঙের। পাত কৌণিক। তিনটি পত্রকে বিভক্ত। ডালপালা শক্ত ও সরল কাঁটা যুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল সবুজাভ সাদা, সুগন্ধযুক্ত এবং ছোট গোছায় জন্মায়। ফল বড়, গোলাকার, সবুজাভ ধুসর। পাকা ফল হলদেটে রঙের। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। জাত ভেদে ফলের আকার বিভিন্ন হয়। ফলত্বক শক্ত। শাঁস হলদে বা কমলা রঙের।

অন্য কথা ঃ বেল কাঠ বেশ শক্ত। বিভিন্ন নির্মাণ কাজে এর ব্যবহার খুব কমই দেখা যায়।

যজ্ঞ কাষ্ঠ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। বেলপাতা বিভিন্ন পূজার একটি বিশেষ উপকরণ। ফলের শক্ত খোলা হতে কৌটা ও অন্য শিল্প বস্তু তৈরি হতে পারে।

বাতাবি লেবু

Citrus maxima (Burm.) Merr. / *C. decumana* L.

স্থানীয় নাম ঃ বাতাবি লেবু / জাম্বুরা

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ বাড়িতে লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ ফল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পাতা সংজ্ঞাহীনতা, কম্প ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ফল শীতবীর্য, কফ ও পিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক, শ্রমনাশক ও পুষ্টিকর।

বর্ণনা ঃ 9-12 মিটার উঁচু বৃক্ষ। পাতা 15-22 সেমি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পক্ষযুক্ত। ফুল বড়, সাদা, ফল বড়, ফলত্বক পুরু। শাঁস লাল বা সাদা রঙের টক বা মিষ্ট। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ফুল হয় সেপ্টেম্বর থেকে ফল পাকে।
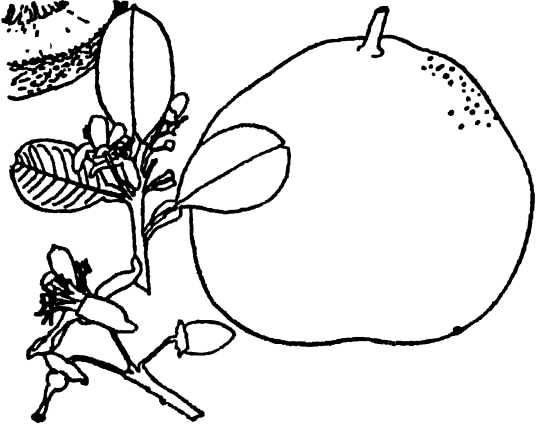
অন্য কথা ঃ ফলের জন্য প্রধানত এর চাষ হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ *Citrus* গণভুক্ত ভেষজগুণ যুক্ত আরো দুটি প্রজাতি রাজ্যে পাওয়া যায়।

C. medica L. এটি লেবু, পাতিলেবু, কাগজি লেবু, জামির প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। প্রধানত ফলের বৈশিষ্ট্যের উপর এই প্রজাতিটি নানা জাতে বিভক্ত। রাজ্যে এর চাষ হয়ে থাকে। লেবুর রস ভেষজগুণযুক্ত। এটি পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং অনেক রোগের প্রতিষেধক। তৃষা নাশে ও বিষদোষ নাশে
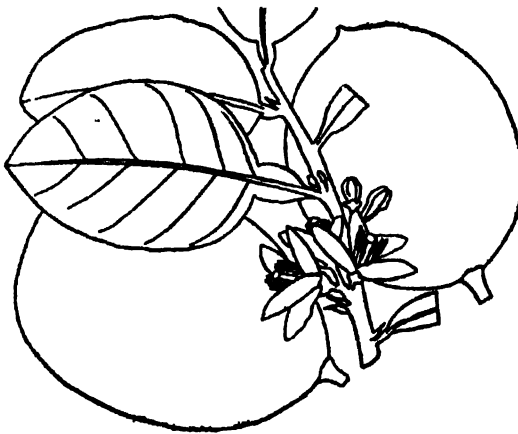
উপকারী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, মাথা ঘোরা, শ্বাসনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাত, শ্লেষ্মারোগ প্রভৃতিতে উপকারী। এর পত্রবৃন্ত পক্ষহীন, ফলত্বক দৃঢ়। এপ্রিলে ফুল এবং জুনে ফল হয়।

C. reticulata Blanco / *C. aurantium* L. এটি কমলালেবু নামে পরিচিত। রাজ্যের জম্পুইয়ের কমলার খ্যাতি দেশ বিদেশ জুড়ে। জম্পুই ছাড়াও রাজ্যের অন্যত্র এখন কমলার চাষ হয়। ফলের খোসা, শাঁস ও ফুল ভেষজগুণযুক্ত। কমলার শুকনো খোসা অম্লরোগ ও শারীরিক দৌর্বল্যে উপকারী। ফুল হিস্টিরিয়া নিবারক। ফল সর্দি জ্বর ও উদরাময়ে হিতকর। ফলের খোসা বমন নিবারক। এর পত্রবৃন্ত সরু পক্ষযুক্ত। ফলত্বক দৃঢ় নয়। অক্টোবর থেকে ফল পাকার সময়।

কয়েত্ বেল

Feronia limonia (L.) Swingle

স্থানীয় নাম ঃ কয়েত্ বেল / কদবেল

রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ ফল পাতা ও আঠা ভেষজ গুণযুক্ত। ফল স্কার্ভি নাশক, সঙ্কোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও উত্তেজক। ফলের শাঁস বাহ্য প্রলেপে বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী। পাকা ফল দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পাতা পেটফাঁপা নিবারক। যকৃতের দোষে গাছের বাকল ব্যবহৃত হয়। রক্ত আমাশয়ে কয়েত্ বেলের আঠা মধু সহ সেবনে বিশেষ উককার হয়।

বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। পাতা অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মতো। প্রতি বছর গাছের পাতা ঝরে যায়। ফল ছোট ও উপরিভাগ সাদা। শাঁস অম্ল। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল ফুলের সময়। শীতের শুরুতে ফল পাকে।

আস্‌শেওড়া

Glycosmis arborea (Roxb.) Dc / *G. pentaphylla*

স্থানীয় নাম ঃ আস্‌শেওড়া / বন নিম্বু/ কাউয়া টুসি

রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পতিত জমি ও বনভূমির বাইরের দিকে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শেকড়, কাণ্ড ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। কাশি, বাত, রক্তশূন্যতা, কামেলা, জ্বর প্লীহা প্রভৃতি রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। গাছটি ক্রিমিনাশক।

বর্ণনা ঃ গুল্মজাতীয় গাছ, পাতা একান্তর, যৌগিক, সাধারণত পাঁচটি পত্রকযুক্ত। পত্রক আয়তাকার বা ভল্লাকৃতি। ফুল সবুজাভ সাদা, কাক্ষিক প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার, একবীজ যুক্ত। পাকা ফল কাল রঙের। নভেম্বরে ফুল এবং মার্চে ফল হয়।

কারি পাতা

Murraya koenigii Spreng

স্থানীয় নাম ঃ কারিপাতা / রাবসঙ্গ

রাজ্যের পশ্চিম জেলার সদর বিভাগে কোনো কোনো বাড়িতে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছটি রসায়ন ও অগ্ন্যুদ্দীপক। বাকল ও মূল উত্তেজক। বাহ্য প্রয়োগে চুলকানি ও বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী। পাতা পেটের পীড়ায় উপকারী। চুলকানিতে পাতাবাটা বাহ্য প্রয়োগে হিতকর। পাতার কাথ জ্বর ও সর্পবিষে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট গন্ধযুক্ত বৃক্ষজাতীয় গাছ। বাকল গাঢ় ধূসর, শীতের শেষে অল্প কিছুদিনের জন্য পত্রশূন্য হয়ে যায় পাতা যৌগিক, পক্ষল সচূড়। পত্রক মধ্যশিরায় একান্তরভাবে সাজানো, পত্রকের কিনারা অল্প খাঁজ যুক্ত। ফেব্রুয়ারি-মার্চে নতুন পাতার সঙ্গে গাছে ফুল গজায়। ফল ডিম্বাকার বা প্রায় গোলাকার। প্রথমে উহা সবুজ পরে লাল এবং পাকা অবস্থায় কালো রঙের হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ *Murrya* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি

M. paniculata (L.) Jack. / *M. exotica* রাজ্যে পাওয়া যায়। এটি কামিনী নামে পরিচিত। অনেকে বাড়িতে এই গাছ লাগান।

গাছটি ভেষজ গুণযুক্ত। বাত, সর্দি, হিস্টিরিয়া রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। মূলের ছাল খেলে এবং বেদনায় ঘসলে উপকার হয়। নতুন কাটা ঘায়ে পাতার গুঁড়া উপকারী। চোখে পাতার ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। পাতা উত্তেজক, সঙ্কোচক, অতিসার ও আমাশয়ে উপকারী।

বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষজাতীয় গাছ। পাতা গাঢ় সবুজ, যৌগিক, পক্ষল, সচূড়। পত্রক মধ্য শিরায় একান্তরভাবে সাজানো। ছোট সাদা, সুগন্ধি ফুল শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। পাকা ফল লাল, বেরি জাতীয়। বীজ একটি বা দুটি করে প্রতি ফলে থাকে। এপ্রিল থেকে আগস্ট ফুলের সময়।

গোত্র ঃ Simarubaceae

গোগ্গুল ধূপ

Ailanthus integrifolia Lam. / A. malabarica Dc.

স্থানীয় নাম ঃ বাংলায় এর নাম জানা নেই, সংস্কৃত ও হিন্দিতে এটি গোগ্গোল ধূপ নামে পরিচিত। ত্রিপুরার সদর বিভাগের বনাঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকলে থাকা রজন জাতীয় পদার্থ ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল হজমীকারক, জ্বর নাশক

ও টনিক গুণযুক্ত। এই গাছ থেকে পাওয়া রজনজাতীয় পদার্থের চূর্ণ দুধ সহ পেটের পীড়ায় উপকারী। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিসে এটি উপকারী। টাটকা বাকলের রসও পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। পাতা পক্ষল যৌগিক। পত্রক তির্যক, একটু বাঁকানো। ফুল পাতার কক্ষে প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল পক্ষযুক্ত ভেদক জাতীয়।

অন্য কথা ঃ বাকল থেকে পাওয়া রজন জাতীয় পদার্থ সুগন্ধ ধূপকাঠি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা থেকে এক প্রকার কালো রঙ পাওয়া যায় এবং রঞ্জন শিল্পে এর ব্যবহার রয়েছে। কাঠ প্যাকিং বাক্স ও দেশলাই কাঠি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Averrhoaceae

কামরাঙ্গা

Averrhoa carambola L.

স্থানীয় নাম ঃ কামরাঙ্গা। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকের বাড়িতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কামরাঙ্গা ফল শীতল, ধারক, ঘর্ম, কফ ও বাত নাশক। আন্ত্রিক ও রক্তক্ষরণ রোধে এটি ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফল জ্বরে উপকারী। টাটকা ফল হজমকারক ও জন্ডিস রোগে উপকারী। ইহা ভিটামিন সি এবং এ সমৃদ্ধ। আসামে হামে আক্রান্ত রোগীর ঘরে কামরাঙ্গার ডালা রাখা হয়, এতে নাকি তাড়াতাড়ি রোগ সারে।

বর্ণনা ঃ ঘন শাখা যুক্ত ছোট বৃক্ষ। বাকল ধূসর ও মসৃণ। ডালপালা নীচের দিকে ঝুঁপে থাকে। পাতা যৌগিক পক্ষল, সচূড়, তবে পত্রকগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত নয়। সাদা বা বেগুনি পুষ্পগুচ্ছ কাণ্ড বা ডালা হতে ঝুলতে থাকে। ফল পাঁচটি খাঁজ যুক্ত। পাকাফল হলদেটে সবুজ।

অন্য কথা ঃ চাটনি বা আচার হিসেবে ফলের ব্যবহার হয়। কাপড়ের লোহার দাগ উঠানোর জন্য ফলের রস ব্যবহৃত হয়। কাঠ বেশ শক্ত। আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

Averrhoa bilimbi L.

স্থানীয় নাম ঃ বিলিম্বি। ত্রিপুরায় এই গাছ বেশি নেই। কোনো কোনো বাড়িতে এই গাছ চাষ করা হয়েছে।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজ গুণযুক্ত। পেশী সংকোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, জ্বরের উত্তাপ প্রশমক। অর্শ ও স্কার্ভি রোগে ফলের সবজি উপকারী। বিলিম্বির সরবত পিপাসা নিবারক।

বর্ণনা ঃ ছোট গাছ। গুঁড়ির নীচ থেকে ডালপালা বের হয়, তবে গাছ ছোট হওয়ায় ডালপালা কম থাকে। পাতার আকার বড়, যৌগিক, সচূড়, পক্ষল। ফুল ছোট, লাল বা বেগুনি, পুরানো ডালার গোড়া থেকে বের হয়। ফল লম্বাটে তবে কামরাঙ্গার মতো গায়ে শিরা থাকে না, আকারে ছোট, হালকা সবুজ। মার্চ থেকে মে ফুলের সময়।

গোত্র ঃ Meliaceac

পীতরাজ

Aphanomixis polystachya (Wall.) R. N. Parker

স্থানীয় নাম ঃ পীতরাজ /পিত্রা / রনা/ বাগিরাতা / তিক্তরাজ। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে।
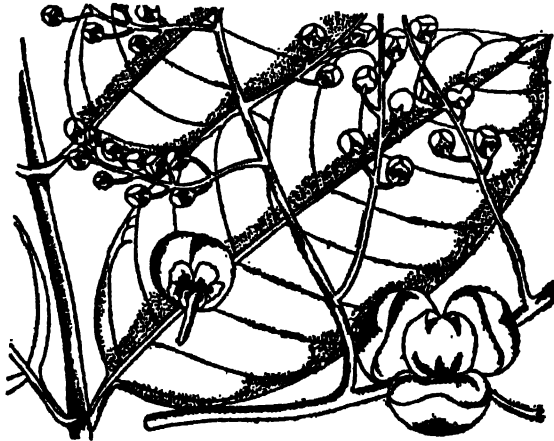
ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ও বীজের তেল ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল কষায়, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে, অর্বুদ ও পেটের পীড়ায় উপকারী। বীজের তেল বাতে মালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। চূড়া ঘন পাতাযুক্ত। অনেকটা গোলাকার। বাকল মসৃণ,

পাতলা, গাঢ় ধূসর রঙের। পাতা যৌগিক, উজ্জ্বল সবুজ। বড় বড় পত্রকগুলি মধ্যশিরার দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় লাগানো। ফুল একলিঙ্গ। স্ত্রী ও পুং পুষ্প আলাদা গাছে হয়। ফল হলদে গোল। ফলের মধ্যে কয়েকটি কমলা বা লাল রঙের বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ বীজের তেল প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। কাঠ বেশ ভাল ও ভারী তবে বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার কম।

নিম

Azadirachta indica A. Juss

স্থানীয় নাম ঃ নিম। এই সুপরিচিত গাছটি রাজ্যের সর্বত্র পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ ছাল, পাতা, ফুল, ছোট ফল, বীজ ও আঠা ভেষজ গুণযুক্ত। ছাল তিক্তরসযুক্ত, রসায়ন, সংকোচক। পাতার প্রলেপ ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। পাতার ক্বাথ বিষদোষ নাশক, ক্ষত ও একজিমায় উপকারী। আঠা স্নিগ্ধতাকারক ও চক্ষুরোগে উপকারী। ফুল রসায়ন ও অগ্ন্যুদ্দীপক। বীজের তেল — বিষদোষ নাশক, বাত ও চর্মরোগে উপকারী। ফল বিরেচক ও ক্রিমিনাশক।

বর্ণনা ঃ মাঝারি থেকে বড় আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। 12-18 মিটার লম্বা। কোনো কোনো অঞ্চলে শীতের শেষে গাছ পত্রহীন হয়ে পড়ে। পাতা যৌগিক। মধ্যশিরার দুপাশে পত্রক সাজানো থাকে, সচূড়। পত্রক একটু বাঁকানো লম্বাটে, দুটি কিনারা অসমান ও খাঁজ কাটা। জানুয়ারি থেকে মার্চ ফুলের সময়। জুন থেকে আগস্টে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ এই গাছের সালোক-সংশ্লেষের হার বেশি এজন্য তুলনামূলক বেশি অক্সিজেন ছাড়ে । তাই নিমকে বাতাবরণ বিশুদ্ধকারী হিসেবে মনে করা হয়। নিম তেল থেকে সাবান, দাঁতের মাজন, পোকা মারার ঔষধ তৈরি হয়। নিম খৈল সার হিসাবে এবং মুরগির খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। শুকনো নিমপাতা কাপড় ইত্যাদি পোকার আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিমকাঠ থেকে গরুর গাড়ি, জাহাজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। দেব প্রতিমা তৈরিতে এই কাঠের ব্যবহার হয়।

মহানিম

Melia azedarach L.

স্থানীয় নাম ঃ মহানিম / ঘোড়ানিম। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে রাস্তার ধারে এ গাছ অনেক লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ মূল, ছাল, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। গাছের বাকল, মূল, পাতা ও ফল দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বাড়ায় এবং বিষদোষ নাশক। ফুল ও পাতার প্রলেপে স্নায়বিক মাথাধরা আরাম হয়। পাতার রস ক্রিমিনাশ করে, এটি পাথুরি নাশক, প্রস্রাবকারক ও ঋতুকারক। বীজ বাতে উপকারী। বীজের তেল নিম তেলের সমগুণ সম্পন্ন।

বর্ণনা ঃ দ্রুত বর্ধনশীল মাঝারি আকারের বৃক্ষ। বাকল কালচে বাদামি রঙের এবং লম্বা ফাটলযুক্ত। পাতা দ্বিপক্ষল। ডিসেম্বর পর্যন্ত পাতা হলদে হয়ে ঝরে যায় এবং গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। মার্চ পর্যন্ত লাইলাক রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে গাছ ভরে যায় এবং তখন গাছে নতুন পাতা গজায়। ফল ছোট গোলাকার। পাকা ফল হলুদ রঙের। এর বীজ থেকে মালা তৈরি হয় এবং অনেকের বিশ্বাস এই মালা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যুক্ত।

অন্য কথা ঃ গাছের কাঠ নরম তবে আসবাব তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল ছায়াতরু হিসেবে এই গাছ মূল্যবান।

গোত্র ঃ Sapindaceae

শিবঝুল

Cardiospermum helicacabum L.

স্থানীয় নাম ঃ শিবঝুল / লতা ফট্‌কি। রাজ্যের সর্বত্র রাস্তার ধারে ও অন্যত্র এই লতানে গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা, শেকড় ও বীজ ভেষজ-গুণযুক্ত। শেকড় ঘর্মকারক প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক, বিরেচক, ঋতুস্রাব কারক। বাতে কটিশূলে ও স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারী। বাতে পাতার
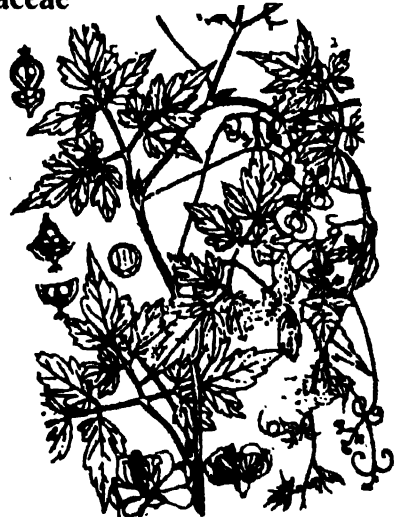
প্রলেপ ব্যবহৃত হয়। পাতার রস কানের যন্ত্রণায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী শায়িত কাণ্ডের লতানে গাছ। ডালপালায় লম্বা খাঁজ থাকে । পাতা যৌগিক, দ্বি বা ত্রিপক্ষল। ফুল ছোট সাদা। বিভিন্ন লিঙ্গের ফুল একই গাছে কাক্ষিক নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল তিনটি কাপাটিকা যুক্ত বায়ুপূর্ণ ক্যাপসুল। বীজ গোলাকার।

গোত্র ঃ Anacardiaceae

কাজুবাদাম

Anacardium occidentale L.

স্থানীয় নাম ঃ কাজুবাদাম

ত্রিপুরা রজ্যে অনেক স্থানে কাজুবাদামের চাষ করা হয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ও শেকড় ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল রসায়ন, সঙ্কোচক। কুষ্ঠরোগে, আঁচিল নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এর ফোস্কা উৎপাদনের শক্তি রয়েছে। মূল রেচকগুণ যুক্ত, বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহার হয়। বীজ পুষ্টিকর। বীজ তেল বিষনাশক, মূত্রকর ও বাতে হিতকারী।

বর্ণনা ঃ চিরসবুজ মাঝারি আকারের বৃক্ষ। গুঁড়ি ছোট হলেও বেশ শক্ত এবং নীচু থেকে ডালপালা বের হওয়ায় গাছটিকে ঝোপড়ার মতো দেখায়। পাতা সরল একান্তর ভাবে বিন্যস্ত। ডিম্বাকার, চর্মবৎ। গাছের কাণ্ড হতে হলুদ আঠা বের হয়। ফুল আকারে ছোট, হলুদ রঙের তবে এতে গোলাপি ছিটে রয়েছে। ফল বৃক্কাকার নাট জাতীয়। ফলটি মাংসল ন্যাশপাতি আকারের স্ফীত পুষ্পবৃন্তের আগায় বসানো থাকে ।

অন্যকথা ঃ বীজ খাদ্য হিসেবে বেশ মূল্যবান এবং নানা খাদ্য প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। কাজু আপেল থেকে এক প্রকার উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। ফলত্বক থেকে পাওয়া তেল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

পিয়াল
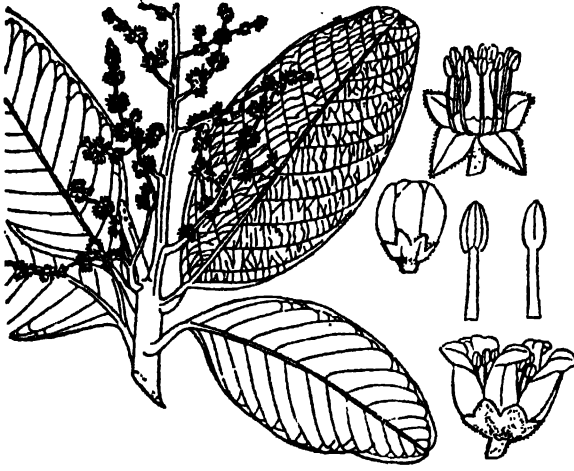
Buchania lanzan Spreng

স্থানীয় নাম ঃ পিয়াল

ত্রিপুরা রাজ্যের সদর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ প্রধানত এর বীজ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ শরীরের জ্বালাপোড়া নিবারণ করে। বীজের তেল চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। মুখের দাগ ও মেছেতা নষ্ট করার জন্যও এর ব্যবহার রয়েছে। গলা ফুলায়ও বীজের তেল ব্যবহৃত হয়। পাতার রস হজমকারক, রেচক ও তৃষ্ণা নিবারক। শেকড় কফে উপকারী, ফল মিষ্ট, জ্বরে গাত্রদাহ ও পিপাসা দূর করে।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের পর্ণমোচী অরণ্যবৃক্ষ। বাকল খসখসে, প্রায় 2.5 সেমি পুরু, গাঢ় ধূসর বর্ণ। পাতা সরল একান্তর, চর্মবৎ, চওড়া, আয়তাকার, স্থূলাগ্র, কোমল রোমযুক্ত।

ফুল ছোট, উভলিঙ্গ, পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফল ছোট আকারের ড্রুপ জাতীয়। গাছ থেকে প্রচুর আঠা পাওয়া যায়।

অন্য কথা ঃ বীজের শাঁস খাদ্যোপযোগী। ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সুগন্ধ করার জন্য বীজ তেল ব্যবহৃত হয়।

জিওল

Lannea coromandelica (Houtt) Merr./ *L. grandis* / *Odina wodier*.

স্থানীয় নাম ঃ জিওল / বাদি

ত্রিপুরার সর্বত্র এই গাছ রয়েছে। অনেকে বাড়ির বেড়ার খুঁটি হিসেবে এর ডাল লাগান যা ক্রমে গাছে পরিণত হয়।

ব্যবহার ঃ বাকল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। বাকল সঙ্কোচক, কুষ্ঠ ও ক্ষতে উপকারী। মচকানো, কাটা এবং অন্য চর্মরোগেও এর ব্যবহার হয়। এর সবুজ শাখার রস তেঁতুলের সঙ্গে মিশিয়ে বিষক্রিয়ায় বমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকলের ক্বাথ দাঁতের ব্যাথায় উপকারী।
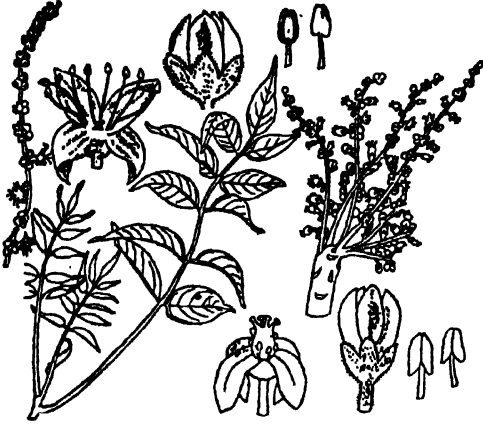
বাকলচূর্ণ দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা সেদ্ধ জল স্থানীয় ফোলায় উপকারী। আঠা বলকারক হওয়ায় স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকদের খাওয়ানো হয়।

বর্ণনা ঃ নরম কাণ্ডের পর্ণমোচী বৃক্ষ, বাকল ভারী, মসৃণ। পাতা যৌগিক পক্ষল, সচূড়। পত্রক ছোট বৃন্তযুক্ত, ডিম্বাকৃতি। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। ফুল ছোট বেগুনি আভাযুক্ত হলদেটে, একলিঙ্গ, স্পাইক বা মঞ্জরী পুষ্পবিন্যাসে সাজানো, ফল ছোট, বেরি জাতীয়, পাকা ফল লালচে বা বাদামি রঙের। প্রতি ফলে একটি শক্ত বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ এই গাছ থেকে পাওয়া আঠা ক্যালিকো মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। ঘর চুনকামে চুনের সঙ্গে এই আঠা ব্যবহার করা হয়। পাতা ভাল পশুখাদ্য। বাকল থেকে পাওয়া রঞ্জক পদার্থ সিল্ক রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

আম

Mangifera indica L.

স্থানীয় নাম ঃ আম / আম্র

রাজ্যের সবর্ত আমগাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছের পাতা, বাকল, ফল, ফলের খোসা, বীজ প্রভৃতি ভেষজ গুণযুক্ত। পাতা কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী। বাকল সংকোচক, জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকারী। এছাড়া রক্তবমন ও যে কোনো রক্তমোক্ষণে, উদরাময়ে উপকারী। পাতার ধোঁয়া হিক্কা প্রশমন করে। কাঁচা ফল চক্ষু-রোগে উপকারী। পাকা ফল রেচক, প্রস্রাবকারক, জরায়ু, ফুসফুস ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের রক্ত মোক্ষণে উপকারী। ফলের খোসা উত্তেজক, সঙ্কোচক এবং পাকযন্ত্রের দুর্বলতায় উপকারী।

বীজ শ্বাস রোগে উপকারী। বীজ ক্রিমিনাশক, রক্তার্শ ও মেয়েদের রক্তস্রাব রোগে ব্যবহৃত হয়। আমের নূতন পাতা শুকানো চূর্ণ বহুমূত্রে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের বৃক্ষ। পাতা 20-29 সেমি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। ফুল পীতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, ছোট। প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে । ফল জাতভেদে বিভিন্ন আকারের।

অন্যকথা ঃ আম আমাদের দেশের এক মূল্যবান ফল। এই ফল ও ফলজাত দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি হয়। পরিণত গাছের কাঠ শস্তার দরজা জানালা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্যাকিং বাক্স ও প্লাইউড তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা ভাল পশুখাদ্য। এর বাকল ও পাতা থেকে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়।

ভেলা

Semicarpus anacardium L. f.

স্থানীয় নাম ঃ ভেলা

রাজ্যের সদর ও সাব্রুম মহকুমায় এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর বীজ ও গাছের আঠা ভেষজগুণযুক্ত। গর্ভপাতের জন্য এর বীজের ব্যবহার রয়েছে। বীজের তেল বাতের পক্ষে হিতকর। এটি চুলকানি নাশক কিন্তু বিষাক্ত হওয়ায় খুব অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। বীজ জলে ভিজিয়ে সেবন করলে ক্রিমি নষ্ট হয় এবং হাঁপানি কমিয়ে দেয়। গাছের আঠা মূত্রনালী, কুষ্ঠের যন্ত্রণায় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল ধূসর কাল রঙের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। পাতা একান্তর, সরল, আকারে বড় এবং ডালপালার আগায় সন্নিবদ্ধ, বিডিম্বামার, হাল্কা চর্মবৎ। পাতার বোঁটা বেশ মজবুত। ফুল শাখার আগার প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে । ফল ড্রুপ জাতীয়।

আমড়া

Spondias pinnata (L. f.) Kurz / *S. mangifera*

স্থানীয় নাম ঃ আমড়া

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর বাকল, পাতা ও ফল ভেষজগুণ যুক্ত। বাকল আমাশয়ে উপকারী। জলের সঙ্গে বেটে ব্যবহার করলে বাতে উপকার হয়। পাতার রস কানের বেদনায় উপকারী। ফল স্কার্ভি রোগনাশক। ফলের শাঁস সঙ্কোচক ও উদারাময়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল মসৃণ, ধোঁয়াটে রঙের, পাতা সবুজ শাখার আগায় সাজানো থাকে। পাতা যৌগিক, সচূড়, পক্ষল। ফেব্রুয়ারী-মার্চে গাছ পত্রশূন্য হয় এবং তখন শাখার আগায় সবুজ রঙের ফুলের গোছা দেখা দেয়। পুং এবং উভয়লিঙ্গ ফুল একই গাছে হয়। পাকা ফল হলুদ রঙের, আমের মত গন্ধযুক্ত।'

অন্যকথা ঃ ফল চাটনি বা আচার হিসেবে খাওয়া হয়। গরু, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি এই ফল বেশ পছন্দ করে। কোনো কোনো জাতের ফল বেশ মিষ্টি এবং মুখরোচক।

গোত্র ঃ Oleaceae

বেলফুল

Jasminum sambac Ait

স্থানীয় নাম ঃ বেলফুল / বনমল্লিকা / মতিয়া

ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র বাগানে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গাছটির বিভিন্ন অংশ ভেষজ গুণযুক্ত। এই স্নিগ্ধকর, উন্মাদরোগ ও দৃষ্টিশক্তির হীনতায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। মুখের ঘায়েও এর ব্যবহার রয়েছে। পাতার পুলটিশ ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফুল ছেঁচে স্তনে লাগালে প্রসূতির ঠুন্‌কা জ্বর ও স্তনের যন্ত্রণা আরাম হয়। স্তনের ফোঁড়ায় দুগ্ধক্ষরণ রোধে এর ব্যবহার হয়। মূল ঋতুকারক।
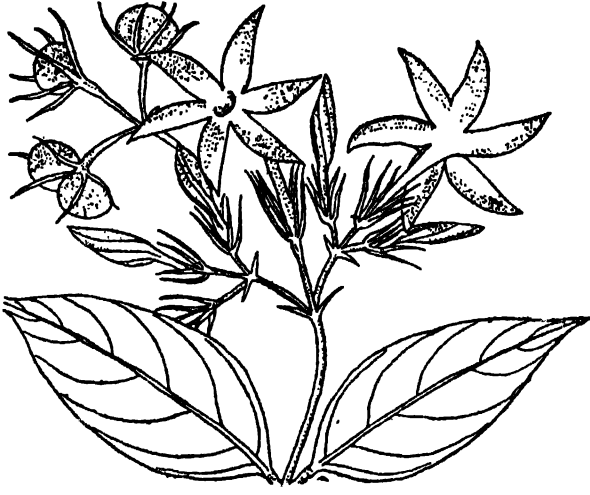
বর্ণনা ঃ ঝোপের মতো গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতা সরল, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত, ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার। পুষ্পদণ্ডে তিনটি ফুল হয়। ফুল সাদা, সগন্ধ যুক্ত। মার্চ হতে জুন ফুলের সময়। ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে। ফল গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ, 1-2টি

অন্য প্রজাতি ঃ *Jasminum* গণভুক্ত অন্য কয়েকটি ভেষজ গণযুক্ত প্রজাতি এই রাজ্যে পাওয়া যায়। *J. multiflorum* (Burm.f.) স্থানীয় ভাবে কুন্দ বা চামেলি নামে পরিচিত। এর পাতা সরল ডিম্বাকৃতি। মধ্যশিরা হতে দুই পাশে 3-4 জোড়া উপশিরা থাকে। বৃতিতে হলদেটে রোম রয়েছে। কুন্দের পাতার পুলটিস ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। ফুল বমন কারক, শেকড় সাপের বিষের প্রতিষেধক ।

J. scandens Vahl স্থানীয়ভাবে যুঁই নামে পরিচিত । লতানে গাছ। পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি হতে ভল্লাকার। ফুল লালচে আভাযুক্ত সাদা। বৃতিদলমণ্ডলের নলাকৃতি অংশের দ্বিগুণের চেয়ে ছোট। ফুল প্রায় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ফুলের সময়, এই গাছের শেকড় দাদে উপকারী।

গোত্র ঃ Apocynaceae

ছাতিম

Alstonia scholaris R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ ছাতিম / সপ্তপর্ণী / ছাতিয়ান

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর বাকল তিক্ত, রসায়ন, বলকারক, জ্বরঘ্ন, ম্যালেরিয়া জ্বরে, উদরাময়ে ও আমাশয়ে উপকারী। তরুক্ষীর ক্ষতে উপকারী। এর বাকল আমবাত, বাত ও

চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়, এটি ছোট ও ফিতাক্রিমি নাশক। টাটকা শিকড়ের রস দুধের সঙ্গে খেলে কুষ্ঠ আরাম হয়। তাজা পাতার গুঁড়া পুলটিশ দিলে ফোঁড়া ফেটে যায়।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। বাকল ধূসর বর্ণের। কাঠ সাদা রঙের, নরম, পাতা সূক্ষ্মরোম যুক্ত। উজ্জ্বল, চামড়ার মতো, পাতার নীচের দিক হালকা সবুজ। ফুল সবুজাভ সাদা, গুচ্ছবদ্ধ। ফল প্রায় 30 সেমি লম্বা। বীজের দুই দিকে পশমের মতো উপবৃদ্ধি থাকে। ফলে এটি বাতাসে অনেকদূর উড়ে যায়। শরৎকালে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ এই গাছের কাঠ থেকে প্যাকিং বাক্স, ব্লাক বোর্ড ইত্যাদি তৈরি হয়।

করম্‌চা

Carissa carandas L.

স্থানীয় নাম ঃ করম্‌চা — রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির ফল, শেকড় ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। ফল স্কার্ভি প্রতিরোধক। পাকা ফল স্নিগ্ধকর ও অম্লগুণ যুক্ত। শেকড় অগ্নিবর্ধক ও ক্রিমি নাশক। ম্যাদি জ্বরে পাতার নির্যাস উপকারী। অনেক কবিরাজের মতে ফল চর্মরোগ নিবারণ করে।

বর্ণনা ঃ কাঁটাযুক্ত ঝোপের মতো গুল্মজাতীয় গাছ। পাতা সরল বিপরীত। কাঁটা সরল। সাদা বা হালকা গোলাপি রঙের ফুল নিয়ত করিম্ব পুষ্পবিন্যাসে থাকে।

ফল আয়তাকার প্রায় 1.5-2 সেমি লম্বা। পাকা ফল কালচে লাল রঙের।

নয়নতারা

Catharanthus roseus (L.) G. Don.

স্থানীয় নাম ঃ নয়নতারা / মালঞ্চ / বৃন্দাবন/ সেবা।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ফুলের জন্য এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ এই গাছের শিকড় ভেষজগুণযুক্ত। এর অগ্নিবর্ধক গুণের কথা অনেকদিন জানা

ছিল। সম্প্রতি দেখা গেছে যে এতে সর্পগন্ধার মতো কিছু মূল্যবান উপক্ষার পাওয়া যায়। এদের মধ্যে asmalicin ও serpentine নামক উপক্ষারের পরিমাণ সর্পগন্ধা থেকে বেশি। এছাড়াও এতে re-serpine উপক্ষারও রয়েছে। এই সকল উপক্ষারের স্নায়বিক শিথিলতা আনা অবসাদকর গুণ রয়েছে। পশুর উপর পরীক্ষায় এর শেকড়ের নির্যাসের লিউকিমিয়া উপশম করতে দেখা গেছে।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ, প্রায় এক মিটার লম্বা হয়। কাণ্ডের নিম্নাংশ কাষ্ঠল। পাতা বিপরীত। অব-ডিম্বাকৃতি। পাতার কক্ষে একসঙ্গে 2/3টি ফুল থাকে। ফুল সাদা বা গোলাপি রঙের। ফল বহুবীজ যুক্ত ফলিকল। প্রায় সারা বছর গাছে ফুল ও ফল হয়।

অন্যতথ্য ঃ পৃথিবীর বাজারে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতের জন্য যে সব উদ্ভিদের বেশি চাহিদা রয়েছে নয়নতারা এদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন উপক্ষারের কাঁচামাল হিসেবে এর চাহিদা। ভারতের বাইরে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এর বেশ চাহিদা রয়েছে। এ থেকে বছরে ভারতের প্রায় 10-18 লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লাভ হয়।
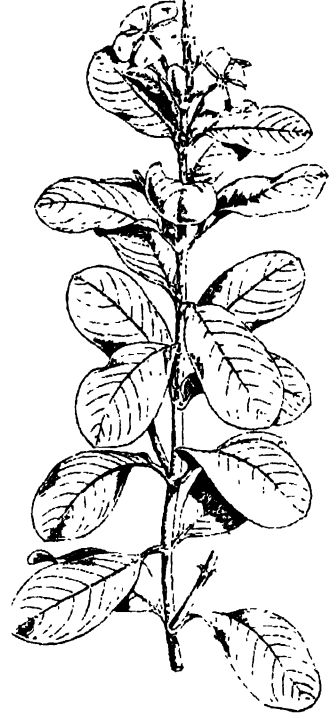
কুরচি

Holarrhena antidysenterica Flem.

স্থানীয় নাম ঃ কুরচি / কূটজ / কুইচ্চা।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর কুরচি গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এটি আমাদের দেশের একটি দামি ভেষজ উদ্ভিদ। এর বাকল, পাতা ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। অ্যামিবা ঘটিত আমাশয় রোগে এর বাকল বেশ উপকারী। এছাড়াও নানা চর্মরোগ ও প্লীহারোগে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা বায়ুনালীর প্রদাহ, কটিবাত,

ফোড়া ও ক্ষতে উপকারী। বীজ হাঁপানি, শূল বেদনা ও জ্বরে উপকারী। গাছের বিভিন্ন অংশ বিছা ও সাপের কামড়ের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। বাকল ধূসর বর্ণের খসখসে। কাঠ সাদা রঙের, নরম, পাতা বড় আকারের প্রায় বৃন্তহীন, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। সাদা সুগন্ধি ফুল শাখার আগায় গুচ্ছাকারে সাজানো। সরু লম্বা ফল শাখা হতে ঝুলতে থাকে। বীজের প্রান্তে বাদামি রোমগুচ্ছ দেখা যায়।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ থেকে খেলনাপাতি, ছোট বাক্স, কলমদানি, চিরুনি, ফটোর ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি হয়। পাতা উত্তম পশুখাদ্য। বীজ বালিশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

শ্যামালতা

Ichnocarpus frutescens (L) R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ শ্যামালতা/ পেরালিয়া লতা

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে বনে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর মূল অনন্তমূলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি পরিবর্তক, টনিক এবং জ্বর ও পেটের পীড়ায় ফলপ্রদ। এছাড়া চর্মরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাশয়ের পাথুরি রোগে উপকারি।

বর্ণনা ঃ বল্লী জাতীয় লতানে গাছ। গাছে প্রচুর ডালপালা থাকে । বাকল লালচে বাদামি রঙের। পাতা সরল, উপবৃত্তাকার, 5-10 x 2.5-5 সেমি। ফুল ছোট সবুজাভ সাদা। সুগন্ধযুক্ত, গুচ্ছবদ্ধভাবে পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় জন্মায়। ফল ফলিকল জাতীয়। একক বা জোড়ায় থাকে । বীজ লম্বা। তাতে কোমা জাতীয় উপবৃদ্ধি রয়েছে।

অন্য কথা ঃ গাছের বাকল থেকে দড়ি প্রস্তুত করা যায়।

গোত্র ঃ Apocynacene

করবী

Nerium indicum Miv.

স্থানীয় নাম ঃ করবী

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গাছটি বিষাক্ত। মূল শক্তিশালী দ্রাবক। জলের সঙ্গে ঘষে সিফিলিসের ক্ষত নিরাময়ের জন্য পুরুষাঙ্গে লাগানো হয়। পাতার নির্যাস ফোলা নিবারণে ব্যবহৃত হয়। শেকড়ের বাকল তেল সহযোগে মাছের আঁশের মতো চর্মরোগে এবং কুষ্ঠে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্মজাতীয় গাছ। সরু ভল্লাকৃতি পাতা আবর্ত বিন্যাসে থাকে। লাল বা সাদা রঙের ফুল শাখার আগায় নিয়ত পুষ্প বিন্যাসে থাকে। ফুলের দলমণ্ডলের গলদেশে শল্কের সারি থাকে। ফল প্রায় 15 সেমি লম্বা। কিছুটা গোলাকার। ফলে অনেক বীজ থাকে। বীজের একদিকে সাদাটে পশমের মতো রোম থাকে। ফুল নরম ও বর্ষার সময় হয়। শীতে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ শোভাবর্ধক গাছ হিসেবে এর চাষ হয়ে থাকে ।

সর্পগন্ধা

Rauwolfia serpentina Benth.

স্থানীয় নাম ঃ সর্পগন্ধা / চন্দ্রা / ছোট চাঁদ

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে সামান্য পরিমাণে এখনো এই গাছ বুনো অবস্থায় পাওয়া যায়। ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে কোনো কোনো স্থানে এর অল্প কিছু চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ মূল নিদ্রাকারক, স্নিগ্ধকর, অপস্মারে

উপকারী। আমাদের দেশে প্রায় 4000 বছর ধরে ঔষধ হিসেবে সর্পগন্ধার মূলের ব্যবহার চলছে। মূলে কয়েক প্রকার উপক্ষার রয়েছে। যাদের কাজ স্নায়বিক শিথিলতা এনে রক্তচাপ কমিয়ে দেওয়া। সম্প্রতি এর মূল হতে রেসারপিন নামক উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে। যার কাজ রক্তচাপ কমানো। বর্তমানে মানসিক রোগ ও রক্তচাপ প্রশমনে এর বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া জ্বর ও পেটের পীড়ায় এর ব্যবহার রয়েছে। এর ক্বাথ সেবনে জরায়ুর সঙ্কোচন বাড়িয়ে প্রসবকালীন বেদনা বাড়িয়ে দেয়।

বর্ণনা ঃ গুল্মজাতীয় গাছ। 30-75 সেমি লম্বা। পাতা সরল, আবর্তাকারে বিন্যস্ত। ফুল সাদা বা হালকা গোলাপি রঙের। পুষ্পবৃন্ত গাঢ় লাল। ফল ছোট গোলাকার। পাকা ফল কালচে রঙের। সাধারণত মে-জুন মাসে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ এক সময় আমাদের দেশ থেকে প্রচুর সর্পগন্ধা বিদেশে রপ্তানি হতো। বর্তমানে বিলুপ্তির সম্মুখীন এই ভেষজের রপ্তানি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কাণ্ড বা শেকড়ের কাটিং থেকে অথবা বীজ থেকে এর চাষ করা যায়। আমাদের দেশেও এর প্রচুর চাহিদা থাকায় এর চাষ লাভজনক। 1999 সালে মায়ানমার থেকে 28 টন সর্পগন্ধা আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে আমদানি করা হয়।

কলকে ফুল

Thevetia peruviana (Pers) Merr. / *T. nerifolia*

স্থানীয় নাম ঃ কলকে ফুল / হলদে করবী

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ ফুলের জন্য লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল আমাশয়ে উপকারী। বাকলের অরিষ্ট অবিরাম জ্বর নাশক। বাকলের শুকনো গুঁড়া গায়ে মাখলে শোথে উপকার হয়। বীজ সঙ্কোচক, জ্বর, আমাশয়, উদরাময় ও ক্রিমিতে উপকারী। এটি কামোদ্দীপক। এর বীজ গো-মহিষাদি এমন কি মানুষ মারার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের গাছ প্রায় 3-6 মিটার উঁচু হয়। পাতা সরু ও লম্বা, এক শিরা যুক্ত। ফুল হলুদ, সাদা বা ফিকে লাল। শাখার আগায়

থাকে। ফুল কলকের মত। ফল মাংসল এবং একটি শক্ত বীজযুক্ত। বীজের দুই পাশ সরু, মধ্যস্থলে একটু খাঁজ যুক্ত। প্রায় সকল ঋতুতে ফুল ফল হয়।

হাপর মালী

Vallaris solanaceae (Roxb.)
O. Kuntze/ *V. heynei*

স্থানীয় নাম ঃ হাপর মালী / হাদপুরী / মলি

রাজ্যের পশ্চিম জেলায় কোনো কোনো স্থানে জঙ্গলের ধারে এগাছ দেখা যায়। সুগন্ধযুক্ত ফুলের জন্য কোনো কোনো সময় বাগানেও এই লতানে গাছ লাগাতে দেখা যায়। এ গাছ একটু দুর্লভ।

ব্যবহার ঃ এর আঠা ও শেকড়ের বাকল ভেষজগুণযুক্ত। আঠা পুরানো ক্ষত বা ঘা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। নখকুনিতে এর আঠা দিলে নখকুনি আরাম হয়। বাকল গনোরিয়া নিবারক। পাতা বেটে লাগালে শোথে আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ দুর্বল কাণ্ডের লতানে গুল্ম। অবলম্বন পেলে অন্য গাছের উপর বেয়ে ওঠে। পাতা সরল, বিপরীত, ভল্লাকৃতি আয়তাকার। ফুল সুগন্ধযুক্ত। গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল ফলিকল জাতীয়। গোড়ার দিক গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। গরমের সময় গাছে ফুল হয়।

গোত্র ঃ Periplocaceae

অনন্তমূল

Hemidesmus indicus R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ অনন্তমূল

রাজ্যের পরিষ্কার বনভূমি ও তৃণভূমিতে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। বলকারক, মূত্রবৃদ্ধিকারক। রসায়ন ও রক্ত পরিষ্কারক। অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, বদহজমি, সিফিলিস, পুরাতন বাত, চর্মরোগ এবং মূত্র সম্বন্ধীয় নানা রোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ সরু লতানে গাছ। পাতা রোমহীন। পাতা ডিম্বাকৃতি বা লম্বা। সব পাতা সমান নয়। পাতার বোঁটা খুবই ছোট। ফুল ও ফল খুব কম হয়। বর্ষা ফুলের সময়। ফুল বাইরের দিকে সবুজাভ। ভিতরের দিকে বেগুনে রঙের। মূলে এক প্রকার সুগন্ধ রয়েছে।

গোত্র ঃ Asclepiadaceae

কাকতুণ্ডী

Asclepias curassavica L.

স্থানীয় নাম ঃ কাকতুণ্ডী / বন কাপাস

এই রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চলের পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড় ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় বমনকারক, রেচক, অর্শ ও গনোরিয়ায় উপকারী। পাতার রস ক্রিমিনাশক। ঘর্মকারক, অর্শ ও গনোরিয়ায় উপকারী। সমগ্র গাছ বিষাক্ত, তবে যক্ষ্মায় এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের গুল্ম। পাতা 5-12 সেমি লম্বা। ভল্লাকার বা ভল্লাকৃতি আয়তাকার। বোঁটা ছোট। কমলা বা লালচে রঙের ফুলগুলি নিয়ত ছত্রাকৃতি পুষ্পবিন্যাসে শাখার আগায় জন্মায়। ফল ফলিকল জাতীয়। জোড়ায় জোড়ায় থাকে। অক্টোবর থেকে এপ্রিল ফুলের সময়।

আকন্দ

Calotropis gigantea R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ বড় আকন্দ

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমিতে একে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড়, বাকল, পাতা ও রস ভেষজ গুণযুক্ত। শেকড়ের বাকল আমাশয়ে উপকারী। প্রচুর ঘর্মকারক, কফ নিঃসারক এবং প্রলেপ হিসেবে ব্যবহারে গোদে উপকারী, অবিরাম জ্বরে পাতার রস উপকারী। আঠা উত্তেজক। শুকনো ফুল ঠান্ডা লাগা, কাশি ও অজীর্ণে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মাঝারি আকারের গুল্ম। কচি ডাল পশমময়। পাতা লম্বাটে, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের দিক তুলার মত রোমে ঢাকা। ফুল ফিকে বেগুনি রঙের। ফল বাঁকানো 7-10 সেমি লম্বা। বীজ ডিম্বাকৃতি, পশমময়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ সার হিসেবে বা লবণাক্ত জমির লবণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য পাতার ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব / পূজায় ফুলের ব্যবহার রয়েছে।

ছাগলবেটে

Pergularia daemia (Forsk) Choiv. / *Daemia extensa* R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ ছাগলবেটে

রাজ্যের ধর্মনগর বিভাগে কদাচিৎ এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির শেকড়, লতা ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। গাছটি বমনকারক ও কফ নিঃসারক।

সর্দিতে কফ নিঃসারক হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। শিশুদের পেটের পীড়া ও হাঁপানিতে এটি উপকারী। পাতার রস বাতের ফোলায় ব্যবহার করা হয়। শেকড়ের ছাল গোদুগ্ধের সঙ্গে সেবনে বাতরোগে আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ সুগন্ধ ফুলযুক্ত লতানো গাছ। পাতা 5-10 সেমি লম্বা, ডিম্বাকৃতি তাম্বুলাকার। পাতার বোঁটা প্রায় ফলকের মত লম্বা। ফুল পাতার কক্ষে করিম্ব পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুল পীতাভ সবুজ ও লাল রঙের। ফল 3-5 সেমি লম্বা, বাঁকানো, নরম রোমে ঢাকা। শীতের আগে ফুল হয়। শীতে ফল পাকে।

অন্য কথা ঃ এর লতা হতে উজ্জ্বল ও শক্ত আঁশ পাওয়া যায়। পাতা ছাগলের খাদ্য।

গোত্র ঃ Rubiaceae

কদম

Anthocephalus chinensis (Lamk) *A.Rich / A. cadamba / A. indicus*

স্থানীয় নাম ঃ কদম/কদম্ব

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়, তবে এদের অধিকাংশই লাগানো গাছ।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, পাতা ও ফল ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল জ্বর নাশক ও বলকারক। কদমকে লোকে বুনো কুইনাইন বলে। বাকলের রস জিরা চূর্ণ ও চিনি সহ সেবনে শিশুর বমন বন্ধ হয়। পাতার নির্যাস মুখের ঘা সারায়। ফলের রস প্রবল জ্বরে পিপাসা নিবারণ করে।

বর্ণনা ঃ সরল কাণ্ড বিশিষ্ট লম্বা বৃক্ষ জাতীয় গাছ। বাকল গাঢ় ধূসর বর্ণের এবং তাতে লম্বা ফাটল থাকে। গাছের ডালাগুলি নীচের দিকে ঝুলে থাকে। কাঠ নরম, সাদা ও পীত বর্ণের দাগযুক্ত। পাতা চামড়ার মতো শক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, নীচের দিক হালকা সবুজ এবং মসৃণ রোমযুক্ত। জুন হতে আগস্টে গাছে ফুল হয়। ফুল গোলাকার মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। রাত্রে ফুলের সুগন্ধ বের হয়। ফল ছোট লেবুর ন্যায়। পাকা ফল বাদামি বা হলদেটে। বীজ খুব ছোট।

অন্যকথা ঃ শোভাবর্ধক গাছ

হিসেবে এই ছায়াতরু রাস্তার ধারে লাগানো যেতে পারে। বিভিন্ন প্রাণী এর ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। কাঠ নানা প্রকার প্যাকিং বাক্স, খেলনা প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা পশু খাদ্য।

সিঙ্কোনা

Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen

স্থানীয় নাম ঃ সিঙ্কোনা/কুইনাইন

রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে এর কিছু গাছ লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর বাকল থেকে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। অবিরাম জ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বরের এটি মহৌষধ। সর্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতেও এটি উপকারী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা ইনজেকশন নিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বৃক্ষ। পাতা 7-15 × 2.5-5 সেমি। আয়ত উপবৃত্তাকার বা উপবৃত্ত ভল্লাকার। পাতার মধ্যশিরার দুই ভাগে 5-7টি করে উপশিরা থাকে। হলদেটে সাদা ফুল শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ক্যাপসুল, ডিম্বাকার। 0.8-1.5সেমি লম্বা।

অন্য কথা ঃ এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *C. suceirubra* Pavon। গাছটিও জম্পুই পাহাড়ে পাওয়া যায়। এটিও সিঙ্কোনা নামে পরিচিত। এর কাণ্ড সরল, বাকল ধূসর রঙের এবং তাতে সাদা দাগ থাকে। নতুন ডাল নরম, জুলাই আগস্টে এর ফুল ও ফল হয়। এর বাকলও অন্য প্রজাতির মত একই ভেষজ গুণযুক্ত।

বুনো গন্ধরাজ

Gardenia resinifera Roth

স্থানীয় নাম ঃ বুনো গন্ধরাজ

রাজ্যের সদর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে এই গাছটি দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছ থেকে পাওয়া রজন চর্মরোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছ। কাঠ হলদেটে সাদা রঙের, বেশ শক্ত। পাতা উপবৃত্তাকার, বোঁটা ছোট। পাতার মধ্যশিরার দুই দিকে 20-30 জোড়া উপশিরা থাকে। সাদা সুগন্ধযুক্ত ফুল একক ভাবে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল প্রায় গোলাকার।

অন্য কথা ঃ এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *G. jasminoides* Ellis যা গন্ধরাজ নামে পরিচিত, তা রাজ্যের সর্বত্র ফুলের জন্য চাষ করা হয়। এর ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে। গন্ধরাজের শেকড় মাথা ধরা ও হিস্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্ষেতপাপড়া

Hedyotis corymbosa (L.) Lamk. / *Oldenlandia corymbosa*

স্থানীয় নাম ঃ ক্ষেতপাপড়া

রাজ্যের সর্বত্র ভিজে পতিত জমি ও ধানের জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অবিরাম জ্বর, উদরাময়, স্নায়বিক দৌর্বল্যে বিশেষ উপকারী। গাছটি অন্য ভেষজের সঙ্গে পাচন তৈরি করে ব্যবহৃত হয়। কামলা, যকৃত দোষ ও ক্রিমিতেও এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা 1-2 সেমি লম্বা, সরু। পুষ্পবৃন্তে 3/4টি ফুল থাকে। ফুল সাদা, গাছ বর্ষায় জন্মায় এবং শীতের শেষে মারা যায়। ফল বিদারী, ক্যাপসুল। লম্বাভাবে ফেটে যায়। বীজ কৌণিক।

অন্য প্রজাতি ঃ এই গণভুক্ত অন্য কয়েকটি ভেষজগুণযুক্ত প্রজাতি এ রাজ্যে পাওয়া যায়।

Hedyotis auricularia L. / *Oldenlandia auricularia*

মুট্রিয়া লতা নামে পরিচিত এই গাছ রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে খোলা পতিত জমিতে জন্মায়। কলেরা, পেটের অসুখ, আমাশয়, অন্ত্র প্রদাহ, বাত, শ্লেষ্মা জ্বর ও বধিরতায় এর ব্যবহার রয়েছে। শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় এই গাছের কাণ্ড কিছুটা চতুষ্কোণাকার, পাতা বৃন্ত হীন, ফুল পাতার কক্ষে মুণ্ডকাকার পুষ্পবিন্যাসে থাকে।

H. biflora (L.) Lamk. / *Oldenlandia biflora* এই প্রজাতি রাজ্যের সদর ও ধর্মনগর বিভাগে পতিত জমিতে দেখা যায়। এর স্থানীয় নাম আমাদের জানা নেই। মেয়াদি জ্বর, অম্বলের বেদনা ও স্নায়ুচাপে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্ষজীবী এই বীরুৎ জাতীয় এই গাছের গোড়া থেকে অনেক ডালপালা বের হয়। তিনটি ফুল যুক্ত নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে এর ফুল সাজানো থাকে।

H. diffusa Wild. / *Oldenlandia diffusa*

এই প্রজাতিটিও স্থানীয় ভাবে ক্ষেত পাপড়া নামে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এর দেখা পাওয়া যায়। এই গাছের রস রক্ত পরিষ্কারক, জ্বর ও গনোরিয়ায় উপকারী। অন্য প্রজাতি থেকে এর পার্থক্য এর ফুল একক ভাবে পাতার কক্ষে থাকে। গাছটি ছড়ানো জাতের শাখা যুক্ত বীরুৎ।

ময়না কাঁটা
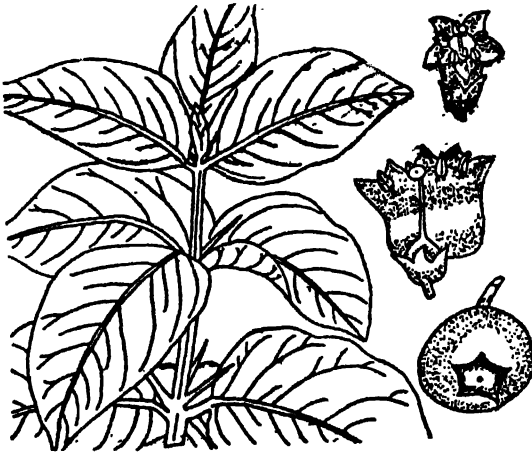
Meyna spinosa Roxb. ex Lin. / *Vangueria spinosa* Juss

স্থানীয় নাম ঃ ময়না কাঁটা / মন কাঁটা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বনে বাদাড়ে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজগুণ যুক্ত; শক্তিবর্ধক। কফ ও পিত্ত নিঃসারক পাতার গুঁড়া ডিসপেপসিয়ায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতার কক্ষের উপর থেকে 1-3 সেমি লম্বা সোজা কাঁটা বের হয়। পাতা বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। 3.5-12 × 2.5-7 সেমি। ডিম্বাকৃতি উপবৃত্তাকার। সবুজাভ সাদা ফুল পাতার কক্ষে নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল মাংসল ড্রুপ।

গন্ধভাদুলি

Paderina foetida L.

স্থানীয় নাম ঃ গন্ধভাদুলি

রাজ্যের সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে এই লতানো গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণ যুক্ত। স্থানীয় ভাবে পেটের পীড়ায় পাতার ব্যবহার রয়েছে। চুলকানি, ক্ষত প্রভৃতিতে পাতা উপকারী। পাতা ও শেকড়ের নির্যাস মূর্ছায় ব্যবহৃত হয়। পাতার রস মালিশে ও পাতার রস খাওয়ালে বাত উপশম হয়।

বর্ণনা ঃ দুর্গন্ধযুক্ত লতানো গাছ, পাতা সরল. বিপরীত, 5-12 $\times$ 2-6 সেমি। উপবৃত্ত ডিম্বাকার / ভল্লাকার। ফুল শাখার আগায় বা পাতার কক্ষে প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল লালচে রঙের। উপবৃত্তাকার। বীজ চ্যাপ্টা ধরনের।

গোত্র ঃ Bignoniaceae

পীত পাটলা

Stereospermum personatum (Hossk) Chatterjee/*S. tetragonum*/*S. chelonoides*.

স্থানীয় নাম ঃ পীত পাটলা/ ধরমার/ বরুল জাতা

ত্রিপুরার কুমারঘাট, শিলাছড়ি, জলেয়া প্রভৃতি স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের ফুল, পাতা ও শিকড় ভেষজগুণযুক্ত। পাতা, ফুল ও শিকড়ের ক্বাথ জ্বরনাশক। পাতার রস লেবুর রসের সঙ্গে ব্যবহারে উন্মাদ রোগ উপশম হয়।

ফুল ও ফল কাঁকড়াবিছার কামড়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ। ডালপালা চারদিকে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। গাছের বাকল বাদামি রঙের। পাতা যৌগিক, পক্ষল, পত্রক 7 - 11টি। পত্রক উপবৃত্তাকার বা অনেকটা আয়তাকার। ফুল শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। পাপড়ি ঘণ্টাকৃতি হলুদ রঙের। কিন্তু ভিতরের দিক বেগুনি রঙের। ফল ক্যাপসুল 40 - 50 সেমি লম্বা, চতুষ্কোণ এবং পাকানো অবস্থায় থাকে। বীজ পক্ষল।

অন্য কথা ঃ এর ধূসর রঙের কাঠ বেশ শক্ত। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও আসবাব তৈরিতে এর ব্যবহার হয়।

গোত্র ঃ Pedaliaceae

বাঘনখ

Martynia diandra L./*M. annua*

স্থানীয় নাম ঃ বাঘনখ/বাঘনখী

রাজ্যের সদর বিভাগে কদাচিৎ এই গাছটি দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে আগরতলার গোর্খাবস্তি অঞ্চল থেকে এর দুটি গাছ সংগ্রহ করেছিলাম।

ব্যবহার ঃ এর পাতা ও ফল ভেষজগুণ যুক্ত। পাতা মৃগী রোগে ব্যবহৃত হয়, এছাড়া ঘাড়ের গ্রন্থিস্ফীতিতে এর ব্যবহার রয়েছে। গলক্ষতে পাতার রসের গার্গল উপকারী, ফল ফোলায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বীরুৎ। পাতা বড় আকারের অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ফুল গোলাপি রঙের, তিল ফুলের মত দেখতে। ফলে নখের মত বাঁকা কাঁটা থাকে। বর্ষায় ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ অনেক সময় এর শুকনো ফল বাজারে জড়িবুটি হিসেবে কোমর ব্যথার নিরাময়ে বিক্রি হতে দেখা যায়।

তিল

Sesamum indicum DC

স্থানীয় নাম ঃ তিল

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিলের চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ বীজ, তিল তৈল ও সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। তিল অর্শে হিতকর। তিল তৈল আমাশয়, মূত্রযন্ত্রের রোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। বীজ প্রস্রাবকারক, বিরেচক। ক্ষতে পুলটিস্ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা স্নিগ্ধকর। গোক্ষুর এবং তিলফুল ঘৃত ও মধু সহ্ পেষণ করে প্রলেপ দিলে টাক আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ কোমল রোমযুক্ত বীরুৎ জাতীয় গাছ। গাছের পাতা বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। উপরের পাতা সরু লম্বা, মাঝের পাতা ডিম্বাকৃতি। ফুল এককভাবে বা 2/3টি একসঙ্গে থাকে, সাদাটে ফুলে লাল/পীত বর্ণের দাগ থাকে। শীতের প্রথমে গাছে ফুল হয়। বীজ জাতভেদে নানা রঙের হয়। কালো তিল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Verbenaceae

বরমালা

Callicarpa arbonea Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ বরমালা / বরমাল্লা / মাইফাইথিং

রাজ্যের পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর জেলায় বিভিন্ন স্থানে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ভেষজগুণ যুক্ত। এটি সুগন্ধযুক্ত, তিক্ত, বলকারক, পেট ফাঁপা নিবারক। এর ক্বাথ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ ছোট আকারের বৃক্ষ। বাকল

ধূসর বর্ণের। কাঠ সাদা/ধূসর বর্ণের। পাতা ডিম্বাকৃতি, তাতে রোম থাকে। ফুল ফিকে বেগুনি রঙের, প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল কালচে রঙের। গরমের সময় গাছে ফুল এবং বর্ষায় ফল হয়।

অন্য কথা ঃ *Callicarpa* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি

C. macrophylla Vahl এ রাজ্যের পশ্চিম জেলায় পাওয়া যায় যা স্থানীয় ভাবে মাতরাঙ্গা/মাথারা নামে পরিচিত। এই গুল্মজাতীয় গাছটির শেকড় ও পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। এর পাতা জ্বরনাশক, বাত, দুষ্টক্ষত, পেটের পীড়া, বমন ও বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী।

বামুনহাটি

Clerodendrum indicum(L.) O. Kuntze/*C. siphonanthus*

স্থানীয় নাম ঃ বামুনহাটি/ব্রহ্মযষ্ঠি

রাজ্যের সদর বিভাগে এ গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের শিকড় ও পাতা ভেষণগুণ যুক্ত। তিক্ত টনিক ও ক্রিমিনাশক। গাছের নির্যাস গনোরিয়া জাত বাতরোগে উপকারী। শিকড় হাঁপানি ও কাশিতে ফলপ্রদ। গোমহিষাদির ক্রিমিতে পাতার রস ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্ম জাতীয় গাছ। কাণ্ড ফাঁপা, পাতা সরল। 3 - 6 টি পাতা আবর্তাকারে সাজানো, পাতা সরু, লম্বাটে, সাদা বা ক্রিম রঙের ফুলগুলি বড় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে ঝুলতে থাকে। ফল নীলাভ রঙের ড্রুপ।

বনজৈ

Clerodendrum inerme (L.) Gaern.

স্থানীয় নাম ঃ বনজৈ

রাজ্যের সদর মহকুমার কোনো কোনো স্থানে এই গাছ রয়েছে। সম্প্রতি সিপাহিজলার অভয়ারণ্যে উদ্ভিদ সমীক্ষার সময় এই গাছ পাওয়া গেছে।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। এই গাছের ভেষজগুণ চিরতার সমতুল্য। রাজ্যের আবহাওয়ায় চিরতা জন্মায় না কিন্তু সহজে বনজৈ চাষ করে চিরতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাগি বা গ্ল্যান্ড ফোলায় পাতার পুলটিস ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ দুর্বল কাণ্ডের গুল্মজাতীয় গাছ, পাতা সরল, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত, সাদা ফুল পাতার কক্ষে তিনটি ফুল বিশিষ্ট নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ড্রুপ-জাতীয়।

অন্য কথা ঃ তিক্ত স্বাদের জন্য গরু - ছাগল এই গাছ খায় না। এজন্য বাড়ির বেড়ার কাজে এই গাছ লাগানো যেতে পারে।

ঘেঁটু

Clerodendrum viscosum Vent/*C. infortunatum*

স্থানীয় নাম ঃ ঘেঁটু / ভাট

রাজ্যের সর্বত্র রাস্তার ধারে বা পতিত জমিতে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা, কচি ডালপালা, ফুল প্রভৃতি ভেষজগুণ যুক্ত। এটি টনিক, ক্রিমিনাশক, কামোদ্দীপক। পাতার টাটকা রস ম্যালেরিয়ায় বিশেষত বালকদের ম্যালেরিয়ায় উপকারী, পাতা ও শেকড় বিভিন্ন প্রকার স্ফীতিতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। পাতা চিরতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ গন্ধযুক্ত গুল্ম জাতীয় গাছ। গাছ পীত বর্ণের বা সাদা রোমে ঢাকা; পাতা ঃ 8 - 20 x 7-15 সেমি। ডিম্বাকৃতি, কিনারা দন্তুর। ফুল গোলাপি আভাযুক্ত সাদা। শাখার আগায় নিয়ত পুষ্পবিন্যাস থাকে। ফুলেও একটা গন্ধ রয়েছে। বৃতি লাল রঙের। ফল ড্রুপ জাতীয়। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ স্থানীয় ভাবে জালানি হিসেবে এই গাছ ব্যবহৃত হয়।

গামার

Gmelina arborea Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ গামার/গামাই/গামারি

ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চলে এর চাষ করা হয় এবং বুনো গাছও সেখানে রয়েছে। অনেক সময় বাড়িতেও এই গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজগুণযুক্ত। পাতার রস স্নিগ্ধকর এবং কাশিতে উপকারী। এছাড়া উহা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। শিকড় তলপেটের ব্যথা, জ্বর প্রভৃতিতে উপকারী। কুষ্ঠরোগে এর ফুলের ব্যবহার রয়েছে। ফলের নির্যাস চুল বৃদ্ধির সহায়ক। গাছটি কাঁকড়াবিছা ও সাপের কামড়ে উপকারী।

বর্ণনা ঃ সরল গুঁড়িযুক্ত বড় আকারের বৃক্ষ। বাকল সাদাটে বা বাদামি। গাছের আগায় বেশ ডালপালা থাকে। পাতা তাম্বুলাকার, বোঁটা বেশ লম্বা। ফেব্রুয়ারি - মার্চে গাছে নতুন পাতা গজায় এবং সেই সময় গাছে ফুল আসে। ফুল হলদেটে বাদামি। পাকা ফল কমলা বা হলদে রঙের, রসালো।

অন্য কথা ঃ এর হলদে বা বাদামি রঙের কাঠ হাল্কা হলেও বেশ মজবুত। এই কাঠে সহজে অলঙ্করণ করা যায় এবং বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতে এর ব্যবহার রয়েছে। ঘরের দরজা, জানালা তৈরিতে এই কাঠ বেশ উপযোগী। জলে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় নৌকা প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। পাতা, ডাল পশুখাদ্য। কোনো কোনো উপজাতিরা এর ফল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। কাঠের ছাই রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

ভুঁই ওকড়া

Phylla nodiflora (L.) Green

স্থানীয় নাম ঃ ভুঁই ওকড়া/ভুরিওকড়া

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভিজে পতিত জমিতে বা খারিফ ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ কচি ডালপালা, পাতা প্রভৃতি ভেষজ গুণযুক্ত। ভেষজ গুণ হিসেবে এটি স্নিগ্ধকর, মূত্র বর্ধক ও জ্বরনাশক; পাতা ও কচি ডালের নির্যাস মেয়েদের প্রসবের পর ও শিশুদের বদ হজমে উপকারী। ফোঁড়া, পুরানো ক্ষত প্রভৃতিতে পাতার লেই বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় গাছ। পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। শাখার অগ্রভাগ ঊর্ধ্বগ। পাতা ছোট, সরল, বিপরীত ভল্লাকার, কিনারা দন্তুর। ছোট ফুলগুলি মুণ্ডকাকার স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে।

অন্য কথা ঃ শ্রীলঙ্কায় এর পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনে পাতার নির্যাস চায়ের মতো পান করা হয়।

শিউলি

Nyctanthus arbortristis L.

স্থানীয় নাম ঃ শিউলি/শেফালি/সিঙ্গারা

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ রয়েছে। অনেকে ফুলের জন্য বাড়িতে এই গাছ লাগান।

ব্যবহার ঃ পাতা ও বীজ ভেষজ গুণ যুক্ত। পাতা জ্বর, বাত, সায়াটিকায় উপকারী। পাতার রস পিত্ত নিঃসারক, একটু তিক্ত, বিরেচক, অল্প চিনি সহ ব্যবহারে শিশুদের ক্রিমিতে উপকারী। ফুল চুলের টনিক, বীজ চর্মরোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। কচি ডালা

চতুষ্কোণ। বাকল খসখসে। পাতা খসখসে। কিনারা খাঁজকাটা, পাতার কক্ষে 3 - 5টি ফুল নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে জন্মায়। ফুলের পাপড়ি গোড়ার দিকে যুক্ত, নলাকার, কমলা রঙের। পাপড়ির উপরের অংশ মুক্ত সাদা রঙের। সেপ্টেম্বর থেকে ফুল ফোটে, তবে অনেক সময় আগেও ফুল ফোটে।

অন্য কথা ঃ ফুলের পাপড়ির গোলাপি অংশ কাপড় রাঙানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে রঙ স্থায়ী হয় না। পাতা খসখসে। এজন্য অনেকে শিরিষ কাগজের পরিবর্তে কাঠ পালিশের জন্য ব্যবহার করেন। কাঠ মোটামুটি শক্ত, তবে জ্বালানি ছাড়া অন্য বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় না।

নিষিন্দা

Vitex negundo L.

স্থানীয় নাম ঃ নিষিন্দা

এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ পাতা, ফুল প্রভৃতি ভেষজগুণ যুক্ত। পাতা পুরাতন বাতে গাঁটের ফোলা কমাতে উপকারী। এটি ক্রিমিনাশক। শুকনো পাতার ধূম মাথাধরা ও চোখের রোগে উপকারী। মূল শ্লেষ্মা নিঃসারক, জরঘ্ন ও বলকারক। শুকনো ফল ক্রিমিনাশক।

বর্ণনা ঃ ছোট বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। বাকল মসৃণ, ধূসর বা বাদামি। পাতা যৌগিক, পত্রক তিনটি, তীক্ষ্ণাগ্র। পাতার উপরের দিক রোমশূন্য কিন্তু নীচের দিক ছোট সাদা রোমযুক্ত। কচি ডাল এমন কী ফুলের বোঁটাতেও রোম থাকে। বেগুনি রঙের ছোট ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ছোট, মাংসল, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। কালো রঙের। এপ্রিল - মে ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ ধান ইত্যাদি গোলাজাত করার সময় নিষিন্দা পাতা দিয়ে রাখলে পোকার উপদ্রব কম হয়। সন্ধ্যায় ধুনোর সঙ্গে শুকনো নিষিন্দা পাতা দিয়ে ধোঁয়া দিলে মশার উপদ্রব দূর হয়।

আওয়াল

Vitex peduncularis Wall ex Schauner

স্থানীয় নাম ঃ আওয়াল/গোদা

রাজ্যের বনাঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ও বাকল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার নির্যাস কালাজ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় উপকারী। বুকের ব্যথায় বাকলের বহিঃ-প্রয়োগ রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ। কচি ডালপালা রোমশ, বাকল ভারী ও ধূসর রঙের। গাছ থেকে অসমান বাকলের টুকরা প্রায়ই খসে পড়ে। পাতা যৌগিক, ত্রিফলক। পত্রবৃন্ত পক্ষল। পত্রক ভল্লাকার, এর নীচের দিকে ছোট হলদেটে গ্ল্যান্ড থাকে। ফুল হালকা হলদে রঙের। পুষ্পবিন্যাস প্যানিকেল এবং তা পাতা থেকে লম্বা হয়। ফল ডিম্বাকার, ড্রুপ জাতীয়।

অন্য কথা ঃ এর কাঠ ঘরের খুঁটি, বরগা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Ranunculaceae

কালজিরা

Nigella sativa L.

স্থানীয় নাম ঃ কালজিরা।

এ রাজ্যে কোন কোন স্থানে এর অল্প চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। উদ্দীপক, হজমকারক, মূত্রবর্ধক এবং প্রসবজনিত জ্বরে উপকারী। তিল তেলের সঙ্গে বীজচূর্ণ ব্যবহারে চর্মরোগের উচ্ছেদ ভাল হয়। বিছার কামড়েও বীজের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ ছোট বীরুৎ, পাতা যৌগিক, পত্রদণ্ডের দুই দিকে জোড়ায় পত্রক থাকে। ফুল সাদা, নীল বা ঈষৎ পীত বর্ণ। ফল কিছুটা গোলাকার। বীজ ত্রিকোণাকার, কালো। ফুলের সময় অক্টোবর - নভেম্বর।

গোত্র ঃ Nymphaeaceae

মাখনা

Euryale ferox Salisb.

স্থানীয় নাম ঃ মাখনা / পুখাল

রাজ্যের নানা স্থানে ঝিল, হ্রদ ও অন্য জলাশয়ে একে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজগুণযুক্ত। পিত্ত ও বমন নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, রুচিকারক, মেহরোগ উপশমকারী। বীজের খই দুর্বলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য।
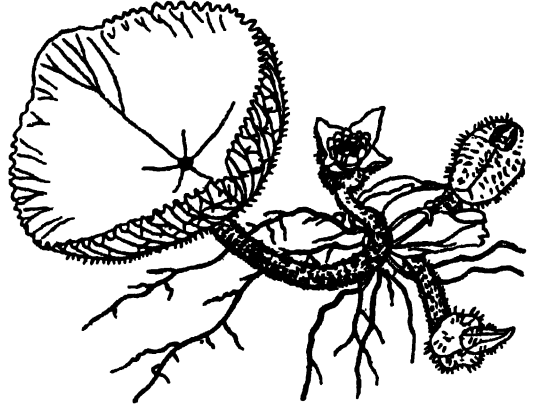
বর্ণনা ঃ এই জলজ বীরুৎ জাতীয় গাছের সারা দেহে কাঁটা থাকে। মূলাকার কাণ্ড বহু-বর্ষজীবী। পাতা বড়, গোল, ভাসমান, উপরের দিকে ঢেউ তোলা, নীচের দিক বেগুনি রঙের। পাতার শিরাতেও কাঁটা থাকে। বোঁটা লম্বা ও কাঁটা যুক্ত। ফুল লাল বা বেগুনি রঙের। ফল পদ্মের মতো, বেরি জাতীয় প্রতি ফলে প্রায় 20টি বড় বড় বীজ থাকে।

পদ্ম

Nelumbo nucifera Gaertn
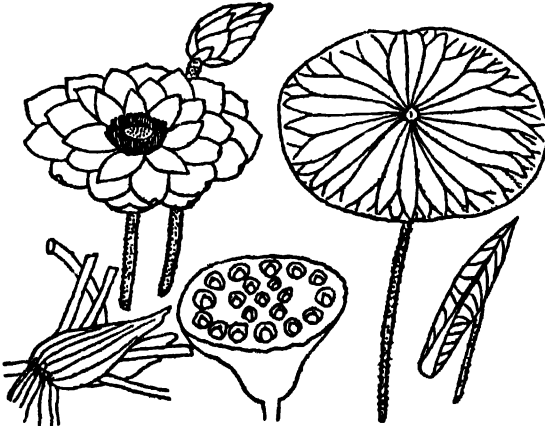
স্থানীয় নাম ঃ পদ্ম। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জলাশয়ে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ ফুল, বীজ ও শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। ফুল স্নিগ্ধকর। পেটের পীড়া ও কলেরায় উপকারী। হৃদ্‌রোগে টনিক হিসেব এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ বমন নিবারক, শিশুদের মূত্র কৃচ্ছ্রতায়

উপকারী। চর্মরোগ ও কুষ্ঠে স্নিগ্ধকর ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহার হয়। বিষ প্রতিষেধক হিসেবেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। শেকড় অর্শে ও পেটের পীড়ায় উপকারী। চর্মরোগ ও দাদে এর বাহ্যিক ব্যবহার দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের জলজ বীরুৎ। এর কাণ্ড জলের নীচে মাটিতে থাকে। পাতার ফলকের নীচের দিকে মাঝামাঝি অংশ থেকে বোঁটা বের হয়। ছোট অবস্থায় পাতা জলে ভাসমান থাকে। পরে জলতল থেকে একটু উপরে উঠতে দেখা যায়। ফুল লম্বা বোঁটা যুক্ত। লাল বা সাদা। আগস্ট - সেপ্টেম্বর ফুলের সময়।

শাপলা

Nymphaea pubescens Willd. / *N. lotus* L.

স্থানীয় নাম ঃ সাদা শাপলা / লাল শাপলা / শালুক
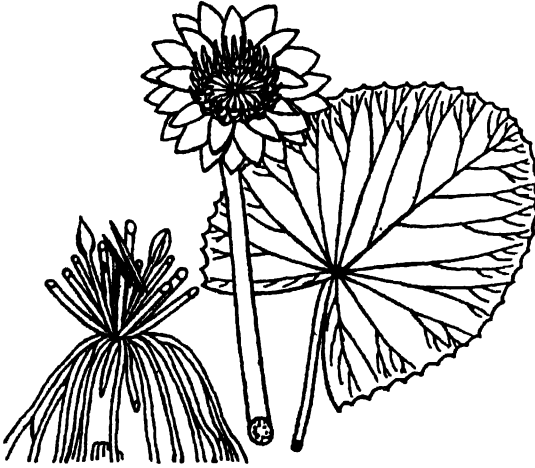
রাজ্যের ঝিল, পুকুর, লেইক প্রভৃতি জলাশয়ে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ ফুল, শিকড় ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। ফুলের ক্বাথ হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। কন্দমূল চূর্ণ অর্শ, পেটের পীড়া, বদহজম প্রভৃতিতে উপকারী। কন্দমূল নির্যাস মূত্র বর্ধক।

বর্ণনা ঃ এই জলজ গাছের কন্দমূল ডিম্বাকার। পাতা ভাসমান, মণ্ডলাকৃতি, নীচের দিক পাটল রঙের, কিনারা কিছুটা খাঁজকাটা। ফুল সাদা বা লাল। ফুলের বোঁটা 5-25 সেমি লম্বা। বর্ষায় ফুল ফোটে। ফল সবুজ, 15-20 কক্ষ যুক্ত। বীজ ছোট।

গোত্র ঃ Menispermiaceae

আকন্দী

Cissampelos pareira L.

স্থানীয় নাম ঃ আকন্দী/একলেজা

ত্রিপুরা রাজ্যের সদর মহকুমায় গাছটি পাওয়া যায়, তবে একটু দুর্লভ।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। শেকড় তিক্ত, রেচক, অগ্নিবর্ধক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। পেটের পীড়া, অজীর্ণ, অতিসার, শোথ, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, কাশি, মূত্রাশয়

প্রদাহ প্রভৃতিতে উপকারী। পাতা চুলকানিতে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ। বহুবর্ষজীবী কন্দমূল হতে প্রতি বছর নতুন ডালপালা বের হয়। গাছের কচি অংশ রোমশ। পাতা সরল, কতকটা ডিম্বাকৃতি বা ত্রিকোণাকৃতি, রোমশ। পাতার গোড়ার দিক অনেক সময় গোলাকার। পাতার শিরা 7-11 মি, ফুল ছোট। পুং ও স্ত্রীফুল আলাদা পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল প্রায় গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, পাকা অবস্থায় লাল রঙের। ফলের ডাঁটায় রোম থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল হয়।
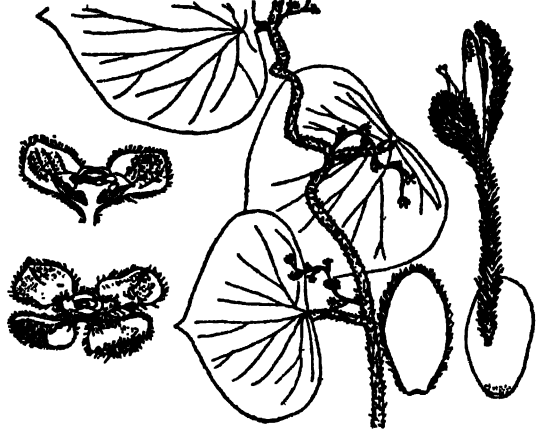
হুয়ের

Cocculus hirsutus (L.) Diels / *C. villosus*

স্থানীয় নাম ঃ হুয়ের

রাজ্যের ধর্মনগর বিভাগে ঝোপে ঝাড়ে এইগাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। শেকড় স্নিগ্ধকর, রেচক, ঘর্মকারক, পরিবর্তক। পুরাতন বাত ও গনোরিয়ায় উপকারী। পাতার রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে একপ্রকার জেলির মতো জিনিষ হয় যা গনোরিয়ায় উপকারী। এটি বাহ্য প্রলেপে একজিমা, চুলকানি, প্রদাহযুক্ত পীড়কা (Impetigo) প্রভৃতিতে উপকারী।
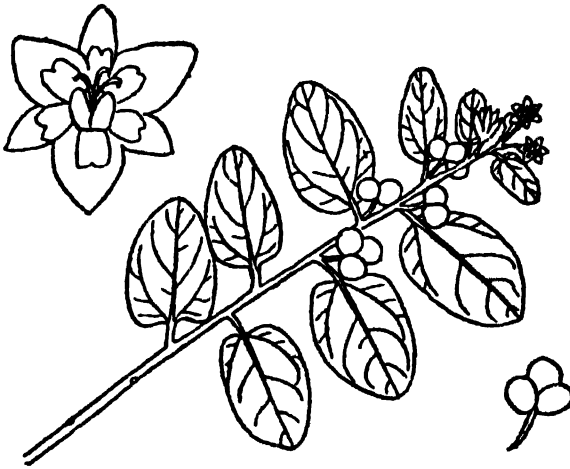
বর্ণনা ঃ কাষ্ঠল লতা, শাখা কোমল ও রোমাবৃত। পাতার বোঁটার দিক ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার, আগা ক্রমশ সরু। বোঁটা 1-3 সেমি লম্বা পুং পুষ্প পাতার কক্ষে 3-7টি একসঙ্গে থাকে। স্ত্রী পুষ্প 1টি বা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ফল কিছুটা চ্যাপ্টা, পাকা ফল ফিকে লাল রঙের। মে-জুন ফুলের সময়।

নিমুখা

Stephania japonica (Thun) Miers var *discolor* / *S. hernandifolia*

স্থানীয় নাম ঃ নিমুখা / আকনাদি

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। শেকড়, তিক্ত, ধারক ও জ্বরে উপকারী। উদরাময়, মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও আমাশয়ে হিতকর। পাতা ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেটে যায়।

বর্ণনা ঃ লতানো. গাছ, বর্ষজীবী, পাতা সরল, 5-12 সেমি লম্বা, ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি। বোঁটা ফলকের মাঝখানে থাকে। ফুল সবুজের আভাযুক্ত সাদা রঙের, আকারে ছোট। প্রতি বোঁটায় গুচ্ছবদ্ধভাবে লেগে থাকে। ফল লাল রঙের গোল। বীজ কতকটা ঘোড়ার খুরের মত। বর্ষায় ফুল হয়।
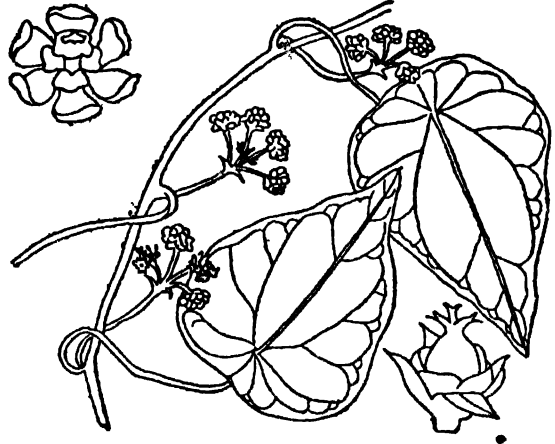
গুলঞ্চ

Tinospora cordifolia (DC.) Miers

স্থানীয় নাম ঃ গুলঞ্চ/গুড়ুচি /পদ্মগুড়ুচি

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বা বনভূমিতে এই লতানো গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কাণ্ড ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। সাধারণ দুর্বলতায় টনিক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ও কামোৎপাদক হিসেবে এর ব্যবহার হয়। কাণ্ড থেকে পাওয়া শর্করা পেটের পীড়া ও আমাশয়ে উপকারী। পাতার ক্বাথ বাতে উপকারী।

খ্যাঁতলানো পাতা ব্যবহারে ক্ষতের উপশম হয়। শুকনো ফল কামেলা ও বাতে উপকারী। গাছের রস কুষ্ঠে ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের লতানো গাছ। এর সরু সূতার মতো শেকড় মাটির দিকে ঝুলে থাকে। পাতা তাম্বুলাকার। বোঁটা 4-8 সেমি লম্বা। ফুল হলুদ বা সবুজাভ হলুদ। পুং পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ থাকে। স্ত্রী পুষ্প একটি করে হয়। ফল ড্রুপ জাতীয়, লাল রঙের, গোলাকার। গরমের সময় ফুল হয়। শীতে ফল ধরে।

গোত্র ঃ Piperaceae

পান

Piper betel L.

স্থানীয় নাম ঃ পান। রাজ্যের নানা স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। হজমকারক, সুগন্ধযুক্ত ও উদ্দীপক। পাতায় পাওয়া উদ্বায়ী তৈল জীবাণুনাশক, সর্দি ও শ্বাসকষ্টে উপকারী। পাতার রস কানের ব্যথা, রাত্র্যন্ধতা এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য প্রভৃতিতে উপকারী। শেকড় গর্ভরোধে উপকারী।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ। পাতা ডিম্বাকৃতি তাম্বুলাকার 10 -175-10 সেমি। স্ত্রী ও পুং পুষ্প আলাদা পুষ্পদণ্ডে হয়। মার্চ থেকে মে মাস ফুল ও ফলের সময়।
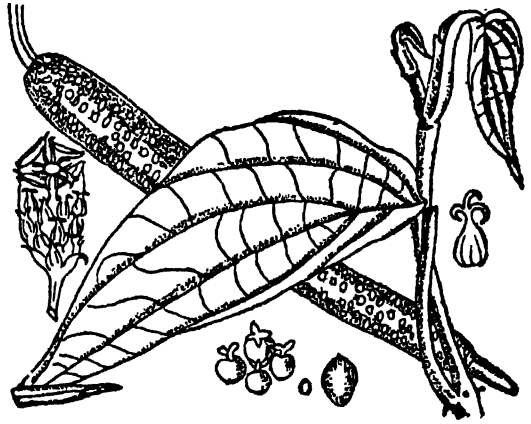
পিপুল

Piper longum L.

স্থানীয় নাম ঃ পিপুল। রাজ্যের সদর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে ছায়া যুক্ত জমিতে একে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শুকনো ফল ও মূল ভেষজ গুণযুক্ত। বাতের ব্যথা ও পক্ষাঘাতের তরল মালিশ তৈরিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। পুরানো ব্রঙ্কাইটিসে

শুকনো আধপাকা ফল উপকারী। পাকা ফল অগ্নিবর্ধক ও হজমকারক। সর্দি, কাশি, অর্শ, হাঁপানি, বাত প্রভৃতিতেও এটি উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট লতানো গাছ। কাণ্ড শায়িত। নীচের দিকের পাতা ডিম্বাকৃতি। উপরের পাতা আয়তাকার ডিম্বাকৃতি। পুং পুষ্প হলদে রঙের, লম্বা সরু স্পাইক পুষ্প বিন্যাসে সাজানো। ফল কালচে সবুজ।

গোলমরিচ

Piper nigrum L.

স্থানীয় নাম ঃ গোলমরিচ। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজগুণযুক্ত। এটি অগ্নিবর্ধক, ক্রিমিনাশক, শূল প্রশমক শ্লেষ্মায় উপকারী। এছাড়া কাশি, আমাশয়, শিশুদের শোথ, গনোরিয়া, মূত্রাবরোধ, পিঠ ব্যথা প্রভৃতি নানা রোগে এটি ফলপ্রদ। বিষাক্ত পোকার কামড়ে এর বহিঃপ্রয়োগে জ্বালা কমে।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ। পাতা সরল 7-15 × 2-7 সেমি. ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার। বোঁটা ছোট 0.5-1 সেমি লম্বা। ফুল লম্বা দোলায়মান স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে।
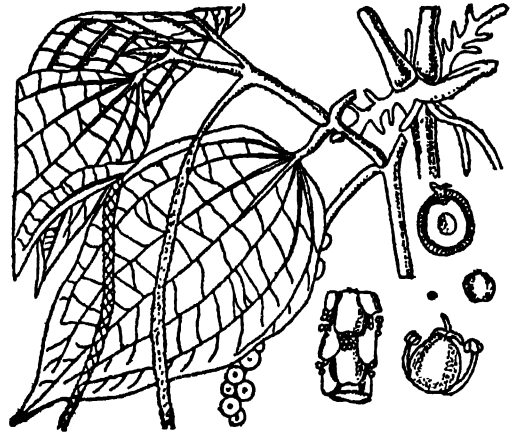
গোত্র ঃ **Papavaraceae**

শিয়ালকাঁটা

Argemone mexicana L.

পতিত জমি অথবা রবি ফসলে আগাছা হিসেবে একে এরাজ্যে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের টাটকা রস, বীজের তৈল ও শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। বীজ তৈল চর্মরোগে বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। বীজ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বমনকারক, কফ নিঃসারক এবং শরীর

স্নিগ্ধকারক। গাছের রস উদরী, পাণ্ডু ও চর্মরোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ কাঁটা যুক্ত বীরুৎ জাতীয় বর্ষজীবী গাছ। তরুক্ষীর হলুদ রঙের। পাতা ঢেউ খেলানো, লম্বা, কিনারা অল্প খণ্ডিত, কাঁটাযুক্ত, সাদা ও সবুজ রঙে চিত্রিত। ফুল হলুদ রঙের। ফল ক্যাপসুল, আয়তাকার ও কাঁটা যুক্ত।

গোত্র ঃ Carryophyllaceae

গিমা শাক

Mollugo spergula L.

স্থানীয় নাম ঃ গিমা শাক / গিমা — রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র উদ্ভিদটি ভেষজগুণযুক্ত। গাছটি অগ্ন্যুদ্দীপক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, বিষদোষ নাশক, কান কামড়ানিতে রেড়ি তৈলের সঙ্গে এই গাছের রস মিশিয়ে ব্যবহারে উপকার হয়। গাছের রস চর্মরোগ ও চুলকানিতে উপকারী। পাতার ক্বাথ হাম পরবর্তী জ্বর ও কাশিতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ চারদিকে ছড়ানো বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা ১-৩ সেমি, লম্বাকৃতি, ডালার চারদিকে ছড়ানো, ফুল শাখার আগায় গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। বৃতি নৌকাকৃতি, পাপড়ি অখণ্ড। বীজাধারে অনেক বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ তিক্ত স্বাদের এই গাছটি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ রাজ্যে চৈত্র সংক্রান্তির আগে বাজারে এই গাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

গোত্র ঃ **Portulaccaceae**

নুনিয়া শাক

Portulacca oleracea L.

স্থানীয় নাম ঃ নুনিয়া শাক / বড় লেনিয়া

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমি ও খারিফ ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। গাছের রস সংকোচক, পরিষ্কারক। ঘামাচি ও

জ্বলন রোধে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ মূত্রাশয় ও ফুসফুসের রোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ রসাল পত্র যুক্ত বীরুৎ। পাতা 1.6 - 3. 8 সেমি লম্বা। পত্রবিন্যাস প্রায় বিপরীত, পাতা ডিম্বাকৃতি বা চমসাকার। হলুদ ছোট ফুলগুলি এককভাবে বা নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ক্যাপসুল। পরিণত ফল প্রায় মাঝামাঝি অংশে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রতি ফলে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে।

অন্য প্রজাতি ঃ এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *P. quadrifida* L.

স্থানীয়ভাবে ছোট নুনিয়া শাক / ছোট লেনিয়া

নামে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাষের জমিতে এর দেখা পাওয়া যায়। ইরিসিফেলাস রোগে এর থ্যাঁতলানো পাতা বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়। পাতার নির্যাস মূত্র বর্ধক। নুনিয়া শাকের তুলনায় এই প্রজাতির পাতা আকারে ছোট হয়, এর পাতার কক্ষে রোম থাকে, যা নুনিয়া শাকে দেখা যায় না।

অন্যকথা ঃ দু' জাতের নুনিয়া শাক সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশু খাদ্য হিসেবেও নুনিয়া শাকের ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Polygonaceae

পানমরিচ

Polygonum barbatum L.

স্থানীয় নাম ঃ পানমরিচ / দুরকি

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খোলা ভিজে জমিতে এরা দলবদ্ধভাবে জন্মায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় সংকোচক ও শূল বেদনায় উপকারী। মালাবার উপকূলে শূলবেদনায় এর বীজও ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ দৃঢ় ধরনের বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতা বৃন্তহীন, রেখাকার ভল্লাকৃতি। উপপত্র নলাকার এবং মাথার দিক লম্বা রোমযুক্ত। শাখা

প্রশাখার মাথায় ফুল স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো, পুষ্পপত্রের গা রোমহীন, কিন্তু তাদের কিনারায় রোম থাকে। ফল ছোট। ত্রিকোণাকার, নাট জাতীয়।

অন্য কথা ঃ স্থানীয়ভাবে মাছ ধরার জন্য মাটি হতে কেঁচো তুলতে এই গাছের রস ব্যবহৃত হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ এই গণভুক্ত ভেষজগুণযুক্ত আরো কয়েকটি প্রজাতি এই রাজ্যে পাওয়া যায়।

P. glabrum Willd.। এটিও স্থানীয়ভাবে পানমরিচ নামে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জলাভূমিতে এই গাছ জন্মায়। এর পাতা জ্বরে উপকারী। পাতার ক্বাথ শূল বেদনার উপশম করে। গাছটি রোমহীন। পাতা সরু ভল্লাকার। ফুল বেগুনি রঙের। নিয়ত যৌগিক পুষ্পবিন্যাসে থাকে।

P. hydropiper L.। স্থানীয় ভাবে একে বিষকাঁটালি বলে। রাজ্যের ভিজে জমিতে এ গাছ জন্মায়। এর থ্যাঁতলানো পাতা সরসের পুলটিশের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর সরু ভল্লাকার গ্লান্ডযুক্ত পাতার কিনারায় রোম থাকে। ফুল গোলাপি রঙের।

P. plebijum R. Br. স্থানীয় ভাবে এর নাম চিংকিশাক। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে ভিজে মাটিতে এই গাছ দেখা যায়। এর মূলাকার কাণ্ড অনিয়মিত পায়খানায় উপকারী। কাণ্ডচূর্ণ নিউমোনিয়ায় উপকারী।

টকপালং

Rumex vesicarius L.

স্থানীয় নাম ঃ টকপালং / চুকপালং

রাজ্যের অনেক স্থানে এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ পাতা, বীজ ও গাছের রস ভেষজগুণযুক্ত। পাতা স্নিগ্ধকর, ক্ষুধা উদ্রেককারী, মূত্রকারক এবং সর্পদংশনে উপকারী। বীজ স্নিগ্ধকর। আমাশয়ে থেঁতো বীজ উপকারী। বিছার কামড়েও এটি উপকারী। রস সঙ্কোচক, বমন নিবারক এবং দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ কিছুটা মাংসল বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতার বোঁটা বেশ লম্বা, ফলক আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার। অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। ফুল সহবাসী, শাখার আগায় ছোট রেসিম পুষ্পবিন্যাস থাকে, শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ *R. maritimus* L.। এ রাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এটি বনপালং নামে পরিচিত। এর বীজ ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পাতা পোড়া ঘায়ে উপকারী। বীজ কামোদ্দীপক, শেকড় বিরেচক ।

গোত্র ঃ Chenopodiaceae

বেতোশাক

Chenopodium album L.

স্থানীয় নাম ঃ বেতোশাক / বেথুয়া শাক

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খারিফ ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজ গুণযুক্ত। এটি ধারক, প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর। অর্শের রক্তস্রাব প্রশমন করে।

বর্ণনা ঃ ছোট গুল্ম বা বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতা কর্তিত। ফুল পুষ্পদণ্ডে গাছের প্রত্যেক গাঁটে দেখা যায়। শীতে ফুল ও ফল হয়।

অন্য ব্যবহার ঃ এর পাতা ও কচি ডালা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ *C. ambrosoides* L.। চন্দন বেতো নামে পরিচিত এই গাছটি রাজ্যের জুম চাষের জমিতে এবং অন্যত্র পাওয়া যায়। এই গাছটি ভেষজ গুণযুক্ত। গাছ ক্রিমিনাশক। স্নায়বিক রোগেও এর ব্যবহার রয়েছে।

পালং শাক

Spinacia oleracea L.

স্থানীয় নাম ঃ পালং শাক — রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সবজি হিসেবে এর চাষ হয়ে থাকে ।

ব্যবহার ঃ বীজ ও সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। পাতা স্নিগ্ধকর জ্বর ও ফুসফুসের রোগে উপকারী কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। বীজ বিরেচক, স্নিগ্ধকর, কষ্টকর শ্বাসে, যকৃৎপ্রদাহে এবং কামেলায় উপকারী। মূত্রনালীর প্রদাহে কাঁচাগাছ উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা ডিম্বাকৃতি। লম্বা ও বিস্তৃত। পুং ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক। শীতের শেষে গাছে ফুল হয়। ধূসর বর্ণের বীজ পাতলা বীজকোষ দ্বারা ঢাকা থাকে। বীজের শাঁস সাদা।

অন্য কথা ঃ জনপ্রিয় সবজি হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Basellaceae

পুঁই শাক

Basella rubra L.

স্থানীয় নাম ঃ পুঁই শাক — রাজ্যের সর্বত্র সবজি হিসেবে এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ পাতা সহ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। পাতা স্নিগ্ধকর। মূত্রকারক ও গনোরিয়ায় উপকারী। অর্শের অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অতিসার প্রভৃতিতে অন্য উপাদান সহ পুঁই শাকের ব্যবহার রয়েছে। পাতার রস ছোটদের সর্দি, কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী।

পুঁইশাকের রস মাখলে গোদে আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ বহুশাখা যুক্ত, মাংসল লতানে গাছ। পাতা চওড়া, ডিম্বাকৃতি / গোলাকার। ফুল সাদা বা লাল রঙের। ফল মটর দানার মতো। পাকা ফল বেগুনি রঙের। সাদা ও লাল ডাঁটাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের পুঁই রয়েছে।

অন্য কথা ঃ সবজি হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Amaranthaceae

আপাং

Achyranthus aspera L.

স্থানীয় নাম ঃ আপাং।

রাজ্যের সর্বত্র আগাছা হিসেবে রাস্তার ধারে, পতিত জমি প্রভৃতিতে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ প্রায় সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। ধারক, অর্শ, ফোঁড়া ও চর্মরোগে এর ব্যবহার রয়েছে। বীজ ও পাতা বমনকারক। মূলের ক্বাথ সঙ্কোচক। বীজ জলাতঙ্ক রোগে উপকারী। সাপের কামড়ে এই গাছের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। শাখা বহুবিস্তৃত। পাতা ডিম্বাকৃতি / গোলাকার, রোমযুক্ত। লম্বা পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজাভ সাদা। ফল শক্ত। কাপড়ে আটকে যায়। শীতে ফুল হয়। শুকনো ফল গ্রীষ্মকালে মাটিতে পড়ে যায়।

সান্‌চি

Alternanthera sessilis R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ স্যান্‌চি / ছাইচা — রাজ্যের পতিত জমি ও রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। স্তন্য বর্ধক, পিত্ত নিঃসারক ও জ্বরঘ্ন। পাতা ও কাণ্ড

সর্পদংশনে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ গড়ানে বীরুৎ জাতীয় গাছ। কাণ্ডের গাঁট থেকে শেকড় বের হয়। পাতার বোঁটা ছোট। পাতা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, সাদা, পাতার কক্ষে হয়। বর্ষা থেকে শীতকাল ফুল ও ফলের সময়।

কাঁটানটে

Amaranthus spinosus L.

স্থানীয় নাম ঃ কাঁটানটে / কাঁটা মাইরা

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমি ও রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ মূল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। এটি হজমকারক, রেচক, ক্ষুধাবর্ধক এবং ঋতুস্রাবের পরিমাণ হ্রাস করে। অর্শ ও শ্বেত প্রদরে এটি উপকারী। ইঁদুরের কামড়ে এর ব্যবহার রয়েছে। ফোঁড়া এবং পোড়া ঘায়ে স্নিগ্ধকর পুলটিশ হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় গাছ। শক্ত গাঁটযুক্ত কাণ্ডে কাঁটা থাকে। কাণ্ড শাখা প্রশাখা যুক্ত। পাতা ছোট এবং তার অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। ফুল ফিকে সবুজ রঙের, গুচ্ছবদ্ধ বীজ কালো ও উজ্জ্বল। বর্ষার পর ফুল ও ফল হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ এই গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *A. gracilis* জংলিনটে নামে পরিচিত। এটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খারিফ ফসল বা বাগিচা ফসলে আগাছা হিসেবে অথবা রাস্তার ধারে জন্মায়। বিছা ও সাপের কামড়ে এর ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Lythraceae

দাদমারী

Ammania baccifera L.

স্থানীয় নাম ঃ দাদমারী

রাজ্যের সর্বত্র ধানি জমি বা ভিজে পতিত জমিতে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গাছটি তিক্ত। টাটকা পাতা চর্মরোগে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী। বাতে, বেদনায় ও জ্বরে উপকারী। প্লীহা বৃদ্ধিতে গাছের রস উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বীরুৎ জাতীয় গাছ। কাণ্ড চতুষ্কোণ। গাছ লম্বায় 30 সেমি হতে পারে। পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। অনেক সময় গাছের উপরের দিকের পাতা একান্তর হয়। সরু পাতার দুই প্রান্ত ক্রমশ ছুঁচালো। ছোট সবুজ রঙের ফুল পাতার কক্ষে নিয়ত ছত্রাকার বিন্যাসে থাকে। ফল ছোট, গোল ক্যাপসুল জাতীয়।

মেহেদি

Lawsonia inermis L. / L. alba *Lamk.*

স্থানীয় নাম ঃ মেহেদি / হেনা

রাজ্যের সদর বিভাগে কোথাও কোথাও এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। বাকল কামেলা রোগ ও প্লীহা বৃদ্ধিতে উপকারী। এছাড়া মূত্রাশয়ের প্রদাহ, চর্মরোগ ও কুষ্ঠেও এর ব্যবহার রয়েছে। পাতা মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় বাহ্য প্রয়োগে উপকারী।

পা জ্বালায় পাতার রস পায়ের পাতায় দিলে উপকার হয়। ধাতু দৌর্বল্যে পাতার ব্যবহার রয়েছে। পোড়া ঘা, চর্মরোগ, ফোঁড়া প্রভৃতিতেও পাতার ব্যবহার হয়। পাতা যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধ্বংস করে।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের গুল্ম জাতীয় গাছ। প্রায় দুই মিটার লম্বা হয়। পাতা সরল, ছোট, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। পাতার আগা সরু, বোঁটা ছোট, শিরা অস্পষ্ট। একটু ক্রীম সাদা রঙের ছোট ফুল ডালার আগায় নিয়ত প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুল সুগন্ধযুক্ত। ফল প্রথমে লাল রঙের হয়, পরে শুকিয়ে যায়, আকার মটর দানার মতো। প্রতি ফলে অনেক বীজ হয়।
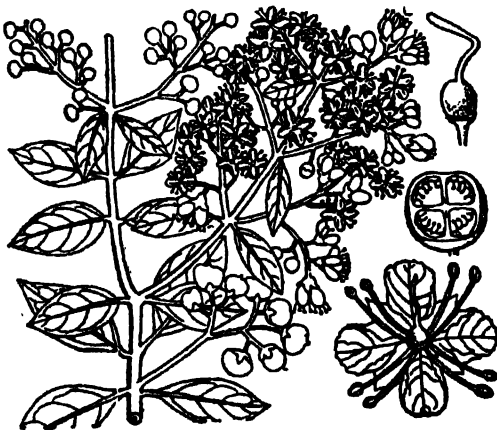
অন্য কথা ঃ হেনার প্রধান ব্যবহার এ থেকে পাওয়া রঞ্জক পদার্থ হাতের পাতা, চুল, দাড়ি প্রভৃতি রঙ করার জন্য। এ থেকে অনেক প্রকার চুলের কলপও তৈরি হয়। ফুলের তেল প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার হয়।

গোত্র ঃ Onagraceae

বনলবঙ্গ

Ludwigia octavalvis (Jacq.)Raven. *Subsp. sessiliflora* (Michcli)Raven. / *Jussia suffruticosa* L.

স্থানীয় নাম ঃ বনলং / বনলবঙ্গ

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভিজে জমিতে গাছটি জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। জ্বরে শেকড়ের নির্যাস উপকারী। পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপায় এর ব্যবহার রয়েছে। পেটের পীড়ায় ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। গাছের নির্যাস উকুন নাশক। ঘোলের সঙ্গে ব্যবহারে এটি বিরেচক, মূত্রকর ও ক্রিমিনাশক।

বর্ণনা ঃ গুল্ম জাতীয় গাছ। কাণ্ড শাখাযুক্ত। পাতা সরু। ভল্লাকার অথবা ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার প্রায় বৃন্তহীন। ফুল এককভাবে থাকে। ফল লম্বাটে ক্যাপসুল। ফলের প্রান্তদেশে লবঙ্গের মতো ফুল থাকে। শীতে ফুল ও ফল হয়।

গোত্র ঃ Gentianaceae

ডানকুনি

Canscora decussata Roem

স্থানীয় নাম ঃ ডানকুনি / শঙ্খপুষ্পী

রাজ্যের পতিত জমি ও পাহাড় অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। গাছটি ধারক, বলকারক ও স্নায়বিক দৌর্বল্যে উপকারী। মস্তিষ্কের বিকার, মৃগী প্রভৃতিতে এর ব্যবহার রয়েছে। অন্য ভেষজ সহযোগে এর ব্যবহারে মেধাবৃদ্ধি হয়।
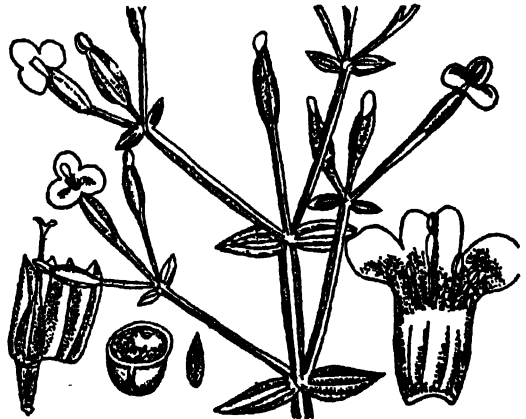
বর্ণনা ঃ চতুষ্কোণ কাণ্ড যুক্ত ছোট আকারের বীরুৎ। শাখাগুলি উপরের দিকে বিস্তৃত। পত্রবিন্যাস বিপরীত। তীর্যগাপন্ন সরল প্রায় বৃন্তহীন পাতায় তিনটি করে শিরা থাকে। সাদা রঙের ফুল নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ক্যাপসুল। বীজ খুব ছোট, গাঢ় বাদামি রঙের। বর্ষার শেষে গাছ জন্মায়। শরৎ থেকে শীতকাল ফুল ফলের সময়।

গোত্র ঃ Plumbaginaceae

রক্তচিতা

Plumbago indica L. / *P. rosea* L.

স্থানীয় নাম ঃ রক্তচিতা

রাজ্যের সদর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড় ভেষজ গুণযুক্ত। তিক্ত, পিচ্ছিল, উত্তেজক। তেল সহযোগে বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহ্য প্রলেপ হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। গনোরিয়া ও কুষ্ঠেও ইহা উপকারী। গাছের রস পাঁচড়া ও চোখের রোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ শাখান্বিত, শিথিল কাণ্ডযুক্ত বীরুৎ / গুল্মজাতীয় গাছ। শেকড় বহুশাখা যুক্ত, ধূসরাভ পীত বর্ণের। পাতা 5-15 সেমি × 2-8 সেমি। আয়তাকার। ফুল লাল রঙের। ফল আঠাযুক্ত, চট্‌চটে, গায়ে চট্‌চটে লোম রয়েছে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ *Plumbago* গণের অন্য একটি প্রজাতি। *P. zeylanica* L. রাজ্যের সদর বিভাগে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। এটি চিতা নামে পরিচিত। এর ফুল সাদা রঙের।

ভেষজ হিসেবে এর শেকড় ক্ষুধাবর্ধক, পেটের পীড়া, অর্শ, চর্মরোগ প্রভৃতিতে এর মূলের ব্যবহার হয়ে থাকে। কুষ্ঠতে শেকড়ের লেই দুধ সহ বহিঃপ্রয়োগ করা হয়। তরুক্ষীর নানা চর্মরোগে উপকারী।

গোত্র ঃ Crassulaceae

পাথরকুচি

Kalancho pinnata (Lamk.) Pers / *Bryophyllum calycinum* Salisb.

স্থানীয় নাম ঃ পাথরকুচি / পাষাণভেদ

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়।
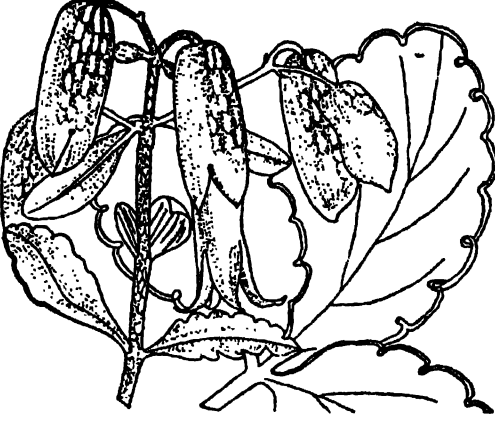
ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজগুণযুক্ত। কাটা, ছেঁড়া, ফোড়া ও পোকার কামড়ে আগুনে ঝলসানো পাতা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্থানে রক্ত আমাশয়ে পাতার রস ঘৃত সহযোগে ব্যবহার হয়।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের বীরুৎ। কাণ্ড একটু স্ফীত। পাতা সরল বা যৌগিক, মাংসল। ফলকের কিনারা সভঙ্গ। পত্রমূল অনেকটা চওড়া। মাটিতে পড়া পাতা থেকে নতুন গাছ হয়। ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে ঝুলে থাকে। পুষ্পাধার বাটির ন্যায়। সবুজ, লাল ও সাদা দাগযুক্ত কিনারায় দাঁত আছে। ফল চারভাগে বিভক্ত। প্রতি ফলে অনেক বীজ থাকে। শীতে ফুল এবং গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

গোত্র ঃ Apiaceae

থানকুনি

Centella asiatica (L.) Urban / *Hydrocotyle asiatica* (Tourn) L.

স্থানীয় নাম ঃ থানকুনি / থুলকুড়ি

রাজ্যের সর্বত্র আর্দ্র জমিতে / পুকুরের কিনারায় এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা সহ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। গাছ বলবৃদ্ধিকারক, চর্মরোগ, কুষ্ঠ, ধাতুগত রোগ ও রক্তদুষ্টিতে উপকারী। পাতা স্মৃতিশক্তি বাড়ায় এবং রসায়ন। টনিক হিসেবে এবং উন্মাদরোগেও এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় গাছ। বর্ষজীবী, কখনো কখনো দুই-তিন বৎসর থাকে। কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে শিকড় বের হয়। পাতা বৃক্কাকার, কিনারা দন্তুর, শিরাবিন্যাস
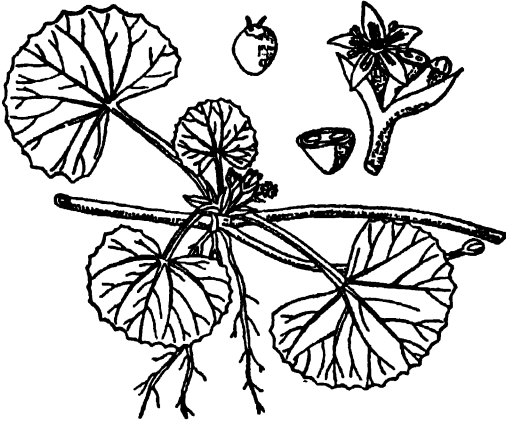
করতলাকৃতি জালিকাকার। ফুল ছোট, ঈষৎ নীল আভাযুক্ত সাদা বা লাল রঙের। পুষ্পবিন্যাস ছত্রমঞ্জরী। ফল উপবৃত্তাকার, পুরু, শক্ত। বসন্তে ফুল এবং গ্রীষ্মে ফল জন্মে।

অন্য কথা ঃ জাভার থানকুনি নামক একটি প্রজাতি (*Hydrocotyle javonica* Thun) এ রাজ্যে পাওয়া যায়। একে আসল থানকুনির বিকল্প ভেষজগুণ যুক্ত মনে করা হয়। এর পাতা রক্ত পরিষ্কারক ও আন্ত্রিক গোলযোগে উপকারী। এর বৃক্কাকার পাতার কিনারা সভঙ্গ। ফল বলয়াকৃতি, চ্যাপ্টা ধরনের।

ধনে

Coriendrum sativum L.

স্থানীয় নাম ঃ ধনে

রাজ্যের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে এর চাষ হয়ে থাকে ।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজগুণযুক্ত। ফল সুগন্ধি, উদ্দীপক, হজমকারক, মূত্রবর্ধক, টনিক, অগ্নিবর্ধক। উদরী ও ধাতু দৌর্বল্যে রসায়ন, কামোদ্দীপক। ধনে চিবোলে মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ, গাছে বিশেষ গন্ধ রয়েছে। বহু শাখা ও প্রশাখা যুক্ত। পাতা বহু যৌগিক। নীচের পাতা ডিম্বাকৃতি। উপরের পাতা সরু, লম্বা, ফুল সাদা, অসমান। ফল গোলাকার। ভেদক, দুইটি মেরিকার্পে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ ফল ও গাছ মশলা হিসেবে বহুল ব্যবহৃত।

জিরা
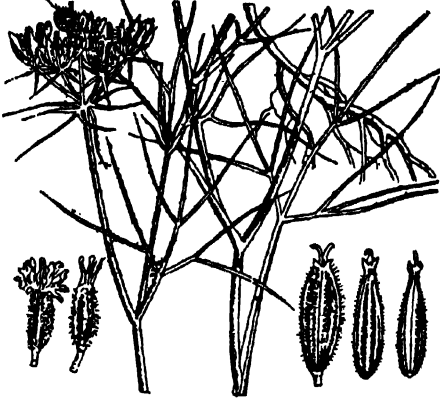
Cuminum cyminum L.

স্থানীয় নাম ঃ জিরা / জিরে

এ রাজ্যে অল্প পরিমাণে জিরার চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজ গুণযুক্ত। এটি অগ্ন্যুদ্দীপক, উত্তেজক, হজমকারক, পেটের পীড়া ও বদহজমে উপকারী। পশু চিকিৎসায়ও এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বহু শাখাযুক্ত বীরুৎ। পাতা দ্বি বা ত্রি পক্ষল যৌগিক। ফুল যৌগিক ছত্রমঞ্জরীতে থাকে। পাপড়ি অসমান। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ রান্নার মশলা হিসেবে জিরা ব্যবহৃত হয়।

গাজর

Daucus carota L.

স্থানীয় নাম ঃ গাজর

এ রাজ্যে বর্তমানে সবজি হিসেবে গাজরের চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গাছের পাতা, শেকড় ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত।

বীজ স্নায়বিক দৌর্বল্য নাশক ও বলকারক। এটি মূত্রাশয়ের রোগ এবং উদরীতে উপকারী। পাতা ও বীজের ক্কাথ সেবনে গর্ভবেদনা বাড়ে এবং তাড়াতাড়ি প্রসব হয়। শেকড় মৃদু বিরেচক।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা পক্ষযুক্ত, এতে শক্ত রোম থাকে । ফুল উজ্জ্বল সাদা রঙের। শীতের শেষ হতে গ্রীষ্মের আরম্ভ পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ এর পরিবর্তিত কাণ্ড পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মৌরি

Foeniculum vulgare Gaertn

স্থানীয় নাম ঃ মৌরি

মশলা হিসেবে রাজ্যে অল্প পরিমাণে এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড় ও বীজ ভেষজগুণযুক্ত। শেকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। বীজ উত্তেজক, সুগন্ধি, অগ্ন্যুদ্দীপক, পেটের বায়ুনাশক, ঋতুস্রাব কারক। বীজের তেল ক্রিমিনাশক, কপালে দিলে মাথা বেদনা, পেটে দিলে পেট বেদনা, সন্ধিস্থানে দিলে বাত বেদনা আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ লম্বা রোমযুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা ছোট বহু যৌগিক। ফুল ছোট, ছত্রবিন্যাসে থাকে, পীত বর্ণের। ফল সরু লম্বা শিরাযুক্ত।

অন্য কথা ঃ ফল মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জোয়ান

Trachyspermum ammi (L.) Sprague

স্থানীয় নাম ঃ জোয়ান / জৈন

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে মশলার জন্য এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজ গুণযুক্ত। এটি অগ্নিবর্ধক, হজমিকারক, উত্তেজক, রসায়ন, উদরাময়ে উপকারী এবং স্থায়ী

অগ্নিমান্দ্যে বিশেষ উপকারী। টনসিলাইটিস, দন্তরোগ ও অর্শে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা দ্বি বা ত্রি পক্ষল যৌগিক। ছোট ছোট সাদা ফুল যৌগিক ছত্রমঞ্জরীতে থাকে । ফল ছোট গোলাকার। শীতের শেষে ফুল এবং গ্রীষ্মে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ মশলা হিসেবে ফলের ব্যবহার রয়েছে।

গোত্র ঃ Asteraceae

কুকসিমা

Blumea lacera DC

স্থানীয় নাম ঃ কুকসিমা / কুকুর শোঁকা

রাজ্যের পতিত জমি ও বনাঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পাতা ক্রিমিনাশক, সঙ্কোচক, জ্বরে উপকারী এবং প্রস্রাবকারক। শেকড় কলেরায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় আকারের বীরুৎ জাতীয় গাছ, লম্বায় প্রায় 50 সেমি। গাছে একটি উগ্রগন্ধ রয়েছে। পাতা আকারে বড় প্রায় 12 সেমি লম্বা। ডিম্বাকৃতি বা মূলকাকার পাতাগুলির কিনারা দন্তুর। পাতার বিভিন্নতা দেখা যায়। ফুল পীতবর্ণ, পুষ্পমুণ্ডক পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। প্যাপস (রোম) সাদা রঙের। ফল চতুষ্কোণাকার সিপসেলা। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

কেশুত

Eclipta prostrata (L.) alba Hassk

স্থানীয় নাম ঃ কেশুত / কেশরা / কেশরাজ / কেউচ্চা

রাজ্যের ভিজে ছায়াযুক্ত জমিতে বিশেষ করে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। চর্মরোগ, কামেলা, প্লীহাতে এর ব্যবহার রয়েছে। শিশুদের সর্দি কাশিতে মধুর সঙ্গে কেশুত পাতার রস ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

দন্তশূলে টাটকা পাতা থেঁতলে মাড়িতে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। মাথা ধরায় টাটকা গাছের রস তিল তেলের সঙ্গে ব্যবহারে উপকারী। শেকড় বমনকারক, মূত্রাশয়ের রোগে ফলপ্রদ। বিছার কামড়ে কেশুত পাতার ব্যবহার রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে এই গাছ স্টেফাইলোকক্কাস ও অন্য কিছু জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

বর্ণনা ঃ প্রচুর শাখাযুক্ত শায়িত বা ঋজু ধরনের রোমশ বীরুৎ জাতীয় গাছ। গাছের নীচের দিকের পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। পাতা সরল। বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত, বোঁটা ছোট, কিনারা কিছুটা অসমান বা দন্তুর। পাতা আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার। পুষ্পবিন্যাস মুণ্ডকজাতীয় এবং তা পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় থাকে। প্রতি মুণ্ডকে দুই প্রকার পুষ্পিকা থাকে। ফল সিফসেলা। প্যাপস (রোমগুচ্ছ) প্রায় থাকে না অথবা এটি দুটি ছোট ছোট দাঁতের মত।

অন্য কথা ঃ টাটকা পাতার রস নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। শরীরে কালচে রঙের উলকি দেওয়ার জন্য এর ব্যবহার রয়েছে। জাভায় এই গাছ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শ্যামদলন

Elephantopus scaber L.

স্থানীয় নাম ঃ শ্যামদলন / শ্যামদুলুন / গোজিষা

রাজ্যের পতিত জমি ও বনভূমিতে এই গাছ অনেক পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ শেকড় ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। গাছটি ধারক ও টনিক গুণযুক্ত। পাতা ও শেকড়ের

ক্বাথ পেটের পীড়া, বমন, পেটব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, আমাশয় প্রভৃতিতে উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা নারিকেল তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে একজিমা ও ক্ষতে বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ ঋজু বীরুৎ জাতীয় গাছ। মূলজ সরল পাতা গুচ্ছবদ্ধভাবে বা একান্তরভাবে বিন্যস্ত থাকে। পাতা বিডিম্বাকার বা বিভল্লাকার। কাণ্ড রোমশ, দুই বা পাঁচটি ফুল বিশিষ্ট ছোট পুষ্পবিন্যাসগুলি কাণ্ডের আগায় গুচ্ছবদ্ধভাবে থাকে। ফুল বেগুনি রঙের, ফল দশটি শিরাযুক্ত সিফসেলা, রোমশ। প্রতি ফলে 4-5টি প্যাপস (রোমগুচ্ছ) থাকে।

হিংচে

Enhydra fluctuans Lour

স্থানীয় নাম ঃ হিংচে / হেলেঞ্চা / তিতির ডোগা
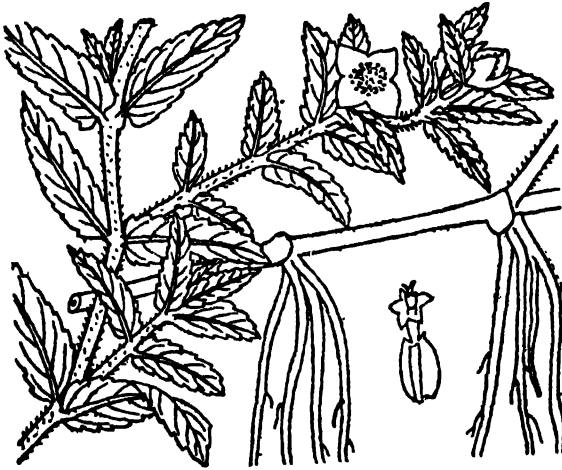
জলাভূমির কিনারায় বা কাদাটে জমিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ দেখা যায়। কোনো কোনো সময় পুকুরেও এই গাছ লাগাতে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছটি ভেষজ গুণযুক্ত। এটি রেচক ও পিত্তাধিক্য রোধক। চর্মরোগ, যকৃৎ ও স্নায়ুরোগে উপকারী। গাছের রস অনিদ্রা দূর করে।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ, পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। শাখার অগ্রভাগ একটু উপরের দিকে উঠে। বৃন্তহীন আয়তাকার পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। পাতার কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা। হলুদ রঙের ছোট পুষ্পিকা মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাসে পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় থাকে। প্রতি মুণ্ডকে প্রান্ত ও মধ্য পুষ্পিকা রয়েছে। ফল চ্যাপ্টা, সিফসেলা (নিরস অবিদারী ফল)।

অন্য কথা ঃ পাতা ও কচি ডালা সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আয়াপান

Eupatorium triplinerve Vahl.

সমার্থক নাম ঃ *E. ayapana* Vent.

স্থানীয় নাম ঃ আয়াপান / বিশল্যকরণী

রাজ্যের পশ্চিম জেলার সদর মহকুমায় কোথাও কোথাও এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ গাছ ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। গাছের নির্যাস উদ্দীপক টনিক ও ঘর্মকারক। পাতার রস দুষ্টক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে ফিলিপাইনে ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ ক্ষত ও রক্তবমনেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

বর্ণনা ঃ ছোট গুল্ম জাতীয়গাছ। একটু লাল রঙের এই গাছটিতে কিছু বিক্ষিপ্ত রোম দেখা যায়। পাতা জোড়ায় জোড়ায় বিন্যস্ত, 10 সেমি x 2 সেমি, নরম, মসৃণ, তিনটি মোটা শিরাযুক্ত। ফুল বেগুনি রঙের। গাছের একটা উগ্র গন্ধ রয়েছে।

অন্য প্রজাতি ঃ *Eupatorium* গণভুক্ত অন্য দুটি ভেষজ উদ্ভিদ এ রাজ্যে পাওয়া যায়।

E. cannabinum-এর স্থানীয় নাম জানা নেই। আসামে উহা টঙ্গোলাঠি নামে পরিচিত। রাজ্যের সদর মহকুমায় কোনো কোনো স্থানে এটি জন্মায়। গাছটি ঘর্মবৃদ্ধিকারক, মূত্রকারক। স্কার্ভি নাশক, বিরেচক এবং কামেলাতে এর ব্যবহার রয়েছে।

ছোট আকারের এই গুল্মের পাতা ভল্লাকার বা ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা। ফলকের গোড়া ক্রমশ সরু হয়ে বোঁটায় মিশে যায়। ফুল মুণ্ডক করিম্ব পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল কালো রঙের পাঁচ শিরাযুক্ত সিফসেলা।

E odoratum স্থানীয় নাম মরিচা গাছে, রাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এটি সামান্য মাত্রায় উদ্দীপক ও টনিকগুণ যুক্ত। অত্যন্ত রেচক, দুষ্টক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর পাতা রোমশ, ডিম্বাকৃতি ত্রিকোণাকার।

বনপালং

Sonchus brachyotus DC.

সমার্থক নাম ঃ *S. arvensis* L.

স্থানীয় নাম ঃ বনপালং

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছটি জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। গাছটি স্নিগ্ধতাকারক, প্রস্রাবকারক, প্রতিষেধক, প্রচুর ঘর্মকারক, শ্লেষ্মা নিবারক এবং হাঁপানিতে উপকারী। কামলা রোগে এর মূল ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ তরুক্ষীর যুক্ত বড় গুল্ম। মূল অনেকদিন মাটিতে থাকে এবং পুরানো মূল থেকে নতুন গাছ হয়। কাণ্ড ফাঁপা ও রোমশ। পাতা পক্ষাকার, 10-15 সেমি লম্বা, কিনারা দন্তুর, ফলকের গোড়া গোলাকার। শীতে ফুল ও ফল হয়।

মারহাট্টা টিগা

Spilanthes paniculata Wall Ex Dc.

সমার্থক নাম ঃ *S. achmela*।

স্থানীয় নাম ঃ মারহাট্টা টিগা

রাজ্যের ভিজে পতিত জমি ও রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ ফুল ভেষজগুণযুক্ত। এর পুষ্পস্তবক দাঁতের ব্যথার উপশম করে। এছাড়া দাঁতের মাড়ি ও গলার অসুখে এবং জিভের জড়তায় এটি উপকারী। ইন্দোচীনে তোতলামি সারাতে এর ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী ছোট বীরুৎ। পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। 2.5-5 সেমি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। সভঙ্গ প্রান্তযুক্ত। হলদে রঙের পুষ্পবিন্যাস শাখার আগায় জন্মায়। পুষ্পবিন্যাস কোণাকৃতি এবং তাতে প্রান্ত ও মধ্যপুষ্পিকা রয়েছে। ফল চ্যাপ্টা সিপসেলা (নিরস অবিদারী ফল)। ফলের কিনারা রোমশ।
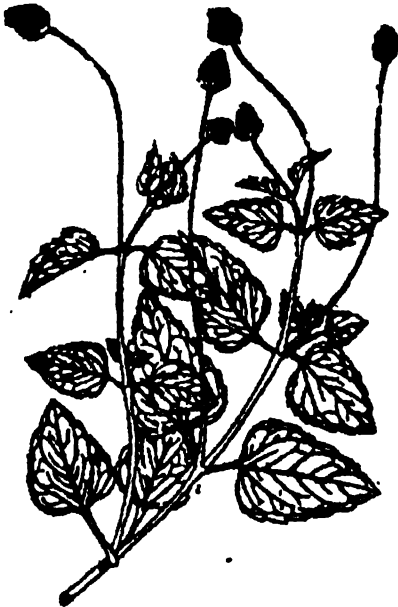
গাঁদা

Tagetes erecta L.

স্থানীয় নাম ঃ গাঁদা

রাজ্যের সর্বত্র ফুলের জন্য এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ ফুল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত। ফুল চক্ষুরোগে উপকারী। দুষ্টক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার হয়। অভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ইহা রক্ত পরিষ্কারক। ফুলের রস অর্শের রক্ত স্রাব নিবারণ করে। পাতা ফোঁড়া ও কার্বাঙ্কলে উপকারী। পাতার রস কানের ব্যথায় উপকারী। থ্যাঁতলানো পাতা ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা বিপরীত পক্ষবৎ অতি খণ্ডিত। পুষ্প মুণ্ডক বিন্যাসে থাকে। শাখার আগায় জন্মায়। এর প্রান্ত এবং মধ্য পুষ্পিকার বিন্যাসে রকমফের দেখা যায়। গাঁদার বিভিন্ন জাত রয়েছে। এদের কোনোটার ফুল বড়, কোনোটার ছোট, ফুলের রং জাত ভেদে বিভিন্ন। বীজ লম্বা, কালো রঙের।

ফণাফুলি

Tridex procumbens L.

স্থানীয় নাম ঃ ফণাফুলি / ডাকাতে পাতা

রাজ্যে কোন কোন স্থানে রাস্তার ধারে, পতিত জমিতে এবং খারিফ ফসলে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। পাতার রস পচন নিবারক, কীটনাশক এবং পরজীবী নাশক। কাটা চামড়ার রক্তপাত বন্ধে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ শয়ান কাণ্ডের ছোট বীরুৎ। পাতা বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। বোঁটা ছোট। কিনারা অসমানভাবে দন্তুর। ফুল

শাখার আগায় লম্বা পুষ্পদণ্ডে মুণ্ডক বিন্যাসে থাকে। প্রতি মুণ্ডকে প্রান্ত ও মধ্য পুষ্পিকা থাকে। ফুল হালকা হলুদ রঙের। ফলে দীর্ঘস্থায়ী প্যাপস থাকে।

ছোট কুকশিমা

Vernonia cineria (L.) Less

স্থানীয় নাম ঃ ছোট কুকসিমা

রাজ্যের পতিত জমি এবং রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। গাছের রস অর্শে উপকারী। মূল শোথে উপকারী। ফুল চোখের ফোলায় উপকারী। বীজ ক্রিমিনাশক এবং বিষদোষনাশক। পাতার নির্যাস জ্বরে ঘামের পরিমাণ বাড়ায়।

বর্ণনা ঃ ঋজুকাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় গাছ। শাখাপ্রশাখা রোমশ। পাতা একান্তর। নীচের দিকের পাতা একটু বড় আকারের। পাতার কিনারা দন্তুর। পুষ্পমুণ্ডক ছোট বোঁটাযুক্ত প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। জুলাই-আগস্ট ফুলের সময়।

ভীমরাজ

Wedelia chinensis (Orb.) Merr.

সমার্থক নাম ঃ *W. calendulacea* Less.

স্থানীয় নাম ঃ ভীমরাজ / ভৃঙ্গরাজ

বিক্ষিপ্তভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ প্রধানত এর পাতা ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা, বলকারক, কাশি ও চর্মরোগে উপকারী। পাতার ক্বাথ জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকারী। এর পাতা চুল রং করার জন্য এবং চুল বাড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ। গাঁট হতে শেকড় জন্মায়। পাতা 3-7 সেমি লম্বা। বোঁটা ছোট, কিনারা করাতের মতো কাটা, পাতার উভয় দিকে রোম রয়েছে। ফুল পীতবর্ণের, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

একই গোত্রের *W. wallichii* নামক অন্য একটি প্রজাতি এ রাজ্যে পাওয়া যায়। সেটি ভীমরাজের মতো সম ভেষজগুণ যুক্ত। তবে এ প্রজাতির গাছ সাধারণত ঋজু এবং ফুল তুলনায় ছোট আকারের।

বন ওকড়া

Xanthium strumarium L.

স্থানীয় নাম ঃ বন ওকড়া

রাজ্যের পতিত জমি, শুকনো জমি, নদীর ধার প্রভৃতিতে কোথাও কোথাও এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি ঘর্মকারক, বেদনানাশক। বসন্তরোগে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতে এর মঞ্জরী পত্রাবরণ কানের রোগে ব্যবহার হয়।

বর্ণনা ঃ খসখসে রোমযুক্ত বীরুৎ। পাতা ত্রিকোণাকৃতি ডিম্বাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। কিনারা প্রায়ই খণ্ডিত। ফুল একলিঙ্গ, একেকভাবে বা মুণ্ডক বিন্যাসে থাকে। স্ত্রী পুষ্পের মঞ্জরী পত্রাবরণে বক্র কণ্টক থাকে। ফল শক্ত আবরণে ঢাকা

গোত্র ঃ Solanaceae

কালো ধুতুরা

Datura metal L.

স্থানীয় নাম ঃ কালো ধুতুরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি ভেষজ গুণসম্পন্ন। পাতা, ফুল ও কুঁড়ি সহ কচি ডালা খিঁচুনি নিবারক ও বেদনানাশক। বেলেডোনার বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। এর পাতা ও বীজ উন্মাদরোগ, জ্বর ও মস্তিষ্কের পীড়ায় উপকারী। চীন দেশে ধুতুরা ফুলের

পাপড়ি মদে সিদ্ধ করে অবসাদয়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গিনিদ্বীপে পাতা চূর্ণ স্ফীতি, বাতের ব্যথা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। কম্বোডিয়ায় হাঁপানিতে ফুল এবং কানের ব্যথায় ফলের ব্যবহার রয়েছে। শুকনো ধুতুরা পাতার ধূমপানে হাঁপানির উপশম হয়। ফোঁড়া ও মাছের কাঁটার যন্ত্রণা লাঘবেও পাতার ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলের রস খুসকি ও চুল উঠায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী ঝোপের মত ছোটো গাছ। পাতা আকারে বড়, সরল, ডিম্বাকৃতি। কিনারা খণ্ডিত বা দন্তুর। ফুল বড়, সাদা বা বেগুনি রঙের। ফল ডিম্বাকৃতি, কাঁটাযুক্ত, ক্যাপসুল। জুন হতে ডিসেম্বর ফুলের সময়। পাকা ফল অসমানভাবে ফেটে যায়।

অন্য প্রজাতি ঃ ভেষজগুণ যুক্ত ধুতুরার অন্য একটি প্রজাতি এ রাজ্যে পাওয়া যায়। *D. stramonium* L. – এটি সাদা ধুতুরা নামে পরিচিত। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে, বিশেষত পুরোনো জুম ক্ষেতে এই গাছ দেখা যায়। এর ফুল তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট এবং ফল গোলাকার ক্যাপসুল। পাকা ফল নির্দিষ্ট চারটি অংশে ফেটে যায়। এর শুকনো পাতা, ফুল সহ কচি ডালা ভেষজগুণ যুক্ত। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বন টেপারি

Physalis minima L.

স্থানীয় নাম ঃ বন টেপারি। পতিত জমি বা খারিফ় ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। এটি ক্ষুধাবর্ধক, টনিক ও মূত্রকারক ও রেচক। প্লীহার বৃদ্ধি এবং তলপেটের ব্যথায় এর ব্যবহার রয়েছে। কোঙ্কন উপকূলে শিথিল

স্তনের দৃঢ়তা আনয়নে চাল-ধোয়া জল দিয়ে তৈরি এই গাছের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। মুন্ডারা কানের ব্যথায় এর পাতা ব্যবহার করে।

বর্ণনা ঃ ঋজু বর্ষজীবী বীরুৎ। কাণ্ড রোমশ। পাতা বেশ পাতলা, ডিম্বাকৃতি, কিনারা দন্তুর, ঢেউ খেলানো বা খণ্ডিত। ফুল ছোট, হলুদ রঙের, একক ভাবে থাকে। ফল গোল, বেরি জাতীয়, স্ফীত বৃন্তিতে ঢাকা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর ফুলের সময়।

কাকমাচি

Solanum nigrum L.

স্থানীয় নাম ঃ কাকমাচি / গুরকামাই।

রবি ও খারিফ ফসলে আগাছা হিসেবে এবং পতিত জমিতে রাজ্যের অনেক স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ হৃদ্‌রোগের টনিক হিসেবে এই গাছটি বেশ মূল্যবান। এছাড়াও এটি মূত্রকারক, কফ নিঃসারক এবং বিরেচক। শোথ রোগেও ক্রনিক যকৃৎ প্রদাহে এই গাছের পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফল রেচক, মূত্রকারক ও অগ্নিমান্দ্যে উপকারী। টাটকা পাতার রস মূত্রাশয় প্রদাহ প্রশমন করে এবং অর্শ ও গনোরিয়ায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা ডিম্বাকৃতি আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার। কিনারা খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ। ফলক রোমহীন এবং গোড়ার দিক ক্রমশ সরু। ছোট সাদা ফুলগুলি পর্বমধ্যে নিয়ত দৃঢ়বিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার, বেরি জাতীয়, পাকা ফল কালো রঙের।

কন্টিকারি

Solanum surattense Burn.f./ *S. xanthocarpum* Schrad.

স্থানীয় নাম ঃ কন্টিকারি, রাজ্যের পশ্চিম জেলার সদর বিভাগের পতিত জমিতে মাঝে মাঝে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর শেকড় কফ নিঃসারক। কাশি, হাঁপানি ও বুকের ব্যথায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। গাছের কাণ্ড, ফুল ও ফল হজমকারক গুণ বিশিষ্ট। হাঁস, মুরগী প্রভৃতির রানিক্ষেত রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস দমনে এই গাছ কার্যকরী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ, গাছটির সারা শরীরে এমনকী ফুলের বৃতি এবং বৃন্তেও হলদে রঙের সোজা কাঁটা থাকে। পাতা সাধারণত খণ্ডিত। ফুল নীল রঙের। পাকা ফল হলদে রঙের।

অন্য প্রজাতি ঃ এই রাজ্যে Solanum গণভুক্ত ভেষজগুণ যুক্ত আরো কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। এরূপ বুনো গাছের মধ্যে রয়েছে *S. indicum* L.। গাছটি বন্‌বেগুন / ফুটকি বেগুন / বেকইর প্রভৃতি নামে পরিচিত। এর শেকড় হজমকারক, ক্রিমিনাশক এবং হৃদ্‌রোগ, শ্বেতী, জ্বর, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে উপকারী। রাজ্যের ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় *S. myriocarpum* Dun./ *S. viarum* / *S. khasianum* নামে একটি গাছ পাওয়া যায়। এ গাছ থেকে পাওয়া উপক্ষার সোলানিডিন স্টেরয়েড হর্মোন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সোলানাম গণভুক্ত *S. melonganum* L. বেগুন এবং *S. tuberosum* L. আলু এ রাজ্যে প্রচুর চাষ হয়। এরাও ভেষজগুণযুক্ত। বেগুনের কাঁচা ফল হৃদ্‌রোগে উপকারী। এটি ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ও রক্তবৃদ্ধিকর। এর পাতা ও শেকড়ের লেই সিফিলিসের ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। আলুসেদ্ধ জল চামড়ার ফুসকুড়ি ও পোড়ায় উপকারী। চামড়ার জন্য কোনো কোনো মলম তৈরিতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

অশ্বগন্ধা

Withania somnifera Dunal.

স্থানীয় নাম ঃ অশ্বগন্ধা

সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের বনবিভাগ ও অন্যত্র অল্প পরিমাণে এই গাছের চাষ শুরু হয়েছে।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজ গুণ যুক্ত। মূল রসায়ন, কামোদ্দীপক, বলকারক দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বর্ধক। মূত্রকর, নিদ্রাকারক ও গর্ভপাত কারক ও বাতে উপকারী। এছাড়াও

এটি বৃদ্ধবয়সের বলাধানকারক ও শিশুদের পুষ্টিকারক। জ্বরে পাতার রস উপকারী। থেঁতো করা পাতা ও মূল যন্ত্রণাদায়ক ফোলা, কার্বাঙ্কল ও ক্ষতে উপকারী। ফল মূত্রকর।

বর্ণনা ঃ গাছ 30 সেমি হতে এক মিটার উঁচু হতে পারে। গোলাকার শাখাগুলি কাণ্ডের চারদিকে ছড়ানো। পাতা 5-10 সেমি লম্বা। অগ্রভাগ সরু, রোমশ। ফুল সবুজাভ পীত বর্ণের, পাতার গোড়া থেকে জন্মায়। শেকড়ের গন্ধ ঘোড়ার গন্ধের মতো। এজন্য একে অশ্বগন্ধা বলে। অক্টোবর হতে মে ফুল-ফলের সময়।
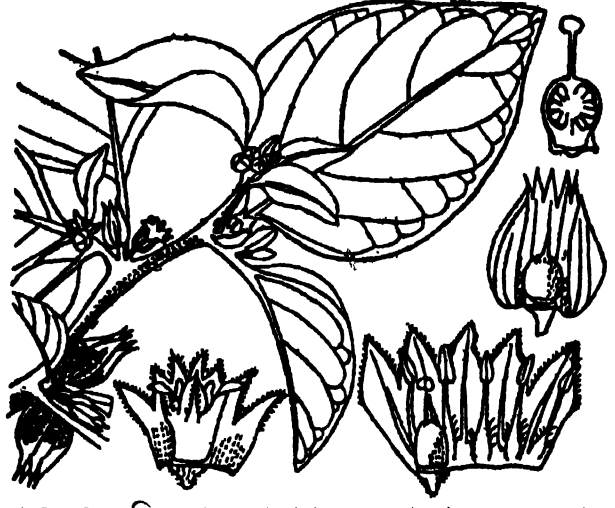
গোত্র ঃ Covolvulaceae

বিছামালা

Evolvulus alisnoides L.

স্থানীয় নাম ঃ বিছামালা। রাজ্যের সদর বিভাগে খোলা শুকনো জমিতে এই গাছ দেখা যায়। পশ্চিম ভারতে গাছটি শঙ্খপুষ্পী নামে পরিচিত।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। পাতা জ্বরে উপকারী এবং উকুননাশক। পাতার রস তেলের সঙ্গে ব্যবহারে চুল তাড়াতাড়ি বাড়ে।

বর্ণনা ঃ বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় গাছ। কাণ্ড সরু ও লম্বা ঊর্ধ্বগ। পাতা সরল আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার, গোড়ার দিক একটু কৃশ, খর্বাগ্র, রোমশ। ফুল নীলাভ কাক্ষিক, নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল গোলাকার, ক্যাপসুল জাতীয়। প্রতি ফলে চারটি কালো মসৃণ বীজ থাকে।

কলমি

Ipomea aquatica Forst. / I. reptans

স্থানীয় নাম ঃ কলমি। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র অগভীর জলাশয়, ডোবা অথবা কাদামাটিতে এই গাছ দেখা যায়। বর্ষায় এই গাছের বাড়বাড়ন্ত।

ব্যবহার ঃ স্নায়বিক ও সাধারণ দুর্বলতায় (বিশেষ করে মেয়েদের) গাছটি উপকারী। আর্সেনিক বিষে বমনকারক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া দাদ ও অর্শে এটি উপকারী। কম্বোডিয়ায় জ্বরের প্রলাপ বন্ধে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। ফাঁপা কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। স্থান ভেদে পাতার আকার ও আয়তনে পার্থক্য দেখা যায়। ফলক মানপত্রাকার বা কলম্ব পত্রাকার। ফুল হালকা বেগুনি। ফল ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ক্যাপসুল। প্রতি ফলে চারটি বাদামি রোমযুক্ত বীজ থাকে।

অন্য কথা ঃ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ গাছটি সবজি হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।
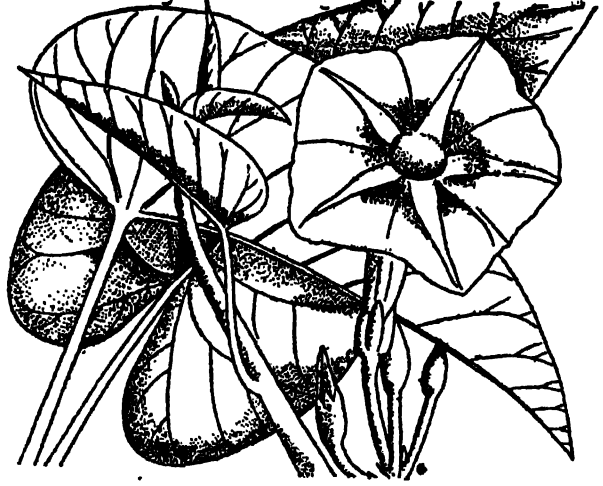
দুধকলমি

Operculina turpenthum (L.) S. Manro. / *Ipomea turpenthum*

স্থানীয় নাম ঃ দুধকলমি। রাজ্যের সদর বিভাগে পতিত জমিতে বা রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এই গাছের শেকড়চূর্ণ রেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ। কাণ্ড তিন থেকে পাঁচটি সরু পক্ষযুক্ত। গাছটি রোমহীন

অথবা স্বচ্ছ রোমে ঢাকা। পাতা বিভিন্ন প্রকার— ডিম্বাকৃতি/ ডিম্বাকার ভল্লাকৃতি। ফলকের গোড়া তাম্বুলাকার/কলম্ব পত্রাকার। পাতার কিনারা সম্পূর্ণ বা দন্তুর। কোনো কোনো সময় পাতার বোঁটাও পক্ষল হয়ে থাকে। ফুল আকারে বড়। সাদা বা হলদেটে। কাক্ষিক নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল চ্যাপ্টা ধরনের ক্যাপসুল।

গোত্র ঃ Scrophulariaceae

ব্রাহ্মী

Bacopa monnieri (L.) Penneb. / *Herpestis monnieri*

স্থানীয় নাম ঃ ব্রাহ্মী/বিরমী শাক / আদা বিরনী

রাজ্যের সদর বিভাগে ছায়াযুক্ত ভিজে মাটিতে কোথাও একে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। স্নায়ুর টনিক হিসেবে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। স্নায়বিক রোগে ইহা বলকারক ঔষধ। স্বরভঙ্গ ও অপস্মার রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এছাড়া এটি মূত্রবর্ধক ও মৃদু কষায়। বাতরোগে পাতার রস পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করা হয়। এর রক্ত শোধনকারী গুণও রয়েছে।

এই গাছে brahmin নামক উপক্ষার রয়েছে, যা হৃদ্‌রোগে টনিকের মত কাজ করে। অন্য রাসায়নিকের মধ্যে এতে herpestine, monnierin. baccoside A, B প্রভৃতি এতে পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের বীরুৎ, পাতা রসালো অর্থাৎ মাংসল, কাণ্ডের প্রতি গাঁট হতে শিকড় বের হয়। কাণ্ডের বিপরীত দিকে যুগ্মপত্র জন্মে। বোঁটা কাণ্ড সংলগ্ন। পাতার কিনারা অখণ্ডিত, অগ্রভাগ গোলাকার শিরা অস্পষ্ট। ফুল ছোট, পাতার কক্ষে থাকে, নীলাভ সাদা। প্রায় সারা বছর গাছে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ আজকাল কেউ কেউ বাড়িতে এই গাছ লাগিয়েছেন। সুবোধক ও প্রাজ্ঞশক্তি নামক এর দুটো জাত পাওয়া যায়। বীজ বা অগ্রধাবক থেকে বংশবৃদ্ধি করা যায়। চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে 100 কেজি নাইট্রোজেন, 60 কেজি পটাশ, 60 কেজি ফসফরাস প্রয়োজন। অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভে গাছ লাগিয়ে শীতের শুরুতে ফসল

তোলা যায়। চাষের খরচ প্রতি হেক্টরে 35,000 টাকা। ফসলের মূল্য প্রায় 2 লক্ষ টাকা। দেশে ও বিদেশে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমাদের দেশের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় 70 টন। গাছটি ব্রাহ্মীঘৃত, সারস্বতারিষ্ট, ব্রাহ্মী বটী প্রভৃতির প্রধান উপাদান।

গোত্র ঃ **Acanthaceae**

বাসক

Adhatoda zeylanica Medik / *A. vasica*

স্থানীয় নাম ঃ বাসক

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে লোকালয়ের মধ্যে এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের বাকল, পাতা, ফুল ও মূল ভেষজগুণ যুক্ত। টাটকা বা শুকনো পাতায় ভেষজগুণ বেশি। পাতায় vasicine নামক উপক্ষার এবং একটি উদ্বায়ী তেল রয়েছে। কফ নিঃসারক হিসেবে এর প্রধান ব্যবহার। ঘন কফকে পাতলা করে বের করে দেওয়ায় এর ব্যবহারে বায়ুনলীর প্রদাহের উপশম হয়। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় বাসকের এই গুণের স্বীকৃতি মিলেছে। পাতা ও মূল কাশ, পুরাতন কাশ, শ্বাস ও যক্ষ্মায় উপকারী। পাতা কীটবিষনাশক এবং বাতেও এর ব্যবহার হয়। বাসক পাতার সুরাসার দ্রবণে মশা, মাছি প্রভৃতি মরে যায়। বাসক পাতার চুরুট ব্যবহারে হাঁপানির উপশম হয়।

বর্ণনা ঃ বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতা আকারে বড়। ভল্লাকৃতি। ফুল স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে জন্মায়। প্রথমদিকে ফুল মঞ্জরীপত্রে ঢাকা থাকে। পাপড়ি সাদা এবং তাতে বেগুনি ডোরা থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ পাতা সহজে কীটপতঙ্গ ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এজন্য বিভিন্ন ফল প্যাকিং-এ বাসক পাতার ব্যবহার হয়ে থাকে।

বাসক বলতে অনেকে কালো বাসক বোঝেন, যা সম্পূর্ণ অন্য গাছ — যার বৈজ্ঞানিক নাম *Phlogacanthus curviflorus* Ness। এর ভেষজগুণ তেমন নেই।

কালমেঘ

Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall ex Nees

স্থানীয় নাম ঃ কালমেঘ

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। অতিশয় তিক্ত। টনিক, জ্বর, ক্রিমি, পেটের অসুখ, সাধারণ দুর্বলতা, পেটে অতিরিক্ত বায়ুসঞ্চয় প্রভৃতিতে উপকারী। ছোটদের প্লীহারোগ ও হজমের গোলমালে বেশ উপকার দেয়। গ্রামদেশের ছোট শিশুদের পেটের গোলমালে কালমেঘ পাতার রস খাওয়ানো হয়। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় গাছটির জীবাণুনাশক ক্ষমতা (বিশেষ করে টাইফয়েডে) প্রমাণিত হয়েছে।

বর্ণনা ঃ সরল শাখাযুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ, শাখা চতুষ্কোণ, পাতা ভল্লাকৃতি। ফুল ছোট, গোলাপি রঙের, বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। 1.5 হতে 2 সেমি লম্বা। সেপ্টেম্বর হতে গাছে ফুল ফোটে। ফুল ও ফলের সময় 2 - 3 মাস স্থায়ী হয়।

অন্য কথা ঃ ভেষজগুণের জন্য দায়ী রাসায়নিক Andrographolide সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় পাতায় (2%) এবং কম কাণ্ডে (০.8%)। বীজ বা কাটিং থেকে চাষ করা যায়। নার্সারিতে চারা তৈরি করে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত চারা লাগাতে হয়। জমিতে গোবর পচা সার প্রতি হেক্টরে 10 টন এবং রেড়ির খইল 2 টন দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 90-100 দিনে ফসল তোলার উপযোগী হয়। প্রতি হেক্টরে 2-2.25 টন শুকনো গাছ জন্মায়। ফসল তোলার পর রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। চাষের খরচ প্রতি হেক্টরে 10,000 টাকা। ফসলের বিক্রয় মূল্য 43,000 টাকা। ভারতে এর বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ 350 টনের বেশি। আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

কুলেখাড়া

Asteracantha longifolia (L.) Nees / *Hygrophila spinosa*

স্থানীয় নাম ঃ কুলেখাড়া / কোকিলাক্ষ — রাজ্যের সদর বিভাগে কোনো কোনো স্থানে সামান্য পরিমাণে এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ মূল, পাতা ও বীজ ভেষজগুণ যুক্ত। মূলের ক্বাথ মূত্রকর। বীজ গনোরিয়ায় উপকারী। পাতা, মূল ও বীজ কামলা, শোথ, বাত, পিত্ত প্রকোপ ও মূত্র যন্ত্রের রোগে উপকারী। রক্তল্পতায় কুলেখাড়া উপকারী। শিশুদের রেগে যাওয়া স্বভাব পরিবর্তনে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী ছোট গুল্ম। সচরাচর জলের ধারে বা ভিজা মাটিতে জন্মায়। কাণ্ড নরম। গাছের প্রত্যেক গাঁটে ঊর্ধমুখী কাঁটা থাকে। প্রত্যেক গাঁটে 6টি পাতা থাকে। ভেতরের দিকের পাতা ছোট আকারের। পাতার গোড়া হতে পীতবর্ণের কাঁটা বের হয়। ফুল উজ্জ্বল বেগুনি রঙের বা লালচে রঙের। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

কাঁটাঝাঁটি

Barleria prionitis L.

স্থানীয় নাম ঃ কাঁটাঝাঁটি ।

রাজ্যের সদর বিভাগের পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা, বাকল ও শেকড় ভেষজগুণ যুক্ত। পাতার রস শিশুদের সর্দি ও জ্বরে উপকারী। কাশিতে শুকনো বাকল ব্যবহৃত হয়। পাতা চিবোলে দাঁতের ব্যথার উপশম হয়। শেকড়ের লেই ফোঁড়া ও গ্রন্থি স্ফীতিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ কাঁটাযুক্ত ছোট গুল্মজাতীয় গাছ। অনেক সময় পাতার কক্ষ থেকে শাখার পরিবর্তে বিপরীত কাঁটা বের হয়। পাতা উপবৃত্তাকার। ফলকের অগ্রভাগ কাঁটাযুক্ত। বোঁটা ছোট। হলুদ রঙের বৃন্তহীন ফুল এককভাবে বা স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল 2টি বীজযুক্ত ক্যাপসুল।

অন্য প্রজাতি ঃ *B. strigosa* Willd প্রজাতিটি রাজ্যের জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এর শেকড় খিঁচুনিসহ কাশিতে উপকারী। এই গাছটিতে কাঁটা নেই, ফুল নীল রঙের। এটি নীল ঝাঁটি নামে পরিচিত।

চটপটি

Dipterocanthus prostratus (Poir.) Nees./*Ruellia prostrata*

স্থানীয় নাম ঃ চটপটি

সদর বিভাগের ছায়াযুক্ত স্থানে একে দেখা যায়। কোনো কোনো সময় বাড়িতেও এ.গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণ যুক্ত। গাছটি বমনকারক। কোনো কোনো সময় ইপিকাকের (*Psychotria ipecauanha*) পরিবর্তে একে ব্যবহার করা হয়। পাথুরি রোগেও এর ব্যবহার রয়েছে। পাতার রস ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে উপকারী। গনোরিয়া ও কানের ব্যথায় এর ব্যবহার হয়।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি। ফলক সূক্ষ্মাগ্র বা স্থূলাগ্র এবং কিছুটা রোমশ। পাতার বোঁটা ছোট, ফুল এককভাবে বা 2-3টি একসঙ্গে থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। জলের সংস্পর্শে পাকা ফল ফেটে বীজ বের হয়ে আসে।
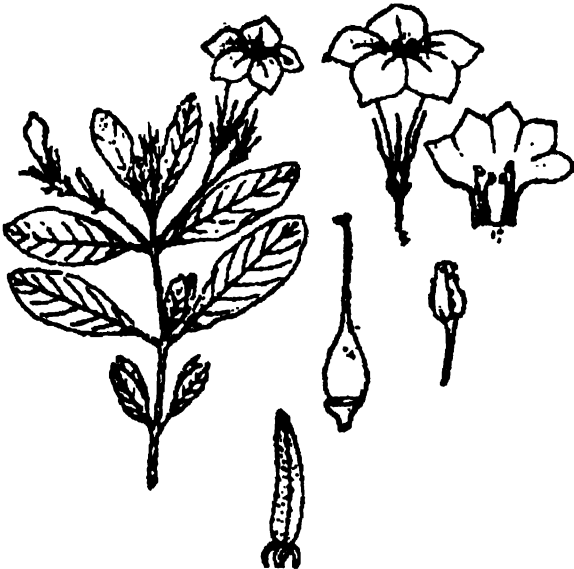
গোত্র ঃ Oxalidaceae

বন-নারাঙ্গা

Biophytum sensitivum (L.) DC.

স্থানীয় নাম ঃ বন-নারাঙ্গা/লাকচানা

সদর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে চাষের জমি বা পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা মূত্রকারক। পৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা নিবারণে এর পাতার ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলের ক্কাথ গনোরিয়া ও পাথুরি রোগে উপকারী। মূলের ছাই অগ্ন্যুদ্দীপক। বীজচূর্ণ ক্ষতের উপশম করে। বীজ মাখনের সঙ্গে ফোঁড়ায় দিলে ফোঁড়া ফেটে যায়।

বর্ণনা ঃ শাখাযুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ। পাতা যৌগিক পক্ষল। পাতাগুলি শাখার আগায় গুচ্ছাকারে থাকে। প্রতি পাতায় 7-15 জোড়া পত্রক থাকে। পাতার আগার দিকের পত্রক আকারে বড়। পত্রবৃন্তের গোড়া স্ফীত। ফুল শাখার আগায় অনেকটা ছত্রমঞ্জরীর মতো সাজানো থাকে। ফুলের রং হলুদ।
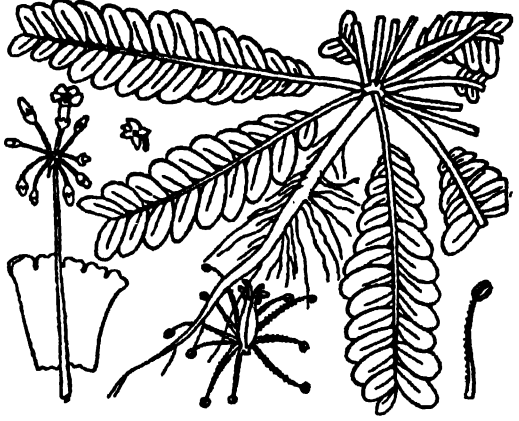
আমরুল

Oxalis corniculata L.

স্থানীয় নাম ঃ আমরুল

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমি এবং বাড়ির আশেপাশে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। ক্ষুধাবর্ধক, পেটের পীড়া, আমাশয় ও চর্মরোগে উপকারী। গাছটি

স্কার্ভি রোগ নিরাময়ের জন্য প্রসিদ্ধ। অজীর্ণতা রোগে টাটকা পাতার ঝোল ক্ষুধা বাড়ায় ও হজমে সাহায্য করে। থ্যাঁতলানো পাতা পায়ের কড়া দূর করে।

বর্ণনা ঃ শায়িত কাণ্ডের ছোট বীরুৎ জাতীয় গাছ, তবে ডালপালার মাথা একটু উপরের দিকে ওঠে। কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। পাতা করতলাকারে তিনটি পত্রকে বিভক্ত। পত্রকের অগ্রভাগ একটু খাঁজযুক্ত। কিনারা একটু রোমশ, হলুদ রঙের ফুল পাতার কক্ষে ছত্রপুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়।

গোত্র ঃ Hydrophylaceae

ঈষলাঙ্গুলা

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl.

স্থানীয় নাম ঃ ঈষলাঙ্গুলা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভিজে মাটি ও ধান জমিতে এই গাছ জন্মায়। কোনো কোনো সময় গাছটি দল বেঁধে থাকে।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজগুণযুক্ত। পেষণ করা পাতা ক্ষতে প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষত আরাম হয়। পাতা জীবাণুনাশক।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। বহু শাখাযুক্ত গাছটি 45 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা 2.5 - 5 x 5-6 সেমি। অনেকটা ভল্লাকৃতি, রোমহীন বা কিনারায় রোমযুক্ত। ফুল লাইলাক নীল রঙের। একক বা নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে পাতার কক্ষে জন্মায়। ফল ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুল।

গোত্র ঃ Cuscutaceae

আলোকলতা

Cuscuta reflexa Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ আলোকলতা / স্বর্ণলতা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছের উপর এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। বীজ ক্রিমিনাশক, হজমকারক এবং পেটের বায়ুনাশক।

গাছ রেচক। চুলকানিতে এর বাহ্যিক প্রয়োগে উপকারী। গাছের নির্যাস ক্ষত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যকৃতের দোষ নিবারণে কাণ্ড উপকারী।

বর্ণনা ঃ পাতাহীন লতানো পরগাছা। কাণ্ড হলুদ রঙের। ফুল এককভাবে বা রেসিম পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল প্রায় গোলাকার, ক্যাপসুল জাতীয়। প্রতি ফলে 4টি বা কম সংখ্যক কালো বীজ থাকে।

গোত্র ঃ Boraginaceae

হাতিশুঁড়া

Heliotropium indicum L.

স্থানীয় নাম ঃ হাতিশুঁড়া

পতিত জমি, ড্রেনের ধার, রাস্তার কিনারা এবং খারিফ ফসলে রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। গাছটি কষায়, তিক্ত ও মূত্রবর্ধক। পাতা ফোঁড়া, ঘা এবং যে কোনো কীট দংশনে উপকারী। স্থানীয়ভাবে ক্ষত ও দাঁতের ফোঁড়া নিরাময়ে এর ব্যবহার হয়। পাতার নির্যাস আমবাত ও জ্বরে, শেকড়ের নির্যাস জ্বর ও কাশিতে এবং ফলের নির্যাস হাঁপানি ও কুষ্ঠে উপকারী। চোখ ওঠায় পাতার রসের প্রলেপ উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কাণ্ড শাখান্বিত, রোমশ। পাতা সরল, একান্তর, ডিম্বাকৃতি, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা। পাতা উলের মতো নরম অথবা খসখসে। ফুল বৃশ্চিকাকার নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে, যা দেখতে হাতির শুঁড়ের মতো দেখায়। ফুল সাদা বা নীলাভ। মার্চ থেকে ডিসেম্বর ফুলের সময়।

গোত্র ঃ **Lamiaceae**

গোবরা

Anisomeles ovata R. Br. / *A. indica*

স্থানীয় নাম ঃ গোবরা/ গোবুরা

রাজ্যের সর্বত্র আগাছা হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি সংকোচক, হজমকারক ও টনিক গুণবিশিষ্ট। গাছ থেকে পাওয়া উদ্বায়ী তেল জরায়ু সংক্রান্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। ডিম্বাকৃতি সবৃন্তক পাতাগুলির কিনারা সভঙ্গ এবং করাতের মতো খাঁজকাটা। পাতার উপর দিকে রোম থাকে। ফুল পাতার কক্ষে বৃত্তাকারে সাজানো স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুলের রঙ নীলাভ বেগুনি। ফল নাটলেট। বীজ চকচকে ও মসৃণ কালো রঙের।

রক্তদ্রোণ

Leonorus sibricus L.

স্থানীয় নাম ঃ রক্তদ্রোণ

রাজ্যের সর্বত্র রাস্তার ধারে, নালা বা ড্রেনের পাশে এবং পতিত জমিতে এটি জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ও শিকড়ের রস জ্বরে উপকারী। শুকনো গাছ পরিবর্তক ও টনিক গুণযুক্ত। অনিয়মিত ঋতুস্রাবে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। পাতা সবৃন্তক। পক্ষবৎ বা করতলাকারে অতি খণ্ডিত। পাতার নীচের দিক একটু রোমশ। ছোট ছোট লাল ফুলগুলি বৃত্তাকারে সন্নিবদ্ধ অবস্থায় স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। পুষ্পচ্ছত্র অনেকটা কাঁটার মতো। ফল মসৃণ নাটলেট। (ছোট অবিদারী ফল)
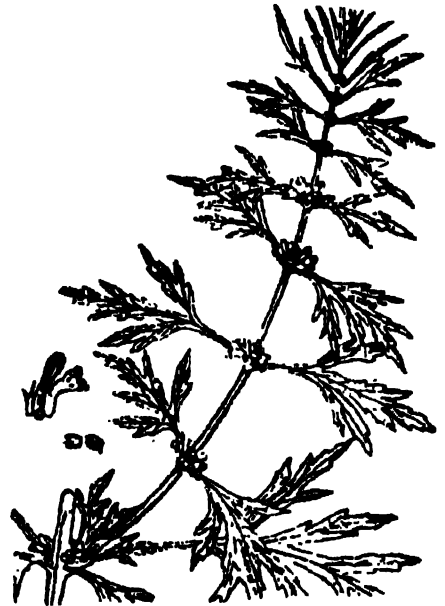
দ্রোণ পুষ্প

Leucas aspera Spreng

স্থানীয় নাম ঃ দ্রোণ / দণ্ডকলস / হলকসা

রাস্তার ধারে পতিত জমি ও ফসলের ক্ষেতে আগাছা হিসেবে রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক, কামলা রোগে এর ব্যবহার রয়েছে। এটি ক্রিমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্মকারক। দীর্ঘস্থায়ী বাতে এর পাতার ব্যবহার রয়েছে। সোরাইসিস ও অন্য চর্মরোগে পাতার রস বহিঃপ্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।
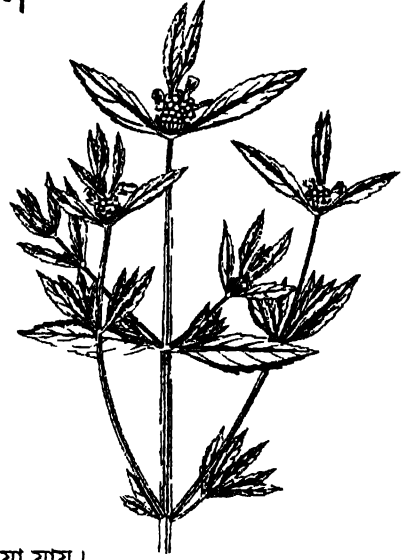
বর্ণনা ঃ বহুশাখা যুক্ত ছোট আকারের বীরুৎ জাতীয় গাছ। কাণ্ড কিছুটা রোমশ। পাতা প্রায় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, সরু, লম্বাটে অথবা আয়ত উপবৃত্তাকার। কিনারা কর্তিত। পাতার গোড়ার দিক ক্রমশ সরু। ফুল পাতার কক্ষে বা শাখার আগায় বৃত্তাকারে সাজানো। লম্বা সরু পুষ্পপত্রের কিনারা কুর্চযুক্ত। ফুল সাদা রঙের। বৃতি বাঁকানো, নলাকার। ফল বাদামি রঙের মসৃণগাত্র যুক্ত নাটলেট এবং তা স্থায়ী বৃত্তি দিয়ে ঢাকা থাকে।

অন্যকথা ঃ দ্রোণফুলের মধু হয়ত অনেকে খেয়েছেন। দেবপূজার বিশেষ করে শিব ও দুর্গা পূজায় এর ফুল অতি প্রশস্ত।

অন্য প্রজাতি ঃ *Leucas* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি *L. lavandulaefolia* Rees.। এ রাজ্যে পাওয়া যায়। উহা স্থানীয় ভাবে দ্রোণপুষ্প বা বড় ঘলঘসা নামে পরিচিত । এই গাছটির ভেষজগুণ *L. aspera*-র মতো। এর পাতা ডিম্বাকৃতি, কিনারা কর্তিত। বড় ঘলঘসার ফুলের বৃতি নলাকার, সোজা এবং পুষ্পপত্র বৃতি থেকে ছোট, কিন্তু *L. aspera*-র ফুলের বৃত্তি নলাকার বাঁকানো এবং পুষ্পপত্র বৃতির সমান লম্বা।

বিলি লোটন

Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f./ *M. parviflora* Benth.

স্থানীয় নাম ঃ এর স্থানীয় নাম জানা নেই। হিন্দিতে গাছটি বিলিলোটন নামে পরিচিত। রাজ্যের পশ্চিম জেলার সদর বিভাগে গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ প্রায় সমগ্র গাছটি ভেষজ গুণযুক্ত। পাতা ও কাণ্ড মস্তিষ্ক, যকৃৎ ও হৃদ্‌রোগে ব্যবহৃত হয়। বিষাক্ত কীট দংশনে ও গাছটি উপকারী। ফল হতে মস্তিষ্কের টনিক তৈরি হয়। বিষণ্ণ প্রকৃতিতেও ফল উপকারী। গাছটি দাঁতের মাড়ি শক্ত করে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

বর্ণনা ঃ ঋজু বীরুৎ। রোমশ বা রোমহীন। পাতা সভঙ্গ কিনারাযুক্ত ডিম্বাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার, বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। ফলক সূক্ষ্মাগ্র। ফুল সাদা বা হালকা নীল, আবর্ত বিন্যাসে থাকে।

পুদিনা

Mentha arvensis L

স্থানীয় নাম ঃ পুদিনা। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে। পুদিনাশাক স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণযুক্ত। শুকনো গাছ পেটফাঁপা নিবারক। মূত্রকর ও উত্তেজক এবং কামলা রোগ নিবারক। বমন, পেটের পীড়া, মাথাধরায় উপকারী। টাটকা ফলের গন্ধ মূর্ছানাশক। পুদিনাব রস অরুচি নিবারক।

বর্ণনা ঃ গন্ধযুক্ত বর্ষজীবী গাছ। পাতার বোঁটা ছোট, কিনারা দন্তুর। ফুল লাইলাক রঙের, ছোট গোছায় পাতার কক্ষে থাকে।

অন্য কথা ঃ টাটকা গাছের চাটনি অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। পুদিনার চাষ লাভজনক।
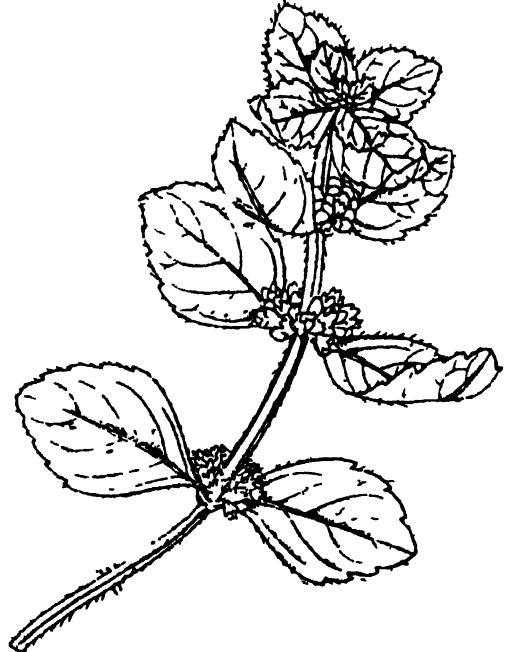
তুলসী

Ocimum tenuiflorum L./*O. sanctum* L.

স্থানীয় নাম ঃ তুলসী / কৃষ্ণ তুলসী

রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এই গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ পাতা, পাতার রস, শেকড়, বীজ প্রভৃতি ভেষজগুণযুক্ত। পাতা শ্লেষ্মা নিবারক। পাতার রস অগ্ন্যুদ্দীপক, শিশুদের যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও পাকাশয় পীড়ায় উপকারী। এটি ঘর্মকারক, রোগাক্রমণ প্রতিষেধক এবং পুরাতন কাশে উপকারী। কানের যন্ত্রণায় পাতার রসের ব্যবহার রয়েছে। বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। শেকড় ম্যালেরিয়া নাশক। কাঠ সাপের কামড় ও কাঁকড়াবিছার কামড়ে উপকারী। টাটকা পাতা ও গাছের ছাল থেঁতো করে ব্যবহারে মশার কামড়ে উপকার পাওয়া যায়।

বর্ণনা ঃ সুগন্ধযুক্ত গুল্ম জাতীয় গাছ। কোমল কাণ্ড রোমাবৃত। পাতা 2-4 সেমি লম্বা। অগ্রভাগ মোটা, বৃন্ত 1-2.5 সেমি লম্বা। পাতার কিনারা করাতের মতো কর্তিত। পুষ্পদণ্ড নরম। বীজ চ্যাপ্টা, মসৃণ এবং ফিকে লাল রঙের।

অন্য প্রজাতি ঃ রাজ্যে *Ocimum* গণভুক্ত ভেষজগুণ যুক্ত অন্য আরো কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়।

Ocimum basilicum L.

বাবুই তুলসী নামে পরিচিত এই গাছটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে, পতিত জমি প্রভৃতিতে জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গাছটির ফুল, বীজ, মূল ও পাতা ভেষজগুণযুক্ত, ফুল পেটের বায়ুনাশক, প্রস্রাব কারক, উত্তেজক ও স্নিগ্ধকর, বীজের ক্বাথ — গনোরিয়া, আমাশয় এবং পুরানো অগ্নিমান্দ্যে উপকারী। হুপিং কাশিতে পাতার রস উপকারী। ছোটদের পেটের রোগে মূল উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বীরুৎ , কাণ্ড ও শাখা সবুজ রঙের এবং কোমল রোমযুক্ত। পাতা গন্ধযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, দন্তুর। ফুল সাদা বা বেগুনি রঙের। বীজ কালো।

O. gratissimum L.

রামতুলসী নামে পরিচিত এই গাছটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে রাজ্যের কোথাও কোথাও চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ বিশেষ করে পাতা ও বীজ ভেষজ গুণযুক্ত। সুগন্ধযুক্ত এই গাছটির ধূমে বাত ও পক্ষাঘাত আরাম হয়। গাছের ক্বাথ ছোটদের মুখের ঘায়ে উপকারী। পাতার ক্বাথ ধ্বজভঙ্গে উপকারী, এটি গনোরিয়া আরামকারী। বীজ মাথাধরা ও স্নায়বিক রোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ এই গুল্মজাতীয় গাছটি 120 সেমি পর্যন্ত উঁচু হয়। কাণ্ড বহু শাখা ও প্রশাখা যুক্ত। পাতা 5-12 সেমি, ডিম্বাকৃতি, কিনারা কর্তিত। পুষ্পদণ্ড সরল। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ফল ছোট, চ্যাপ্টা, গোলাকার, বর্ষা ও শীতে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ গাছটির মশক তাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে।

পাংলা

Pogostemon parviflous Benth.

স্থানীয় নাম ঃ গাছটির স্থানীয় নাম জানা নেই। মারাঠি ভাষায় একে পাংলা বলে। রাজ্যের ধর্মনগর বিভাগে এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ও শেকড় ভেষজগুণযুক্ত। টাটকা পাতা ক্ষত পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শেকড় রক্তপাত বন্ধ করে। জননেন্দ্রিয়ের রক্তপাতে এর ব্যবহার রয়েছে। গাছটি সর্প ও বৃশ্চিক দংশনের প্রতিশেধক।

বর্ণনা ঃ বেগুনি রঙের কাণ্ডযুক্ত ছোট আকারের গুল্ম। পাতা ডিম্বাকার বা ডিম্বাকৃতি ভল্লাকার। কিনারা দন্তুর। ফুল ছোট স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। বৃতি বেগুনি রঙের। দলমণ্ডল সাদা। ফল খুব ছোট উপবৃত্তাকার নাট জাতীয়।

রাজ্যের দ্বিবীজপত্রী ভেষজ উদ্ভিদের আলোচনা এখানে শেষ হল।

রাজ্যের দ্বিবীজপত্রী ভেষজ উদ্ভিদের আলোচনার পর এবার শুরু হচ্ছে একবীজপত্রী উদ্ভিদ নিয়ে। এই শ্রেণীর বিভিন্ন গোত্রকেও সাজানো হয়েছে হাচিনসনের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে।

গোত্র ঃ Commelinaceae

কানছিড়ে

Commelina benghalensis L.

স্থানীয় নাম ঃ কানছিড়ে / কাঁশিরা / কানাই

রাজ্যের সর্বত্র পতিত জমিতে অথবা খারিফ ফসলে আগাছা হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছটি ভেষজগুণযুক্ত। গাছটি ধারক। কোষ্ঠবদ্ধতায় এর ব্যবহার রয়েছে। শিকড় মাথা বেদনা, জ্বর, পিত্তজ্বর ও সর্পবিষ নাশক। গাছটি কুষ্ঠ রোগে উপকারী। কোনো কোনো অঞ্চলে বন্ধ্যা মেয়েদের চিকিৎসায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ আলুলায়িত কাণ্ডের বীরুৎ জাতীয় গাছ। গাছের গোড়ার দিকে পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। পাতা উপবৃত্ত ডিম্বাকার। ফলকের গোড়ার দিক গোলাকার। পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক ও রোমশ। ফুল নীল রঙের নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। প্রতি ফলে পাঁচটি বীজ থাকে। বর্ষার শেষ থেকে শীতের আরম্ভ পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

অন্য কথা ঃ কচি গাছ অনেক সময় সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Bromeliaceae

আনারস

Ananas comosus (L.) Merr.

স্থানীয় নাম ঃ আনারস। রাজ্যের সর্বত্র ফলের জন্য এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ পাতা ও ফল ভেষজগুণ যুক্ত। পাতার রস ক্রিমিনাশক। অপক্ক ফল গর্ভপাতকারক। কাঁচা ফল কফ, পিত্ত ও অরুচি নাশক। পাকা ফল পেট ফাঁপা নিবারক ও

পুষ্টির অভাবজনিত রোগে হিতকর।

বর্ণনা ঃ পত্রময় কাণ্ড। পাতার কিনারা করাতের দাঁতের মতো কাঁটাযুক্ত। কাণ্ডের উপরিভাগে ফুল হয়। ফলের গায়ে অনেক চোখ আছে। একটি কাণ্ডে একটি ফল হয়। গরমের শেষে ও বর্ষায় ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ ফলের জন্য ত্রিপুরার আনারসের খ্যাতি দেশ জোড়া।
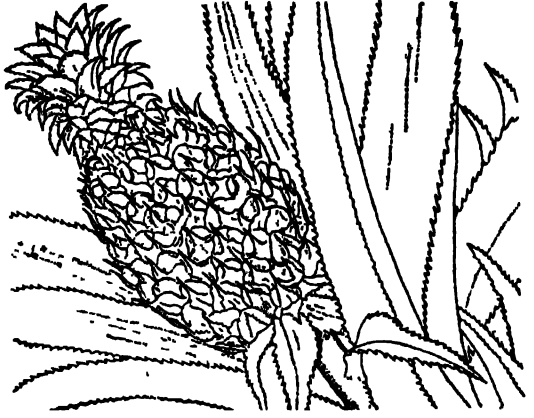
গোত্র ঃ Zingiberaceae

কুলাঞ্জন

Alpinia galanga (L.) Willd

স্থানীয় নাম ঃ কুলাঞ্জন / কুলঞ্জন

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিজে মাটিতে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। বাত, শ্বাসকষ্ট (বিশেষ করে শিশুদের) সর্দি প্রভৃতিতে উপকারী। হজমের গোলমালে এবং টনিক হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে।

কন্দমূল দুর্গন্ধ নাশক ও জীবাণুনাশক। আদার মতো এর উদ্দীপক গুণও রয়েছে।

বর্ণনা ঃ গ্রন্থিকন্দযুক্ত বীরুৎ কাণ্ড দুই মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বায়বীয় কাণ্ডে পাতা জন্মায়। পাতার উপরের দিক মসৃণ, নীচের দিক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পাতা 30-60 x 10-15 সেমি। ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে। পাপড়ি সাদা রঙের। ফল কমলা বা লালচে রঙের ক্যাপসুল।

অন্য কথা ঃ এর গ্রন্থিকন্দ থেকে এক প্রকার উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়। আমাদের দেশ হতে বিদেশে এর গ্রন্থিকন্দ রপ্তানি হয়ে থাকে।
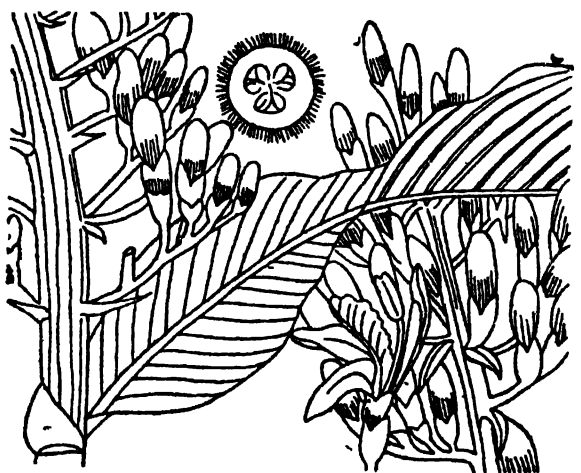
অন্য প্রজাতি ঃ কুলাঞ্জনের মতো ভেষজগুণ যুক্ত *Alpina* গণভুক্ত অন্য দুটি প্রজাতি এ রাজ্যে পাওয়া যায় । *A. allughas* Rose গাছটি স্থানীয়ভাবে 'তারা' নামে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ধর্মনগর বিভাগে জলাভূমিতে এই গাছ দেখা যায়। এর কাণ্ড সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

A.calcarata কুলাঞ্জনের মতো ভেষজ গুণের জন্য রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়।

কেউ

Costus speciosa (Koening) Smith

স্থানীয় নাম ঃ কেউ / বৈন্দুগী

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একটু ভিজে মাটিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি মৃদু কষায়, রেচক ও টনিক গুণযুক্ত। শেকড় ক্রিমিনাশক ও কামোৎপাদক গ্রন্থিকন্দ সর্দি, জ্বর, কাশি, পেটের পীড়া, ক্রিমি ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ থেকে পাওয়া স্টেরয়েড জাতীয় রাসায়নিকের উর্বরতা নাশ ক্ষমতা ও সন্ধি প্রদাহ প্রশমন ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থিকন্দ খিঁচুনি নিবারক, হৃদ্‌রোগ প্রশমক ও মূত্র বিবর্ধক।

বর্ণনা ঃ গ্রন্থি কন্দযুক্ত বীরুৎ। বায়বীয় কাণ্ড প্রায় 1.5 মিটার লম্বা। এবং তাতে বেশ কিছু পাতা থাকে। পাতা 15-30 সেমি লম্বা। প্রায় বৃন্তহীন আয়তাকার বা আয়তাকৃতির রোমশ। বড় আকারের ফুল কাণ্ডের আগায় গোল বা ডিম্বাকার স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। ফুলের পাপড়ি সাদা ও লম্বা। বর্ষার শেষভাগে ফুল এবং পরে ফল হয়। বীজ কালো রঙের।

আমাদা

Curcuma amada Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ আমাদা / আমআদা

রাজ্যের বনভূমি বা পতিত জমিতে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণযুক্ত। উহা হজমকারক। পেটের বায়ুনাশক, রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, অর্শ ও শূলরোগে হিতকর।

বর্ণনা ঃ আদাব মতো গ্রন্থিকন্দ যুক্ত বীরুৎ। গ্রন্থিকন্দ হালকা হলুদ রঙের। গুচ্ছমূলের প্রান্ত স্ফীত কাণ্ডে রূপান্তরিত পাতা থাকে। পাতা 40-60 x 12-17 সেমি আয়তাকার / আয়ত উপবৃত্তাকার / উপভল্লাকাব। পাতার কিনারা সাদা। হলুদ রঙের ফুল ভৌম দণ্ডের আগায় স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। ফল গোলাকার ক্যাপসুল।

অন্য কথা ঃ আমাদা আচাবের মশলা হিসেবে বা চাটনিতে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হলুদ

Curcuma domestica Veleton / *C. longa* L.

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হলুদের চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ গ্রন্থিকন্দ ভেষজগুণযুক্ত। এটি রক্ত পরিষ্কারক। রোগের পুনরাক্রমণ নিবারক। পেটের বায়ুনাশক ও রসায়ন, বলকারক। আঘাত ও শিরার যন্ত্রণায় বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। টাটকা রস ক্রিমিনাশক ও নানা চর্মরোগে উপকারী। কন্দের ক্বাথ সন্ধি যন্ত্রণায় উপকারী। হলুদ দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে সেই দুধ চিনি সহ খেলে শৈত্য জনিত সর্দি আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ। কন্দ লম্বা, গোলাকার গাঁটযুক্ত। পাতা 30-35 সেমি লম্বা। পুষ্পদণ্ড

10-15 সেমি লম্বা। ফল ফিকে সবুজ ও হলুদ রঙের। বর্ষায় ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ মশলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এর প্রচুর চাষ হয়।

শঠী

Curcuma zeodaria Rose.

স্থানীয় নাম ঃ শঠী / শটী

রাজ্যের অনেক সস্থানে পতিত জমি ও খোলা বনভূমিতে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ এর কন্দ অগ্ন্যুদ্দীপক। স্নিগ্ধকর উত্তেজক, পেটের বায়ু নাশক।

বর্ণনা ঃ গ্রন্থিকন্দযুক্ত বীরুৎ। গ্রন্থিকন্দ হলুদ বা খড়ের রঙের মতো। শীতে গাছের মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে যায়। বর্ষার শুরুতে মাটির নীচের গ্রন্থিকন্দ হতে ফুল ও পাতা বের হয়। পাতা লম্বা বোঁটাযুক্ত। সবুজ ফলকেয় নীচের দিকে অল্প খয়েরি রঙের দাগ থাকে। ফুল স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে। মঞ্জরীপত্র ছোট। ফল ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুল।

অন্যকথা ঃ শঠীর পালো শিশুখাদ্য, পিঠে তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। আবির তৈরিতেও এর ব্যবহার হয়।

চন্দ্রমূলা

Kaempferia galanga L.

স্থানীয় নাম ঃ চন্দ্রমূলা / একাঙ্গী

রাজ্যের সদর বিভাগে কোথাও কোথাও এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজ গুণযুক্ত। এটি অগ্ন্যুদ্দীপক, পেটের বায়ু নাশক, রসায়ন, উত্তেজক। শ্লেষ্মানিঃসারক, যকৃতের যন্ত্রণা, বমি, উদরাময় প্রদাহ প্রভৃতিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী গাছ। গ্রন্থিকন্দ হলুদের মতো তবে আকারে ছোট এবং ঘন চক্রাকার গ্রন্থিযুক্ত। পাতার বোঁটা ছোট।। মাটির উপর চারদিকে ছড়ানো থাকে। ফলক গাঢ় সবুজ, প্রায় গোলাকার, 7-15 সেমি লম্বা, ফুল গন্ধযুক্ত, সাদা, স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে থাকে।

অন্য কথা ঃ এর সুগন্ধযুক্ত কন্দের বাজারে চাহিদা রয়েছে। পশ্চিম ভারতে কর্পূর কচুরি নামে এটি বাজারে বিক্রি হয়। মেয়েরা মাথা ধরায় অনেক সময় এর ব্যবহার করে।

অন্য প্রজাতি ঃ *Kaempferia* গণভুক্ত অন্য দুটি প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ রাজ্যে পাওয়া যায়। *K. angustifolia* Rosc. মধুনির্বিষা নামে পরিচিত। এর মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই কাণ্ডশূন্য গাছটির পাতা 15-20 সেমি লম্বা এবং প্রায় তিন সেমি চওড়া। ফুল খুব কম হয়। সাদা রঙের।

K. rotunda L. ভুঁই চাঁপা নামে পরিচিত। রাজ্যের সদর বিভাগের কোনো কোনো বাড়িতে এর চাষ হয়। কন্দমূল যুক্ত বীরুৎ, কন্দমূল অগ্ন্যুদ্দীপক। ফোলা কমানোর জন্য এর ব্যবহার রয়েছে। পুলটিস হিসেবে ব্যবহারে ফোড়া তাড়াতাড়ি পেকে যায়। মৃদ্গত কাণ্ডের এই বীরুতের পাতা 25-30 সেমি লম্বা এবং 9-10 সেমি চওড়া, ফুল গন্ধ যুক্ত। সাদা, গাঢ় পীত ও বেগুনি রং যুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়।

আদা

Zingiber officinale Rosc.

স্থানীয় নাম ঃ আদা

রাজ্যের সর্বত্র এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি উদ্দীপক, পেটের বায়ুনাশক, হজমকারক। অজীর্ণতা, পেট ফাঁপা, শূলবেদনা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। অন্য ভেষজ সহযোগে বিভিন্ন টনিক ও

উদ্দীপক ঔষধ প্রস্তুতে আদার ব্যবহার হয়ে থাকে। হাঁপানি, সর্দি, বুক ধড়ফড়ানি, শোথ,বাত ও অর্শরোগে হিতকর।

বর্ণনা ঃ গ্রন্থিকন্দ যুক্ত বীরুৎ। কাণ্ড এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। দ্বিসারী বিন্যস্ত পাতা সরু, ভল্লাকার। পত্রমূল কাণ্ড বেষ্টক। গাছে ফুল খুব কম দেখা যায় এবং বীজ দেখা যায় না।

অন্য কথা ঃ মশলা হিসেবে আদার প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। শুকনো আদা শুঁঠ নামে পরিচিত এবং তা বিদেশে রপ্তানি হয়।

মহাবরী বচ

Zingiber zerumbet (L) Smith

স্থানীয় নাম ঃ মহাবরী বচ

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এর কন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। আদাব বিকল্প হিসেবে এব ব্যবহার হযে থাকে। শুকনো কাশি, হাঁপানি, অজীর্ণ, পেট ফাঁপায় উপকারী। ঘুংড়ি কাশিতে বচচূর্ণ মুখে রাখলে কাশির উপশম হয়। শিশুদের পেট ফাঁপা ও অজীর্ণে নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

বর্ণনা ঃ কন্দমূল যুক্ত বীরুৎ। কন্দ আকারে বড় এবং এর অভ্যন্তর পীত বর্ণেব। পাতা 25-30 সেমি লম্বা এবং 5-7 সেমি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। পুষ্পদণ্ড 7-10 সেমি লম্বা, ফুল ফিকে রঙের , অগ্রভাগ কালো রঙের, ফল 2 সেমি লম্বা। বীজ কালো। বর্ষার শেষে ফুল হয়।

গোত্র ঃ Liliaceae

ঘৃতকুমারী

Aloe barbadensis Mill./ *A. vera* L.

স্থানীয় নাম ঃ ঘৃতকুমারী। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ করা হয়। অনেকে বাড়িতে টবেও এ গাছ লাগায়।

ব্যবহার ঃ পাতা, পাতার শুকনো রস ভেষজ গুণ যুক্ত। এটি অগ্ন্যুদ্দীপক, বিরেচক, ঋতুস্রাব কারক, ক্রিমি নাশক, অর্শ ও মলদ্বারে যন্ত্রণায় উপকারী। শুকনো রস কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকারী। টাটকা রস স্নিগ্ধ, জ্বরে উপকারী। ঘৃতকুমারী যকৃতের ক্রিয়া বর্ধক। এর রস হতে মুসাব্বর তৈরি হয়। মুসাব্বর উত্তেজক. গর্ভস্রাব কারক এবং মেয়েদের স্তন্য বর্ধক।
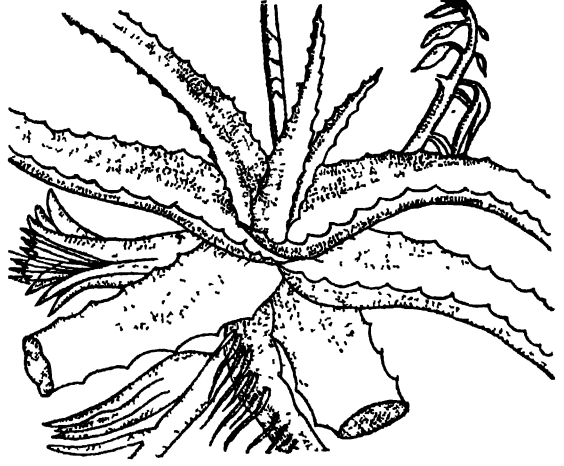
বর্ণনা ঃ বীরুৎ। পাতা লম্বা ও কিনারায় কাঁটা থাকে। পাতার ভিতর থেকে প্রচুর রস বের হয়। পুষ্পদণ্ড লম্বা কাঠির মতো। শীতের শেষে গাছে ফুল ও ফল হয়।

শতমূলী

Asperagus racemosus Willd.

স্থানীয় নাম ঃ শতমূলী / শতাবরী রাজ্যের বনভূমিতে কদাচিৎ এই গাছ জন্মায়। কেউ কেউ বাড়িতে এর চাষ করে থাকেন।

ব্যবহার ঃ মূল ভেষজ গুণ যুক্ত। এটি উত্তাপনাশক, স্নিগ্ধকর। প্রস্রাবকারক, কামোদ্দীপক, উদরাময় নাশক, আমাশয়

প্রতিষেধক, স্তন্য দুধ বর্ধক। এই ভেষজ যোগে শতাবরী তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়। বলকারক রূপে শতমূলী শুক্রক্ষয়জ দৌর্বল্যে এবং ক্ষয়কারক রোগে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষারোহী লতা। অনেক শাখা প্রশাখা যুক্ত। স্ফীত গুচ্ছমূল যুক্ত। কাঁটা সরল বা বক্র। পাতা ছোট, রূপান্তরিত 1-2.5 সেমি লম্বা সূচ্যাকার। ফুল গন্ধযুক্ত সাদা। ফল বেরি জাতীয় গোল। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

বন পেঁয়াজ

Asphodelus tenuifolius Cav.

স্থানীয় নাম ঃ জংলী পেঁয়াজ / বন পেঁয়াজ

রাজ্যের সদর বিভাগের কোনো কোনো স্থানে গাছটি দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ মূত্রকারক। ক্ষত ও স্ফীতিতে বহিঃপ্রয়োগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী বীরুৎ, মূলজপত্র নলাকার। ছোট ছোট ফুল পত্রশূন্য ভৌমকাণ্ডের উপর নিয়ত পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। পুষ্পপুট পাপড়ির মতো। ফল গোলাকার ক্যাপসুল।

ওলট-চণ্ডাল

Gloriosa superba L.

স্থানীয় নাম ঃ ওলট-চণ্ডাল / লাঙ্গলিকা

রাজ্যের আগরতলা ও কৈলাসহরে কোনো কোনো স্থানে এর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ মূল, লতা ভেষজ গুণ যুক্ত, তবে বিষাক্ত হওয়ার কারণে সাবধানে ব্যবহার করা দরকার। মূল বিরেচক। পিত্ত নিঃসারক, ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠ ও চামড়ার অসাড়ত্বে উপকারী। অর্শ, সর্পবিষ ও কাঁকড়া বিছার বিষে উপকারী। মূলের ক্বাথ গনোরিয়ায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষারোহী লতানো গাছ, মূল আলুর মতো। পাতার অগ্রভাগ আকর্ষে পরিণত। পাতা বৃন্তহীন। ফুল প্রথমে সবুজ, পরে পীত বর্ণ। বর্ষায় ফুল ফল হয়।
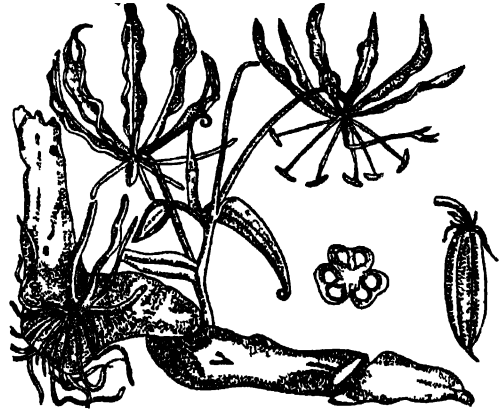
গোত্র ঃ Smilaceae

কুমারিকা

Smilax zeylanica L. / *S. macrophylla*

স্থানীয় নাম ঃ কুমারিকা / কোমাইরালতা

রাজ্যের বনভূমি এবং জুম চাষের জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গাছের মূল যৌন রোগ চিকিৎসায় অনন্তমূলের (*Hemidesmus indicus*) পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সিফিলিস গনোরিয়া এবং রক্তশূন্য আমাশয়ে ইহা উপকারী। সাঁওতালরা বাতের চিকিৎসায় এর ব্যবহার করে থাকে।

বর্ণনা ঃ বড় আকাবের কাঁটা যুক্ত লতানো গাছ। গাছের যে শাখায় ফুল হয় তাতে কাঁটা থাকে না। পাতা 15-30 x 12-30 সেমি। আকার বিভিন্ন, ভল্লাকার হতে আয়তাকার বা অনেকটা গোল। ফলকের গোড়া ক্রমশ সরু/ তাম্বুলাকার/ গোল। শিরাবিন্যাস জালিকাকাব। উপপত্র আকর্ষে রূপান্তরিত এবং পাতাব বোঁটার সঙ্গে যুক্ত। ফুল ছত্রমঞ্জরীতে থাকে। ফল গোলাকার বেরি জাতীয়। প্রতি ফলে 1-3 টি বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল এবং শীতে ফল হয়।

গোত্র ঃ Araceae

বচ
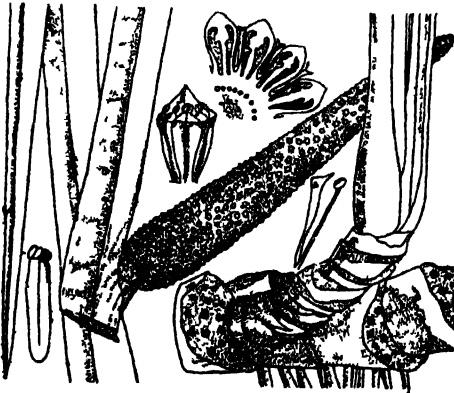
Acoros calamus L.

স্থানীয় নাম ঃ বচ / শ্বেতবচ / ঘোড়াবচ

রাজ্যের জলাভূমি অঞ্চলে কদাচিৎ এই গাছ বুনো অবস্থায় পাওয়া যায়। আজকাল কোথাও কোথাও এর কিছু চাষ হচ্ছে।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি বমন কারক, অগ্ন্যুদ্দীপক। অগ্নিমান্দ্য, শূল, অবিরাম জ্বর, পুরাতন সর্দি, কাশি, শিশুদের

আমাশয়ে উপকারী। এটি স্নায়বিক টনিক ।

বর্ণনা ঃ সুগন্ধযুক্ত জলাভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ। এর কন্দমূল আদার মত মাটির মধ্যে লতিয়ে যায়। পাতা 8-15 সেমি লম্বা, 2-4 সেমি চওড়া, আগা সরু, কিনারা সোজা। কন্দমূল গাঁট যুক্ত। বর্ষায় ফুল হয়, পরে ফল হয়।

মানকচু

Alocasia indica (Roxb.) Schott

স্থানীয় নাম ঃ মানকচু / বড় কচু

রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চলে বাড়িতে মানকচুর চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ কন্দ ও পত্রবৃন্ত ভেষজগুণ যুক্ত। কন্দ মৃদু বিরেচক, মূত্রকর, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও স্থানীয় শোথে উপকাবী। মানকচু পুষ্টিকর। পাতা রক্ত শোধক ও সঙ্কোচক।

বর্ণনা ঃ মোটা কন্দযুক্ত উদ্ভিদ। কাণ্ড প্রায় 2 মিটার লম্বা হয়ে থাকে। পাতা মানকাকার, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। বোঁটা শক্ত ও লম্বা পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক। শীতের শুরুতে গাছে ফুল হয়। গাছ লাগানোর বেশ কয়েক বছব পর ফ্ল আসে।

অন্য কথা ঃ কন্দমূল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ওল

Amorphophalus campanulatus BI ex Decne

স্থানীয় নাম ঃ ওল/ শূরণ/ বাতামা

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে সবজির জন্য ওল চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি অগ্ন্যুদ্দীপক, রসায়ন, পুষ্টিকর, পেটের বায়ু নাশক, অর্শ, আমাশয় ও নতুন বাতে উপকারী। ওলের টাটকা রস সর্দি নিবারক, বাতের যন্ত্রণায় হিতকর। ওলের শিকড় ফোঁড়া ও চক্ষু রোগে হিতকর।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী, কন্দ 50-60 সেমি, গোলাকার, গাছের ডাঁটা 35-90 সেমি লম্বা হয়। কাণ্ডের উপর ছত্রাকার পাতা জন্মায়। পাতা গোড়ার দিকে তিন ভাগে বিভক্ত, 30-90 সেমি চওড়া। ফুল স্পাডিক্স পুষ্প বিন্যাসে থাকে, ফল লাল রঙের, 2-3 টি বীজ যুক্ত।

অন্য কথা ঃ সবজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ওলের চাষ হয়ে থাকে।

কচু

Colocasia esculanta (L.) Schott / C.*antiquorum*

স্থানীয় নাম ঃ কচু /মুখী

রাজ্যে প্রচুর মুখির চাষ হয়। বুনো কচুও রাজ্যে অনেক পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দ ও ডাঁটা ভেষজগুণযুক্ত। কন্দের রস টাকে, কাঁকড়া বিছার কামড়ে ও বোলতার বিষে উপকারী। পাতার রস রক্ত বন্ধকারক ও উত্তেজক। কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণ মিশিয়ে কুঁচকি ও বাগিতে দিলে তা বসে যায়।
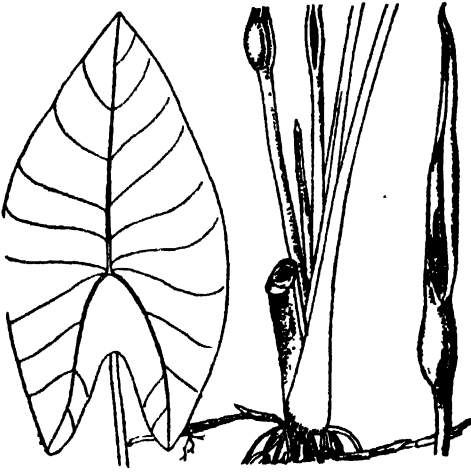
বর্ণনা ঃ মৃদ্‌গত কাণ্ডের বীরুৎ। মূলদেশের চারদিকে কচু/ মুখী জন্মায়। পাতা বড়, ছত্রবদ্ধ, ফলকের গোড়ার দিক দুটি ত্রিভুজাকার খণ্ডে বিভক্ত। ডাঁটা 30-45 সেমি লম্বা। মঞ্জরীদণ্ড 60-120 সেমি লম্বা, পুষ্পবিন্যাস চমসা মঞ্জরী।

অন্য কথা ঃ এর কন্দ, পাতা ও পত্রদণ্ড সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টোকাপানা

Pistia stratioites L.

স্থানীয় নাম ঃ টোকাপানা / বড়পানা

রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়ে ভাসমান এই গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজগুণ যুক্ত। গাছ স্নিগ্ধকর, উত্তাপ নাশক। মূল বিরেচক ও প্রস্রাব কারক। পাতা অর্শে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস নারকেল তেলের সঙ্গে

মিশিয়ে পুরাতন চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। পাতার ছাই ক্রিমিনাশক।

বর্ণনা ঃ বক্র ধাবকযুক্ত ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ। পাতা 2.5 -10 সেমি লম্বা, বিডিম্বাকার, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড বৃন্তহীন। স্ত্রী পুষ্পদণ্ডে একটি ফুল থাকে। গরমের সময় ফুল ও বর্ষার শেষে ফল হয়।

গজ পিপুল

Scindapsus officinalis Schott

স্থানীয় নাম ঃ গজ পিপুল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বৃক্ষারোহী লতা দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজ গুণযুক্ত। শুকনো ফল উত্তেজক, ঘর্মকারক, কামোদ্দীপক ও ক্রিমিনাশক। বাতে বাহ্যিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষারোহী গাছের পাতা 20-25 × 12-15 সেমি। ডাঁটার দুই দিকে একটির পর একটি পাতা সাজানো থাকে। ফলক প্রায় বর্তুলাকার, দীর্ঘাগ্র। ফল মাংসল, বিপিরামিডাকৃতি গুচ্ছ বেরি।

ঘেঁট কচু

Typhonium trilobatum Schott

স্থানীয় নাম ঃ ঘেঁট কচু / খারকন

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে ছায়াযুক্ত পতিত জমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দমূল ভেষজগুণ যুক্ত। উত্তেজক এবং অর্শে উপকারী।

বর্ণনা ঃ প্রায় গোলাকার কন্দমূলযুক্ত বীরুৎ। পাতা 7-20 সেমি লম্বা এবং প্রায় সমপরিমাণ চওড়া। মানকপত্রাকার। ফলক তিন ভাগে বিভক্ত। পাতার বোঁটা প্রায় 30 সেমি লম্বা। পুষ্পবিন্যাস স্পেডিক্স এবং সেটি মঞ্জরীপত্র থেকে লম্বা। বর্ষায় ফুল এবং পরে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ কন্দমূল ও পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Amaryllidaceae

রসুন

Allium sativum L.

স্থানীয় নাম ঃ রসুন

রাজ্যে সামান্য পরিমাণে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। এটি হজমকারক, কামোদ্দীপক, কফনিঃসারক, বায়ুনাশক, গুরুপাক। কাশি, অবিরাম জ্বর প্রভৃতিতে উপকারী। কন্দরস, চর্মরোগ, কান ব্যথা, হজমের গোলমাল, পেট ফাঁপা, শূল বেদনা প্রভৃতিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ছোট বীরুৎ। কন্দ যৌগিক, সাদা আবরণে ঢাকা, পাতা চ্যাপ্টা। পুষ্পকাণ্ড কন্দের মধ্যস্থল থেকে বের হয়। উহা বেশ নরম। পুষ্পকাণ্ডের মস্তকে গুচ্ছবদ্ধ সাদা ফুল থাকে। শীতে ফুল ও ফল হয়।

অন্য কথা ঃ মশলা হিসেবে এর কন্দের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

অন্য প্রজাতি ঃ *Allium* গণভুক্ত অন্য একটি প্রজাতি পেঁয়াজ *A. cepa* L.। এ রাজ্যে এর বেশ চাষ হয়। মশলা হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার হয়। এছাড়াও এর ভেষজগুণ রয়েছে। কন্দ উদ্দীপক, মূত্রবর্ধক, কামোদ্দীপক। পেট ফাঁপা, পেটের পীড়ায় এর ব্যবহার রয়েছে। কখনো কখনো জ্বর, শোথ ও সর্দিতে পেঁয়াজের ব্যবহার হয়ে থাকে।
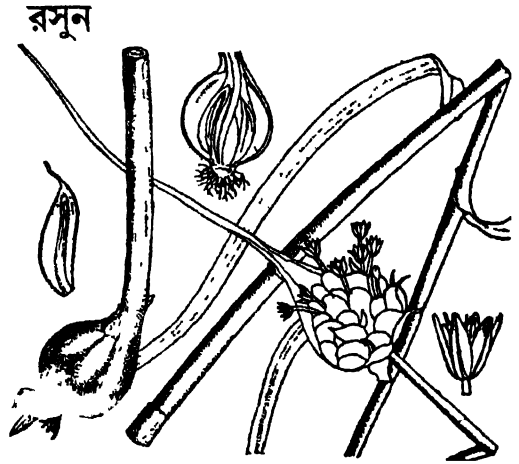
গোত্র ঃ **Iridaceae**

দশবাই চণ্ডী

Belamcanda chinensis (L.) DC.

স্থানীয় নাম ঃ দশবাই চণ্ডী

রাজ্যে কোথাও কোথাও ফুলের জন্য বাগানে লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ চীনদেশীয় মেটিরিয়া মেডিকাতে এর কন্দ একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। এটি বক্ষ ও যকৃৎ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মৃদু বিরেচক। বায়ু পিত্ত ও কফ সাম্য অবস্থায় এনে রক্ত পরিষ্কার করে। কণ্ঠ ও কণ্ঠনালী রোগে ব্যবহৃত হয়।
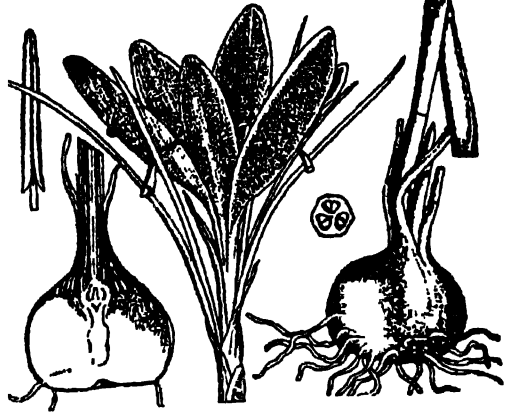
বর্ণনা ঃ কাণ্ড সবল ও পত্রময। পাতা লম্বা, অসি ফলাকার, ফুলেব বোঁটা লম্বা, পাপড়িতে লালচে দাগ রয়েছে। বর্ষায ফুল ও ফল হয।

গোত্র ঃ Dioscoriaceae

বনালু

Dioscorea bulbifera L. var. *bulbifera L*

স্থানীয় নাম ঃ বনালু

রাজ্যের বনভূমি ও গ্রামাঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ স্ফীতকন্দ ভেষজগুণ যুক্ত। শুকনো কন্দচূর্ণ ক্ষত, অর্শ, পেটের পীড়া, সিফিলিস প্রভৃতি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ লতানো গাছ। বামাবর্ত রোহিণী। পাতার কক্ষে আঁচিল-যুক্ত বুলবিল থাকে। পাতা সরল, কাঁটাহীন, তাম্বুলাকার, 5টি শিরা কাণ্ডে কখনো কখনো পাখার মতো

উপবৃদ্ধি দেখা যায়। পুষ্পিত শাখা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। ফুল একলিঙ্গ। ফল চতুষ্কোণাকার ক্যাপসুল।

অন্য কথা ঃ এর স্ফীতকন্দ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাপানে এই কন্দ থেকে শর্করা প্রস্তুত হয়।

অন্য প্রজাতি ঃ রাজ্যে পাওয়া *Dioscorea* গণভুক্ত ভেষজগুণ বিশিষ্ট অন্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে *D. alata* L. খাম আলু। এর কন্দ ক্রিমি নাশক, কুষ্ঠ, অর্শ গনোরিয়ায় এর ব্যবহার রয়েছে।

D. pentaphylla L. কাঁটা আলু বা ঝুনঝুন লতা নামে পরিচিত। রাজ্যের বনাঞ্চলে সর্বত্র এই গাছ জন্মায়। এর স্ফীতকন্দ টনিক গুণযুক্ত। ফোলা নাশে এর ব্যবহার রয়েছে। আলু অতিশয় বলকারক।

গোত্র ঃ **Agavaceac**

মুর্গা

Agave cantala Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ মুর্গা / বিলাতি আনারস

শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে রাজ্যের অনেক স্থানে বাগানে লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ শিকড় ও পাতা ভেষজগুণ যুক্ত। শিকড় মুত্রকর ও গণোরিয়া নিবারক। পাতা পুলটিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস বিরেচক, মুত্রকর ও ঋতুকারক। চর্মরোগেও এর ব্যবহার হয়।

বর্ণনা ঃ গুল্ম জাতীয় গাছ। লম্বা পুরু পাতা গুঁড়ির চারদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট। পাতার কিনারায় শক্ত কালো/ধূসর বর্ণের কাঁটা থাকে। পাতার অগ্রভাগ ছুঁচালো। পুষ্পদণ্ড পত্রগুচ্ছের মধ্য থেকে বের হয়। এটি দেখতে বাঁশের মতো। শীতের শুরুতে ফুল এবং পরে ফল হয়।

মুর্বা

Sansveieria roxburghiana Schult. f.

স্থানীয় নাম ঃ মুর্বা/ আনারস পাতা বাহার। রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে বাগানে এই গাছের চাষ করা হয়।

ব্যবহার ঃ কাণ্ড ও মূল ভেষজগুণ যুক্ত। এটি বিরেচক, মিষ্টি, গুরুপাক, বলকারক, হৃদ্‌রোগ নাশক। গনোরিয়া, বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকারক। পাঁচড়া ও কুষ্ঠ নাশক এবং জ্বর ও বাতঘ্ন।
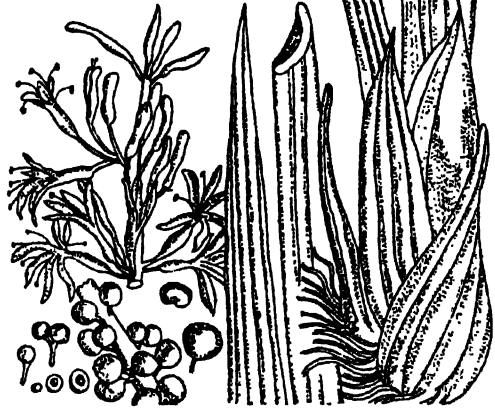
বর্ণনা ঃ শক্ত কাণ্ড যুক্ত বীরুৎ। পাতা ফিকে সবুজ, লম্বাটে সরু অসিফলকাকার, মাংসল। পাতার অগ্রভাগ কাঁটার মতো ছুঁচালো। ফুল হলদে আভা যুক্ত বা সাদা রঙের। বর্ষার শেষে গাছে ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ পাতা হতে পাওয়া তন্তু নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র ঃ Arecaceae/ Palmae

সুপারি

Areca catechu L.

স্থানীয় নাম ঃ সুপারি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত গ্রামের বাড়িতে সুপারির চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ ফল ভেষজগুণ যুক্ত। এটি কামোদ্দীপক, মূত্রপথের সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক ও স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারী। এছাড়া পশুদের ফিতা ক্রিমিতে ও সর্পদংশনে উপকারী। কাঁচা সুপারি ধারক। পোড়া সুপারির গুঁড়া দাঁতের বেদনা আরাম করে। সুপারির কচি পাতার রস তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করলে কটিবাত আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ ডালপালাহীন 9-12 মিটার লম্বা বৃক্ষ। পাতা 1.25 মি-3 মিটার লম্বা, যৌগিক, পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক। পুষ্পদণ্ড শক্ত, অনেক শাখাযুক্ত। কাঁদিতে অনেক ফল হয়। ফলে ছোবড়া থাকে। পাকা ফল লেবু রঙের বা লালচে রঙের।

অন্য কথা ঃ পানের সঙ্গে খাওয়ার জন্য সুপারির ব্যবহার হয়।

তাল

Borassus flabellifer L.

স্থানীয় নাম ঃ তাল

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুকুর বা অন্য জলাশয়ের ধারে তাল গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ মূল, গাছের রস এবং তাল শাঁস ভেষজগুণ যুক্ত। তালের রস স্নিগ্ধতা কারক, উত্তেজক ও শ্লেষ্মানাশক, মূত্রকর, তাল শাঁস পুষ্টি কারক, স্নিগ্ধকর। এটি পেট কামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শিকড়ের গুঁড়া শরীরের বলবৃদ্ধি করে। সবুজ পাতার রস সর্পদংশনে হিতকর।
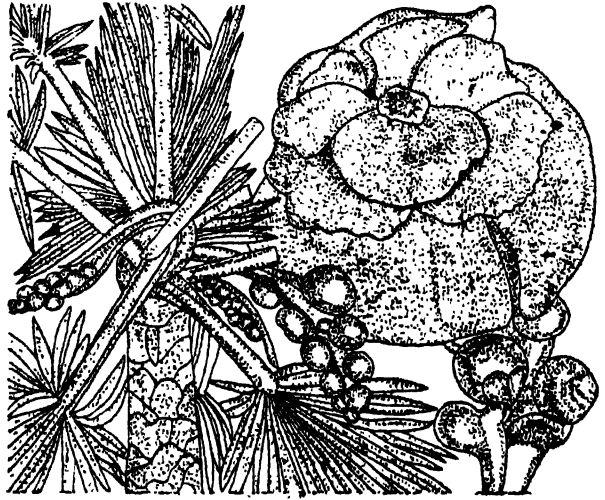
বর্ণনা ঃ শাখা প্রশাখাহীন বড় গাছ। পাতা বড় 150-300 সেমি, আকৃতি পাখার ন্যায়। পাতা চামড়ার মতো শক্ত এবং তাতে অনেক উঁচু শিরা রয়েছে। পত্রবৃন্তের কিনারায় করাতের মতো শক্ত কালো দাঁত রয়েছে। একলিঙ্গ গাছ, স্ত্রী গাছে ফল হয়। প্রতি গুচ্ছে 15-20টি তাল হয়। পাকা ফল কালো বা হলুদ রঙের। প্রতি ফলে তিনটি বীজ থাকে। বসন্তে গাছে ফুল হয়, বর্ষার শেষে তাল পাকে।

অন্যকথা ঃ তালের রস, পাকা তালের শাঁস, তালের আঁটির শাঁস, তালমিছরি, তালগুড় প্রভৃতি উত্তম খাদ্য।

ছাঁচিবেত
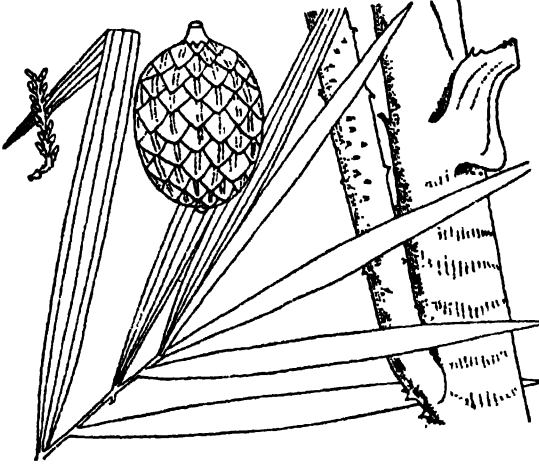
Calamus tenuis Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ ছাঁচিবেত/সাঞ্চিবেত

মধ্য ত্রিপুরার জলাভূমি অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ মূল ও পাতা ভেষজ গুণযুক্ত। পুরানো জ্বরে উপকারী। শ্বাস কষ্ট দূর করে। পাতা রক্ত সম্বন্ধীয় রোগে উপকারী। কামলায় এর ব্যবহার হয়। কচি পাতা শোথ রোগে শাকরূপে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ লতানে গাছ, গাছে অনেক কাঁটা থাকে। এই বেত কখনো কখনো 50-100 মিটার লম্বা হয়। পাতা 45-60 সেমি লম্বা যৌগিক। পত্রকগুলি আগার দিকে ক্রমশ ছোট। ফল গোল, বীজ মসৃণ। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল ফুলের সময়।

অন্য কথা ঃ বেড়ানোর ছড়ি, ঝুড়ি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতে বেতের ব্যবহার রয়েছে।

বড় বেত

Calamus viminalis Willd

স্থানীয় নাম ঃ বড়বেত/গোল্লাবেত। মধ্য ত্রিপুরায় এই বেত জন্মায়।
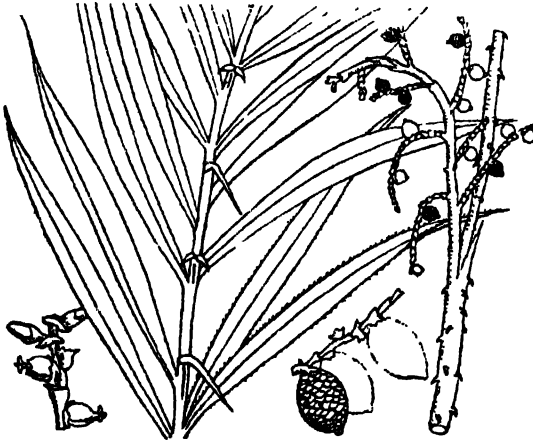
ব্যবহার ঃ ছাঁচি বেতের মতো একই ভেষজ গুণ যুক্ত।

বর্ণনা ঃ এটি ও লতানো গাছ এবং গাছে বাঁকানো কাঁটা থাকে। যৌগিক পত্রে পত্রাবরণ থেকে flagallum (কাঁটা যুক্ত লেজ) বের হয়। ফল প্রায় গোলাকার। বীজ আয়তাকার মসৃণ। বর্ষায় ফুল এবং পরে ফল হয়।

নারিকেল

Cocos nucifera L.

স্থানীয় নাম ঃ নারিকেল

রাজ্যে প্রচুর নারকেলের চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজগুণযুক্ত। মূল মূত্রকর, সঙ্কোচক এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে উপকারী। ডাবের জল স্নিগ্ধ, পিপাসা, জ্বর ও মূত্রনালীর যে কোনো বিকৃতিতে উপকারী। ফল মিষ্ট, প্রস্রাব কারক, কামোদ্দীপক, অতিশয় বলকারক, নারিকেল তেল চুল বড় করে। দগ্ধ নারিকেল মালা দাদের ঔষধ।

বর্ণনা ঃ 10-20 মিটার লম্বা। শাখাহীন গাছের অগ্রভাগে পাতাগুলি সাজানো থাকে। পাতা 2.5 - 7 মিটার লম্বা, যৌগিক। পত্রক 60-90 সেমি লম্বা। পুংপুষ্প ছোট, হলদেটে, ফল ডিম্বাকৃতি। ফলের উপরে ছোবড়া যুক্ত খোলা রয়েছে। সারা বছর গাছে ফুল ফল হয়।

অন্য কথা ঃ নানা কাজে গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়।

খেজুর

Phoenix sylvestris Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ খেজুর

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খেজুর গাছ লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ ফল ও রস ভেষজগুণযুক্ত। ফল বলবর্ধক। রস তৃষ্ণা নিবারক। শিকড় দাঁত বেদনা উপশম করে।

বর্ণনা ঃ 10-96 মিটার লম্বা শাখাহীন গাছ। পত্রবৃন্ত স্থায়ী, কাণ্ড জড়িয়ে থাকে। পত্রদণ্ড

3.8-2 মিটার লম্বা। এর গোড়ায় প্রায় 10 সেমি লম্বা কাঁটা থাকে। পত্রক 15-30 সেমি লম্বা, 2-2.5 সেমি চওড়া। স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। স্ত্রী জাতীয় গাছে খেজুর হয়। পাকা ফল হলদে রঙের। উপরে শাঁস থাকে। বীজ বেশ শক্ত। ভাদ্র-আশ্বিনে ফল পাকে।

গোত্র ঃ Pandanaceace

কেয়া

Pandanus tectorius Soland ex Parkinson / *P. fascicularis Lam.*

স্থানীয় নাম ঃ কেয়া / কেতকী

রাজ্যের সর্বত্র এই গাছ রয়েছে।

ব্যবহার ঃ পাতা, ফুলের তেল ভেষজ গুণযুক্ত। পাতা তিক্ত, উগ্রগন্ধযুক্ত, কুষ্ঠ, মসুরিকা, গনোরিয়া ও শ্বেতীতে উপকারী, ফুলের তেল মাথার যন্ত্রণা ও বাতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ ঠেসমূল যুক্ত গুল্মজাতীয় গাছ। পাতা লম্বা, পত্রমূল কাণ্ডে জড়িয়ে থাকে। কিনারায় কাঁটা রয়েছে। অগ্রভাগ সরু। পত্র অবনত, ফুল সাদা, গন্ধযুক্ত এক লিঙ্গ। ফল গোল বা দীর্ঘায়ত, কতগুলি ড্রুপ জাতীয় ফল একত্রে থাকে। পাকা ফল কাঠের মতো শক্ত। মে-জুন ফুলের সময়।
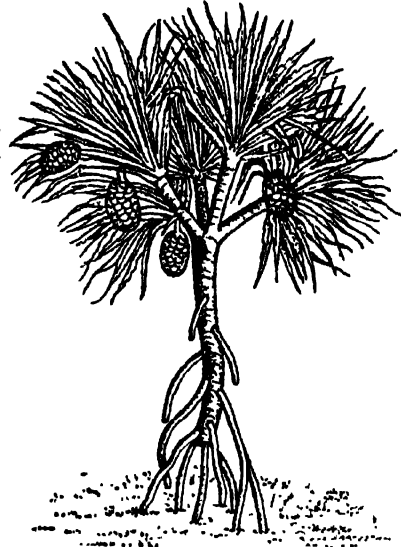
অন্য কথা ঃ পাতা থেকে পাওয়া তন্তু নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

গোত্র - Hypoxidaceae

তালমূলী

Curculigo orchioides Gaertn.

স্থানীয় নাম ঃ তালমূলী। রাজ্যের বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দ অর্শ, কামেলা, হাঁপানি, পেটের পীড়া, গনোরিয়া, চর্মরোগ প্রভৃতিতে উপকারী। এটি মূত্রকর। কামোদ্দীপক ও টনিক।

বর্ণনা ঃ বীরুৎ জাতীয় গাছ। এর মূলকাকার কাণ্ড লম্বা হয়ে থাকে। পাতা 15 - 45 × 1.2 – 2.5 সেমি, ভল্লাকার, রোমহীন। পত্রবৃন্ত ফলক হতে ছোট। ভৌম পুষ্পদণ্ড প্রায়

2.5 সেমি লম্বা পত্রাবরণে ঢাকা। পুষ্পদণ্ডের নীচের দিকে উভয় লিঙ্গ ফুল এবং উপরের দিকে পুংপুষ্প থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় প্রথমে ফুল পরে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ এর শেকড় চূর্ণ ময়দার মতো খাওয়া যায়।

গোত্র - Taccaceae

মাটি মুন্ডা

Tacca integrifolia Ker.

স্থানীয় নাম ঃ মাটি মুন্ডা / বারাহীকন্দ

রাজ্যের সর্বত্র ভিজে মাটিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দ রসায়ন, মিষ্টি, হজমকারক ও টনিক গুণযুক্ত। অপুষ্টি, চর্মরোগ ও কুষ্ঠে উপকারী।

বর্ণনা ঃ মূলকাকার কাণ্ড যুক্ত বীরুৎ। মূলজ পত্র বিভিন্ন আকারের হয়। 15 - 40 সেমি লম্বা এবং 10 - 20 সেমি চওড়া। অগ্রভাগ সরু। শিরা শক্ত। ফুল ভৌম পুষ্পদণ্ডের মাথায় ছত্র বিন্যাসে থাকে। সবুজের আভাযুক্ত বেগুনি বা পীতাভ রঙের। ফল বেরি জাতীয়, বর্ষার শেষে ফুল এবং পরে ফল হয়।

গোত্র - Orchidaceae

রাস্না

Acampe papillosa (Lindl.) Lindl. / *Saccolabium papillosum* Lindl.

স্থানীয় নাম ঃ রাস্না / নাকুলি (সংস্কৃত)

সারা রাজ্যে গাছটি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ মূল ভেষজগুণযুক্ত। তিক্ত, টনিক এবং বাতের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বর্ণনা ঃ পরাশ্রয়ী। পাতা 10 - 12 সেমি লম্বা, চর্মবৎ, পত্রবিন্যাস দ্বিসারি, পাতার অগ্রভাগ ছিন্ন। ফুল ছোট, হলুদ এবং তাতে বাদামি দাগ থাকে। গর্ভাশয় ছোট। শরৎকালে ফুল হয়।
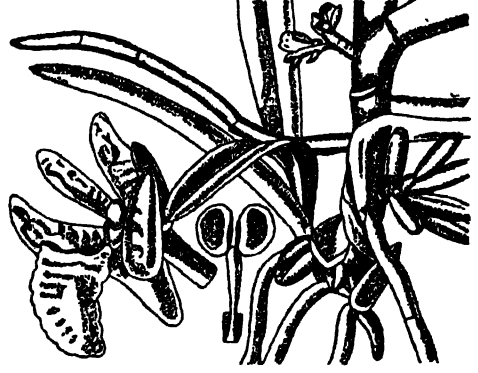
রাস্না

Vanda tessellata (Roxb.) Hook, ex L. Don / *V. roxburghii* R. Br.
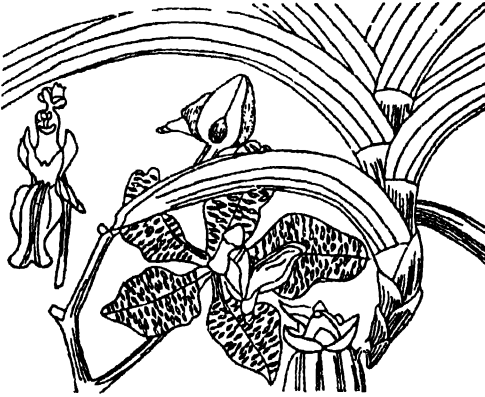
স্থানীয় নাম ঃ রাস্না, সংস্কৃতেও রাস্না নামে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ মূল বাত ও আনুষঙ্গিক রোগে উপকারী। বাত ও স্নায়ুরোগের জন্য মালিশে ব্যবহৃত তেলের এটি একটি প্রধান উপাদান। পাতার লেই জ্বরে বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ পরাশ্রয়ী এই গাছের পাতা সরু, নৌকাকৃতি, ফলকের অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। 15 - 20 সেমি লম্বা। পাতার কক্ষ থেকে পুষ্পদণ্ড বের হয়। ফুলের পাপড়ি পীতাভা যুক্ত সবুজ বা ঈষৎ নীল রঙের, কিনারা সাদা। সাধারণত আম, পেয়ারা প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মায়। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফুলের বৃতি ও দল গোড়ার দিকে সরু। স্পার (দলের উপাঙ্গ) স্থূলাগ্র।

গোত্র - Cyperaceae

গোথুবি

Cyperus kyllinga Endl. / *Kyllinga monocephala* Rottb.

স্থানীয় নাম ঃ গোথুবি / নির্বিষি

রাজ্যের পতিত জমি বা ফসলের জমিতে আগাছা হিসেবে সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ মূল বিষ প্রতিষেধক, উত্তাপনাশক ও জ্বরে উপকারী। ভগন্দর, ফুস্কুড়ি প্রভৃতিতে

এবং আন্ত্রিক গোলযোগে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। গ্রন্থিকাণ্ডের নির্যাস মূত্রকর, স্নিগ্ধকর এবং টনিক গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ এই বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদে গ্রন্থিকাণ্ড মাটির সমান্তরাল এবং শুকনো পাতায় ঢাকা থাকে। বায়বীয় কাণ্ড 30 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা কাণ্ডের নীচে থাকে। কাণ্ডের আগায় ফুলের অনুমঞ্জরী মণ্ডলাকারে সাজানো থাকে। পাতা রেখাকৃতি এবং প্রায় কাণ্ডের মতো লম্বা। ফল ডিম্বাকার চ্যাপ্টা নাট।

মুথা

Cyperus rotundus L.

স্থানীয় নাম ঃ মুথা / বাদারছড়া

রাজ্যের সর্বত্র একটু ভিজে মাটিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দমূল ভেষজগুণ যুক্ত। এটি মূত্রকর, ঋতুস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, ঘর্মকারক, সঙ্কোচক, উত্তেজক। পাকস্থলীর বেদনা ও পেটের পীড়ায় উপকারী।

বর্ণনা ঃ বক্রধাবক ও গ্রন্থিকন্দযুক্ত বীরুৎ। কাণ্ড 15-30 সেমি লম্বা। গ্রন্থিকন্দ পত্রাবরণ তন্তুতে ঢাকা থাকে। সরু বক্রধাবক প্রায় 10 সেমি লম্বা হয় এবং এদের অগ্রভাগে ডিম্বাকৃতি কন্দ দেখা যায়। কন্দ বেশ শক্ত, প্রায় 1.2 সেমি লম্বা। পাতা কাণ্ড থেকে ছোট, এদের আগার দিক ক্রমশ সূক্ষ্ম। ফুলের অনুমঞ্জরী ছত্র বিন্যাসে থাকে, ফল ডিম্বাকৃতি নাট।

অন্য কথা ঃ শুকনো কন্দমূল প্রসাধন সামগ্রী ও ধূপকাঠি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
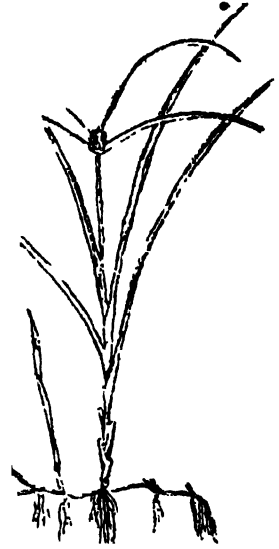
কেসুর

Eleocharis dulcis (Burn. f.) Trin. ex Henschel / *Scirpus tuberos us* Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ কেসুর

রাজ্যের সদর বিভাগে জলাময় নিম্নভূমিতে দলবদ্ধভাবে এদের দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ কন্দ ভেষজগুণযুক্ত। এটি ধারক, উদরাময় ও বমন রোগে হিতকর। ফোঁড়ায় প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বহুবর্ষজীবী বক্রধাবক যুক্ত নিম্নভূমির বীরুৎ জাতীয় গাছ। গ্রন্থিকাণ্ড ছোট। বায়বীয় কাণ্ড দৃঢ়, সরল, ত্রিকোণাকার, পর্বহীন এবং তাতে পাতলা পত্রাবরণ থাকে। ফুলের অনুমঞ্জরী ফিকে হলুদ রঙের এবং তাতে অনেক ফুল থাকে। ফল নাট জাতীয়। আকারে বড়. গাঢ়, ধূসর বর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ।

অন্য কথা ঃ এর স্ফীতকন্দ জাপান ও ফিলিপাইনে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের এই রাজ্যেও গ্রামাঞ্চলে খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। চীন দেশে মাছ ও মাংস রান্নায় এর বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে।

গোত্র ঃ Poaceae

কাউয়া কাইচ

Coix lachryma-jobi L.

স্থানীয় নাম ঃ কাউয়া কাইচ / গড়গড়ে

কাদাটে জলাভূমিতে এই গাছ দেখা যায়। অনেক সময় উপজাতিরা দানা শস্যের জন্য এর চাষ করে থাকে।

ব্যবহার ঃ বীজ রসায়ন ও মূত্রকর। মূল ঋতুস্রাবের গোলযোগে উপকারী।

বর্ণনা ঃ বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। বায়বীয় কাণ্ড 90 - 150 সেমি লম্বা। কাণ্ডের নীচের
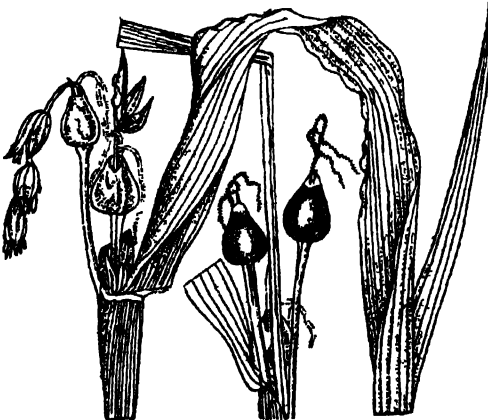
দিকে পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। পাতার ফলক 20 - 50 × 2 - 5 সেমি, সরু ভল্লাকার। ফলকের গোড়া তাম্বুলাকার। স্ত্রী পুষ্পের অনুমঞ্জরী রেসিম পুষ্পবিন্যাসে একটি মঞ্জরী পত্রে ঢাকা থাকে যার মধ্য দিয়ে পুংপুষ্পের অনুমঞ্জরী বের হয়ে উপরের দিকে ওঠে। ফল গোলাকার সাদাটে ক্যারিঅপ্সিস (অবিদারী ফল)।

অন্য কথা ঃ গাছ পশুখাদ্য। দানা চালের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মদ তৈরিতেও এর ব্যবহার হয়।

গন্ধবেনা

Cymbopogon nardus (L.) Rendle / *Andropogon nardus* L.

স্থানীয় নাম ঃ গন্ধবেনে। রাজ্যের বহু স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ পাতার রস ঋতুস্রাবকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক। তেল উত্তেজক, ঋতুস্রাবকারক, বিষ - দোষনাশক, ঘর্মকারক।

বর্ণনা ঃ গন্ধযুক্ত পাতার জন্য বাগানে এর চাষ হয়। বহু বর্ষজীবী গুচ্ছবদ্ধ তৃণজাতীয় গাছ। পাতার ফলক 50 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং 6 সেমি চওড়া, সরু, কিনারা খসখসে, মধ্যশিরা সরু। ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে।
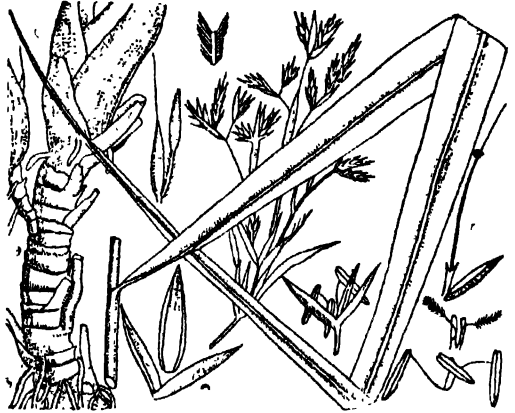
অন্য কথা ঃ পাতা থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয় এবং এটি প্রসাধন শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়

দূর্বা

Cynodon dactylon (L.) Pers.

স্থানীয় নাম ঃ দূর্বা/দুব

খারিফ ফসল, পতিত জমি, রাস্তার ধার প্রভৃতি নানা স্থানে রাজ্যের সর্বত্র দূর্বা জন্মায়।

ব্যবহার ঃ সমগ্র গাছ ভেষজ গুণযুক্ত। মূলের রস অর্শের রক্ত বন্ধ করে। মূলের ক্বাথ - মূত্রকর, শোথ ও গনোরিয়ায় উপকারী, গাছের রস সঙ্কোচক। সদ্যকাটা বা আঘাতে উপকারী শোথ, হিস্টিরিয়া, মূর্ছা, পেটের পীড়া, ক্ষত প্রভৃতিতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ লতানে প্রকৃতির বর্ষজীবী বীরুৎ ভৌমকাণ্ড 30 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। শায়িত কাণ্ডের পর্ব থেকে শেকড় বের হয়। পাতা দ্বিসারি বিন্যস্ত। ফলক রেখাকার 2-15 সেমি লম্বা এবং প্রায় 3 মিমি চওড়া। পত্রাবরণ মসৃণ। অনুমঞ্জরী সবুজ বা কিছুটা বেগুনি রঙের। অনুমঞ্জরীগুলি দ্বিসারি বিন্যস্ত। ফল আয়তাকার ক্যারিঅপ্‌সিস, এটি মঞ্জরীপত্রে ঢাকা থাকে।
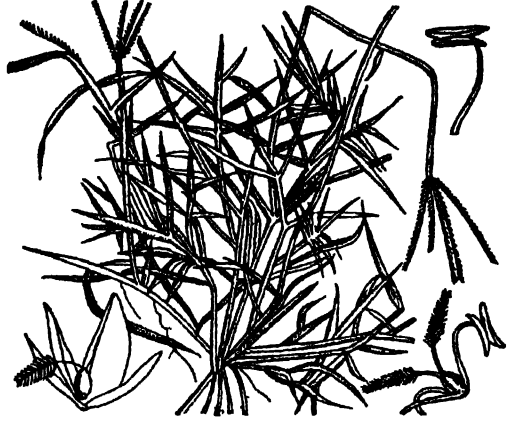
অন্য কথা ঃ ভাল পশু খাদ্য। ক্ষয় রোধে ব্যবহার করা যায়।

লাঠি বাঁশ

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees

স্থানীয় নাম ঃ লাঠি বাঁশ / কারাইল বাঁশ
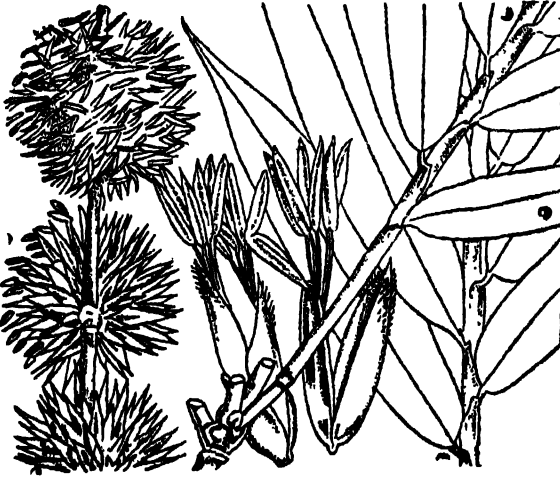
রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে এর চাষ হয়ে থাকে।

ব্যবহার ঃ পাতা ও কাণ্ডের ভিতরের নরম অংশ।

পাতা পশুদের গর্ভস্রাবকারক। কাণ্ডের ভিতরের নরম অংশ স্নিগ্ধকর, জ্বরনাশক, সঙ্কোচক ও রসায়ন।

বর্ণনা ঃ প্রায় নিরেট কাণ্ডযুক্ত গাছ 6-25 মিটার লম্বা, ব্যাস 2.5-8 সেমি। সবুজ বর্ণের। পুরাতন বাঁশ কিছুটা পীতবর্ণের। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। গরমের সময় ফুল হয়।

অন্য কথা ঃ পুলিশের লাঠি, বেড়ানোর ছড়ি ও অন্যান্য কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

উলু

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv/ *I. arundinacea* Lyrill

স্থানীয় নাম ঃ উলু / ছন

রাজ্যের সর্বত্র খোলা জমিতে এই ঘাস জাতীয় গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ মূল ভেষজগুণযুক্ত। এটি স্নিগ্ধকর। চীন দেশে লুপ্ত বলের উদ্ধারকারক, রক্তরোধক ও জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে এর ব্যবহার হয়। কম্বোডিয়ায় অর্শে এর ব্যবহার রয়েছে। ফিলিপাইনে এর ফুল বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ রক্তপাত বন্ধ করে। গ্রন্থিকন্দের নির্যাস গনোরিয়া, পেটের পীড়া, আমাশয় প্রভৃতি আরাম করে।
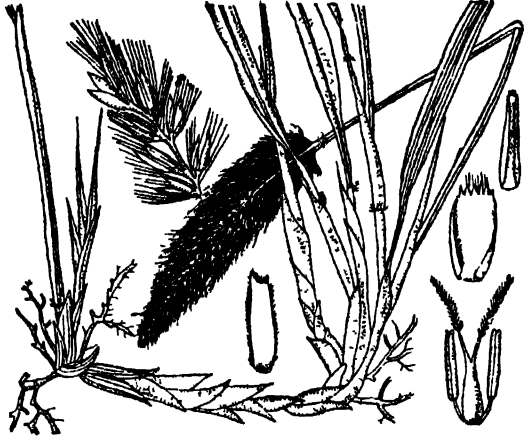
বর্ণনা ঃ বহু বর্ষজীবী ঘাস জাতীয় গাছ। এর আকারে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। মূলাকার কাণ্ড লতানো বক্রধাবক যুক্ত। ভৌমকাণ্ড কোনো কোনো সময় 20 সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে খোলা জমিতে এরা 2 মিটারের বেশি লম্বা হয়ে থাকে। কাণ্ড গোড়ার দিকে অল্প রোমশ, উপরের দিকে রোমহীন। পাতা ও কাণ্ডের মতো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে এবং 1.5 মিটার পর্যন্ত এদের লম্বা হতে দেখা যায়। পাতার উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু। লিগিউল আবরণের মতো। অনুমঞ্জরী প্যানিকেল বিন্যাসে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে ফুলের সময়। ফল আয়তাকার ক্যারিঅপ্সিস।

অন্য কথা ঃ গাছটি ভূমি বন্ধনের কাজ করে। কচি গাছ গো মহিষাদির প্রিয় খাদ্য। গ্রন্থি কন্দ শূকরের খাদ্য। ঘর ছাওয়ার জন্য এর ব্যবহার হয়। কাগজের মণ্ড তৈরিতেও এর ব্যবহার রয়েছে।

কোদো

Paspalum scorbiculatum L.

স্থানীয় নাম ঃ কোদো/কোদাধান/কাতোকা

রাজ্যের সমতলভূমির ধানজমিতে কোনো কোনো স্থানে এই ঘাস দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ বীজ ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উত্তম খাদ্য। তবে টাটকা বীজ বা অপরিণত

্জ বিষক্রিয়া হতে পারে। গাছের রস
হার কামড়ে উপকারী।

র্না ঃ বর্ষজীবী গুচ্ছবদ্ধ ঘাস। পাতা
5-40 x 0.2-0.8 সেমি ভল্লাকার বা
রু ভল্লাকার, তীক্ষ্ণাগ্র, লিগিউল খুব
াট ও পাতলা। অনুমঞ্জরী প্যানিকেল
ন্যাসে থাকে। পুষ্পদণ্ড চ্যাপ্টা,
ষ্পদণ্ডের নীচের দিকের ফুল অনুর্বর
উপরের দিকে উভয় লিঙ্গ ফুল থাকে।
র্ষায় ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।
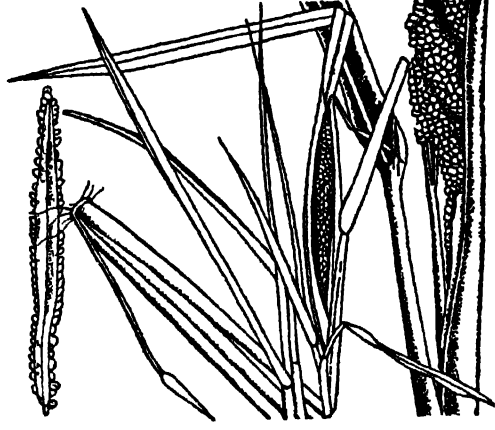
আখ

Saccharum officiarum L.
স্থানীয় নাম ঃ আখ / কুশের/ ইক্ষু

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আখের চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ কাণ্ড ও মূল ভেষজগুণযুক্ত। কাণ্ড মিষ্ট, বিরেচক, মূত্রকর, স্নিগ্ধ ও কামোদ্দীপক। পিত্ত দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের পক্ষে স্নিগ্ধকর। মূল স্নিগ্ধকর, শীতল ও মূত্রকর।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী ও বহু বর্ষজীবী গাছ। কাণ্ড ২-৪ মিটার লম্বা, কাঁটাযুক্ত, নিরেট। প্রতি গাঁট থেকে শিকড় বের হয়। পাতা 90-120 সেমি লম্বা, 5-7 সেমি চওড়া। অগ্রভাগ সরু ও ঝুলে থাকে। পুষ্প গুচ্ছ বড় ও শাখা প্রশাখা যুক্ত। বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়।

অন্য কথা ঃ গুড় ও চিনির জন্য আমাদের দেশে প্রচুর আখের চাষ হয়।

কাশ

Saccharum spontaneum L

স্থানীয় নাম ঃ কাশ/কুশ/ কেশে/খাগ্‌রা

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নদীর ধারে, শুকনো জমি বা তৃণভূমিতে এই গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ শিকড় ভেষজগুণযুক্ত। মাংস ভক্ষণজনিত অজীর্ণে কাশমূল হিতকর, এছাড়া অর্শ, রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগেও এর ব্যবহার রয়েছে। গাছ বিরেচক, কামোদ্দীপক ও জ্বালার উপকারী। অর্শ, যক্ষ্মা, রক্ত সম্বন্ধীয় রোগ। কামলা ও রক্তস্রাবজনিত রোগে এটি উপকারী।

বর্ণনা ঃ বহু বর্ষজীবী গ্রন্থিকন্দ যুক্ত ঘাস জাতীয় গাছ। ভৌমকাণ্ড এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। কাণ্ড রোমহীন কিন্তু পুষ্পদণ্ডে রোম থাকে। পাতা রেখাকার, চর্মবৎ শক্ত এবং 40 সেমি থেকে বেশি লম্বা হয়, রোমহীন। পত্রাবরণ সরু, লিগিউল পাতলা, ফুল প্যানিকেল পুষ্পবিন্যাসে থাকে, অনুমঞ্জরী 3-6 মিমি। এর নীচের দিকে উভয় লিঙ্গ ফুল থাকে, শরৎকালে ফুল হয়।
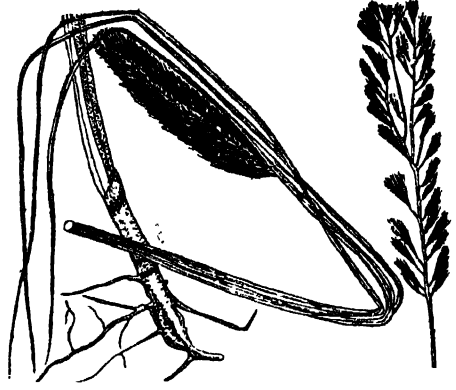
কাওন

Sataria italica (L.) P. Beauv

স্থানীয় নাম ঃ কাওন/কঙ্গু/কাকনি দানা

রাজ্যে বীজের জন্য কোন কোন স্থানে এর চাষ হয়।

ব্যবহার ঃ বীজ ভেষজগুণযুক্ত। বীজ মূত্রকর, সঙ্কোচক। বাতে বাহ্য প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রসব যন্ত্রণা লাঘব করে। কাওনের পায়েস অতিশয় পুষ্টিকর।

বর্ণনা ঃ বর্ষজীবী তৃণজাতীয় গাছ। কাণ্ড 60-150 সেমি লম্বা। সাধারণত শাখাযুক্ত। পাতা 15-20 সেমি লম্বা, কোমল, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পগুচ্ছ 7-14 সেমি লম্বা, বহু লোমযুক্ত। বর্ষায় ফুল হয় এবং শীতে ফল পাকে।

একবীজপত্রী ভেষজ উদ্ভিদের আলোচনা এখানে শেষ হল।

এ পর্যন্ত আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের গুপ্তবীজ বিভাগের এক বীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী শ্রেণীর ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের চারপাশে যে সব গাছপালা দেখতে পাই এরা (গুপ্তবীজ উদ্ভিদ) সিংহ ভাগ দখল করে রয়েছে। সপুষ্পক উদ্ভিদের নগ্নবীজ বিভাগেও কিছু গাছপালা রয়েছে। তবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এদের সংখ্যা নগণ্য। ত্রিপুরায় পাওয়া এই বিভাগের 13/14টি প্রজাতির তিনটি ছাড়া অন্যদের শোভাবর্ধক গাছ হিসেবে এখানে ওখানে লাগানো হয়েছে। এই বিভাগের একটি প্রজাতি ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য। এটি পাইনেসী গোত্রের পাইনাস গণভুক্ত।

গোত্র - Pinaceae

গন্ধবিরজা

Pinus roxburghii Sarg. / *P. Longifolia* Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ গন্ধবিরজা/পাইন

রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে গাছটি লাগানো হয়েছে।

ব্যবহার ঃ এর আঠা ও তেল ভেষজ গুণযুক্ত। আঠা উত্তেজক আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে অগ্ন্যুদ্দীপক। গনোরিয়ায় উপকারী। পুলটিস হিসেবে ফোঁড়া ও বাগিতে প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। কাঠ ও তেল কফ, সর্দি নাশক কাশি, মূর্চ্ছা ও ঘায়ে উপকারী। সাপের বিষ ও কাঁকড়াবিছার কামড়েও উপকারী।

বর্ণনা ঃ বড় জাতের বৃক্ষ। তবে এ রাজ্যে আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় গাছ বেশি বড় হয় না। ছাল 2-4 সেমি পুরু। কাঠ সাদা, তবে ভিতরের দিকে লালচে ধূসর। পাতা সুঁচের মতো, গুচ্ছবদ্ধ।

অপুষ্পক উদ্ভিদের টেরিডোফাইটা বিভাগেও রয়েছে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ। এই বিভাগের ত্রিপুরায় পাওয়া 76টি প্রজাতির নানা গাছপালা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় 9টি প্রজাতির গাছ ভেষজগুণ যুক্ত।

গোত্র ঃ Helminthostachyaceae

হেলমিন্থোস্টেকিস

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook

বিলুপ্তির সম্মুখীন এই গাছটির স্থানীয় নাম জানা নেই। গাছটি রাজ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। রাজ্যের আমবাসা অঞ্চলে গাছটি প্রথম পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী সময়ে সেখানে এই গাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি সিপাহিজলার উদ্ভিদ সমীক্ষার সময় এই গাছটি পাওয়া গেছে।

ব্যবহার ঃ গাছ মৃদু বিরেচক। মাদকগুণযুক্ত বেদনা নাশক, এজন্য স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে এর ব্যবহার দেখা যায়। সায়াটিকায়ও এ গাছের ব্যবহার রয়েছে।

বর্ণনা ঃ গ্রন্থিকন্দ যুক্ত বীরুৎ। গ্রন্থিকন্দ বিষমপৃষ্ঠ। পাতা বেশ বড়, যৌগিক এবং করতলাকারে খণ্ডিত। উর্বর মঞ্জরী যৌগিক। রেণুস্থলীগুচ্ছ লম্বা মঞ্জরী অক্ষে সাজানো।

গোত্র ঃ Adiantaceae

ময়ূর শিখা

Adiantum caudatum C.

স্থানীয় নাম ঃ ময়ূর শিখা

রাজ্যের সর্বত্র পাথুরে ভূমি বা মাটিতে খোলা জায়গায় জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা সর্দি ও জ্বরে ব্যবহৃত হয়। পাঁচড়ায় লাগালে তা আরাম হয়। কারো কারো মতে বহুমূত্রেও এটি উপকারী।

বর্ণনা ঃ পত্রময় উদ্ভিদ। পাতা 5-10 সেমি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ।
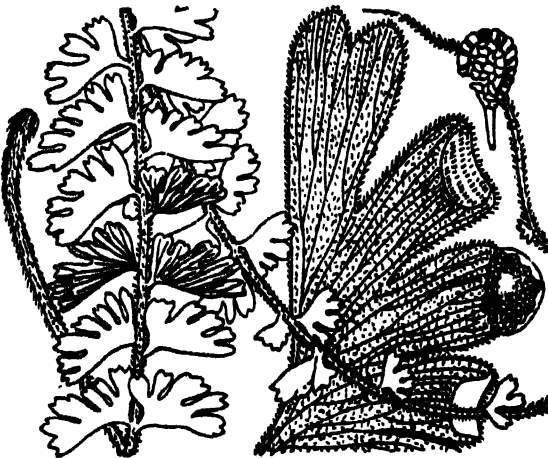
পত্রদণ্ডের দুই দিকে পত্রকগুলি জন্মায়। প্রায় বৃন্তহীন পত্রকের অগ্রভাগ মোটা ও খণ্ডিত। রেণুস্থলী পত্রক খণ্ডের অগ্রভাগে থাকে।

হংসপদী

Adiantum capillus - veneris L.

স্থানীয় নাম ঃ হংসপদী। গাছটি রাজ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। পুরানো দেওয়ালে গুচ্ছবদ্ধভাবে এদের দেখা যায়। আগরতলায় রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে গাছটি পাওয়া গেছে। পাতা স্নিগ্ধকর, শ্লেষ্মা নিঃসারক, মূত্রকর, রসায়ন, ঋতুস্রাবকারক।

ব্যবহার ঃ পাতা গোলমরিচের সঙ্গে বেটে জ্বরে এবং সর্দির জন্য মধুর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। পাতা চায়ের মতো ব্যবহারে পেট বেদনা স্ত্রীলোকদের স্বল্পরজ রোগ আরাম হয়।

বর্ণনা ঃ পাতা হাঁসের পায়ের মতো, 10-22 সেমি লম্বা, মসৃণ, কালো রঙের। পত্রকের অগ্রভাগ মোটা। পত্রক 2.5 সেমি চওড়া, বৃন্তক 5 সেমি লম্বা।

কালিঝাঁট

Adiantum philippense L. / *A. lunulatum* Burn

স্থানীয় নাম ঃ কালিঝাঁট। পাথরের খাঁজে মোটামুটি খোলা জায়গায় জন্মায়। আগরতলা, কাকড়াবন, বড়মুড়া, বিলোনিয়া, ডুম্বুর প্রভৃতি স্থানে এই গাছ পাওয়া গেছে।
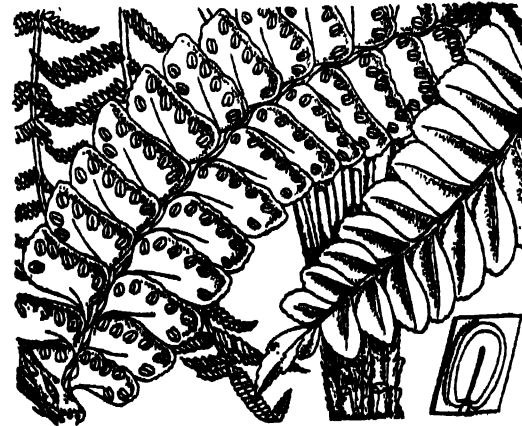
ব্যবহার ঃ পাতা জ্বরে ও বিসর্পে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শিশুদের জ্বরে পাতা বেটে চিনির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কোনো স্থান ফুলে উঠলে বা লাল হলে প্রলেপ হিসেবে এর ব্যবহার হয়।

বর্ণনা ঃ পাতা কালো রঙের, 30 সেমি লম্বা। মসৃণ, পক্ষাকার মধ্যশিরার দুই দিকে পত্রকগুলি থাকে। পত্রকের কিনারা গোলাকার, কর্তিত। রেণুস্থলী পত্রকের নিচে বক্রক্ষুদ্র খণ্ডে কিনারায় থাকে।

গোত্র ঃ Gleicheniaceae

গ্লাইকেনিয়া

Dicranopteris liniaris (Burm.f. Und / *Gleichenia liniaris* (Burm f.) Clarke

স্থানীয় নাম ঃ জানা নেই। লতানে গাছটি রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় বনের কিনারায় দলবদ্ধভাবে জন্মায়। আগরতলা, বড়মুড়া, কুমারঘাট, কমলপুর, বিলোনিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

ব্যবহার ঃ গ্রন্থিকন্দ ক্রিমিনাশক। মাদাগাস্কারে এর পাতা হাঁপানিতে ব্যবহৃত হয়। পাতার নির্যাস জীবাণুনাশক গুণযুক্ত।

বর্ণনা ঃ লতানে গ্রন্থিকন্দ হতে দ্ব্যগ্র বিভক্ত শাখা জন্মায়। উপশাখাগুলি সফলভাবে বিন্যস্ত। পত্র বর্মবৎ। দ্ব্যগ্র শাখান্বিত। পত্রখণ্ড সরু এবং উপশিরাযুক্ত। প্রতি উপশিরায় একটি করে রেণুস্থলী থাকে।
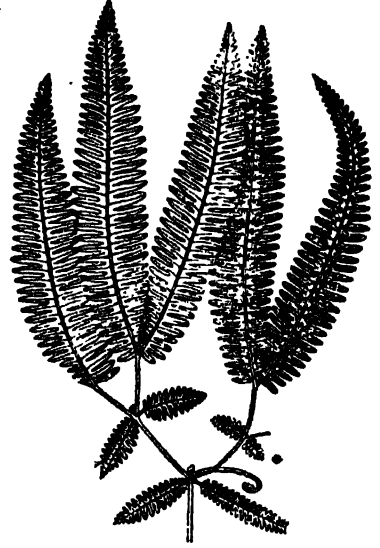
গোত্র ঃ Polypodiacae

গরুড়

Drynaria quercifolia (L.) J. sm. / *Polypodium quercifolium* L.

স্থানীয় নাম ঃ গরুড়। রাজ্যের সর্বত্র বড় বৃক্ষাশ্রয়ী হিসেবে এই গাছ জন্মায়।

ব্যবহার ঃ গাছ যক্ষ্মা, ক্ষয়কারী জ্বর, পেটের পীড়া ও কাশিতে উপকারী। গাছের জলীয় নির্যাস জীবাণুরোধক গুণযুক্ত। মালয় দেশে ফুলায় পুলটিস হিসেবে পাতা ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনা ঃ বৃক্ষাশ্রয়ী ফার্ন। গ্রন্থিকন্দ আকারে ছোট এবং তাতে ভল্লাকার শল্ক থাকে। পাতা দুই
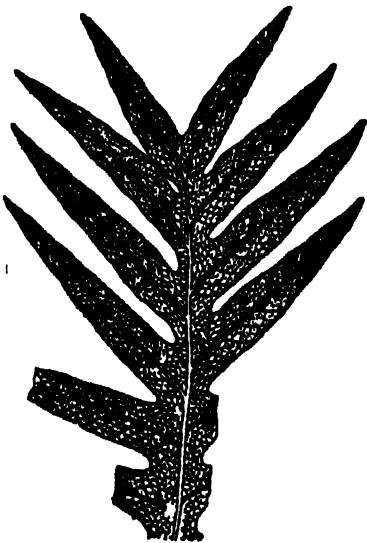
প্রকার। বন্ধ্যা (রেণুস্থলী হীন)পত্র ডিম্বাকৃতি আকারে বড়, পক্ষবৎ খণ্ডিত। উর্বরপত্র 60-90 সেমি লম্বা পক্ষবৎ উপখণ্ডিত। অসংখ্য ছোট রেণুস্থলী দুই সারিতে সাজানো থাকে।

গোত্র ঃ Marsileaceae

সুষনি

Marsilea minuta L.

স্থানীয় নাম ঃ সুষনি শাক/ সুষনি। পুকুরের ধার, ধানজমি, জলাশয় প্রভৃতিতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি জন্মায়।

ব্যবহার ঃ পাতা ভেষজগুণযুক্ত। সুষনি শাক খেলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয়। উন্মাদরোগে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। রেণু প্রস্রাবকারক, কামোদ্দীপক, শ্লেষ্মা নিবারক।

বর্ণনা ঃ জলজ উদ্ভিদ। পত্রবৃন্ত সরু ও পত্র 4টি পত্রকে বিভক্ত। গাছ কাদার উপর লতিয়ে চলে, শীতে রেণু হয়।
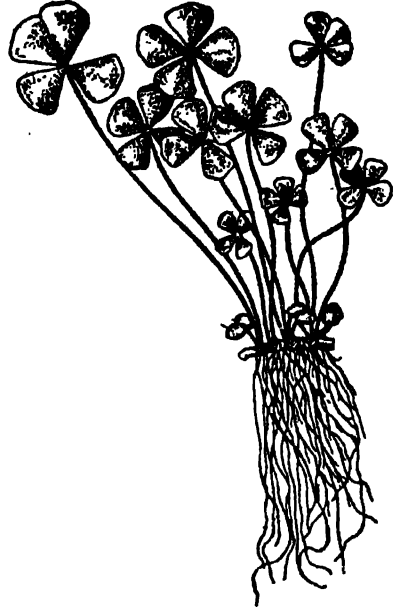
গোত্র ঃ Salviniaceae

ইন্দুরকানি পানা

Salvinia cucullta Roxb.

স্থানীয় নাম ঃ ইন্দুরকানি পানা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই ভাসমান জলজ গাছটি পুকুর ও অন্য জলাশয়ে জন্মায়। আগরতলা, খোয়াই, বিলোনিয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ গাছ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তিবর্ধক এবং মূত্রকর, ক্রিমিনাশক, বাতে উপকারী।

বর্ণনা ঃ জলজ বীরুৎ জাতীয় গাছ। বৃন্তহীন পাতা লম্বা থেকে বেশি চওড়া। অনেকটা সোজা ভাবে কন্দের উপর একত্র সমাকীর্ণ। পাতার কিনারা বক্র হয়ে ফানেল আকৃতি ধারণ করে।

গোত্র ঃ Azollaceac

ক্ষুদিপানা

Azolla pinnata R. Br.

স্থানীয় নাম ঃ পানা/ক্ষুদি পানা। রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন জলাশয়ে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ শিকড় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর।

বর্ণনা ঃ ভাসমান উদ্ভিদ। এই ক্ষুদে গাছের কাণ্ড দ্ব্যগ্র শাখাযুক্ত। পাতা খুব ছোট, মাংসল। পত্রাগ্র গোলাকার। রক্তাভ ধূসর বর্ণের। শিকড় শক্ত ও লম্বা, জলের মধ্যে থাকে। বর্ষায় রেণু হয়।
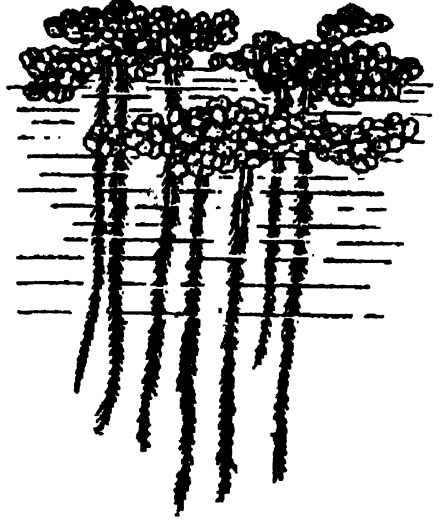
ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা এখানে শেষ হলো।

শেষ কথা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে উন্নতিশীল দেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ সাধারণত তাদের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভেষজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের চাহিদা পূরণে যে সব বনৌষধি সংগৃহীত হয় তাদের শতকরা ৯০ ভাগ আসে প্রকৃতিজাত গাছপালা থেকে। বিভিন্ন সংগ্রহকারীরা এমনভাবে বনৌষধি সংগ্রহ করে যে অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বনৌষধি সংগ্রহের সময় তাদের যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের হওয়া দরকার তার প্রতিও সংগ্রহকারীরা নজর রাখে না। ফলে সংগৃহীত ভেষজ হয় নিম্নমানের।

বনৌষধির বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার এবং প্রতি বছর তা শতকরা ৭ ভাগ বাড়ছে। ভারত থেকে বর্তমানে বছরের প্রায় ৪৬ কোটি টাকার বনৌষধি রপ্তানি হয়। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বাড়ার সম্ভাবনা।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করে ভারত সরকারের বনৌষধি সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা তাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় কতগুলি সুপারিশ করেছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে এজন্য বনৌষধি সংরক্ষণ, চাষ ইত্যাদির উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যেও বনৌষধি সম্বন্ধীয় কমিটি ত্রিপুরায় জন্মায় এমন ২৬৬টি ভেষজ উদ্ভিদের তালিকা করেছেন।

বর্তমান পুস্তকে ঐ তালিকার ব'ইরেও বেশ কিছু ভেষজ উদ্ভিদকে সামিল করা হয়েছে। এতে ৩৫১ টি ভেষজ উদ্ভিদের বিবরণ রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে টেরিডোফাইটা বিভাগের ৭টি গোত্রের ৯টি প্রজাতি, ব্যক্তবীজী বিভাগের একটি গোত্রের মাত্র প্রজাতি এবং গুপ্তজীবী বিভাগের দ্বিবীজপত্রী শ্রেণীর ৮১টি গোত্রের ২৮৫টি প্রজাতি ও একবীজপত্রী শ্রেণীর ১৭টি গোত্রের ৫৬টি প্রজাতি। এর বাইরেও এমন কিছু ভেষজ উদ্ভিদ এ রাজ্যে রয়েছে যাদের স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করা হয়, রাজ্যের ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমীক্ষায় তা জানা যাবে।

স্থানীয় নামের বর্ণক্রমিক সূচী

ভেষজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নামের বর্ণক্রমিক সূচী

রোগ অনুযায়ী সূচী

অগ্নিদগ্ধে	ঃ	ঘৃতকুমারী, পাথরকুচি, রেড়ি।
অগ্নিবৃদ্ধিকরণে	ঃ	আকন্দ, আকন্দী, আদা, কয়েতবেল, করমচা, কুমারিকা, কেঁউ, গন্ধবেনা, গিমা, ঘৃতকুমারী, জিরা, পেঁপে, বনকাপাস, বনটেপারি, মৌরি, শাল, শ্যামদলন, সজনে, শেয়াকুল।
অজীর্ণে	ঃ	আকন্দ, আম, আমলকী, আসশেওড়া, কাকজঙ্গা, কালোতিল, কালমেঘ, কুমারিকা, গন্ধবিরজা, গোগ্গোল ধূপ, ছোলা, জিরা, ডালিম, নিম, বচ, বনজাম, ভৃঙ্গরাজ, মহাবারী বচ, যোয়ান, শ্বেত কাঞ্চন, হরীতকী।
অতিরজে	ঃ	কাঁটা নটে।
অতিসারে	ঃ	আকন্দী, কালকাসুন্দে, কেশুত, ক্ষেতপাপড়া, বেল।
অনিদ্রায়	ঃ	আমলকী, কুরচি, কুলেখাড়া, কেশুত, ক্ষেতপাপড়া, ঘৃতকুমারী, সুষনি।
অপস্মারে (মৃগী)	ঃ	শতমূলী, সুষনি।
অপুষ্টিতে	ঃ	আদা, আনারস, কালোতিল, কৃষ্ণকলি।
অববাহুক রোগে	ঃ	আলকুশী, বেড়েলা।
অরুচিতে	ঃ	আদা, আমরুল, ওল, কাকমাচী, গুলঞ্চ, ডালিম, পুদিনা, মেথি।
অর্ধশিরঃ শূলে	ঃ	অপরাজিতা।
অম্বলে	ঃ	কমলা, গোলমরিচ, নিম, ভৃঙ্গরাজ, রক্তপিট, হরীতকী, হাড়জোড়া।
অর্শে	ঃ	অনন্তমূল, অশোক, আকন্দ, উলু, উলুচা, ওল, ওলটকম্বল, কামরাঙ্গা, কালোতিল, খাম আলু, গাঁদা, গুলঞ্চ, ঘেটকচু, চিতা, ছোট কুকশিমা, টোকাপানা, দূর্বা, বনালু, বাসক, বিলিম্বি, বেল, বেতোশাক, শাপলা, শিরীষ, হরীতকী।
অশ্মরীতে (পাথুরি)	ঃ	অশোক, কন্টিকারি, কুলেখাড়া, কুশ, চটপটি, পুনর্নবা পশনবেদক, ভুঁই আমলা, বন নারাঙ্গা, বরুণ, শ্যামালতা।
	ঃ	হাড়জোড়া।
আহিফেন বিষে	ঃ	কলমি।
আঁচিলে	ঃ	কাজুবাদাম।
আঙুল হাড়ায়	ঃ	হরীতকী।

আঘাতজনিত বেদনায়	ঃ	থানকুনি, হাড়জোড়া।
আধকপালে মাথা ব্যথায়	ঃ	অপরাজিতা, উচ্ছে, ভৃঙ্গরাজ।
আন্ত্রিক প্রদাহে	ঃ	গোথুবি, ফলসা।
আমবাতে	ঃ	আদা, আমলকী, কাকমাচী, কালকাসুন্দে, কালতিল, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, তুলসী, পুনর্নবা।
আমাশয়ে	ঃ	অনন্তমূল, আতা, আম, আমড়া, কালজাম, কালোতিল, কুরচি, গন্ধভাদুলে, গাঁদা, গোলমরিচ, টকপালং, দুধি, দুর্বা, নাগকেশর, নিমুখা, বচ, বনপাদাম, বহেড়া, বেল, শিমুল।
আর্সেনিক বিষে	ঃ	কলমি, পুনর্নবা।
ইরিসিফেলাসে	ঃ	ছোট নুনিয়া।
ইন্দ্রলুপ্তে (টাক)	ঃ	কালোতিল, কেশরাজ, জবা, ধুতুরা, নিষিন্দা, বহেড়া।
ইন্দ্রিয় শৈথিল্যে	ঃ	দূর্বা, বহেড়া।
উকুননাশে	ঃ	আতা, কেতকী, ঘোড়ানিম, বিছামালা, পান, শৌজ।
উদরাময়ে	ঃ	কলকেফুল, কালমেঘ, কুরচি, গন্ধভাদুলে, ধনে, বেল, শিমুল, শেওড়া, হরীতকী।
উন্মাদরোগে	ঃ	বেলফুল, পীতপাটলা।
ঋতুস্রাব কারক	ঃ	অনন্তমূল, ওলটকম্বল, গন্ধবেনা, ঘোড়ানিম, জবা, তাল, মুথা, মৌরি, হংসপদী।
ঋতু রোগে	ঃ	কাঁটা নটে, কাউয়াকাইচ, কালজিরে, কুর্তিকলাই, চন্দন, জবা, তালমুলী, ভুঁই কুমড়া, মাকাল, যোয়ান, রক্তদ্রোন, লোধ্র, হাড়ভোড়া।
একজিমায়	ঃ	কানছিড়ে, হাতিশুঁড়।
একশিরায়	ঃ	কাকমাচি, জয়ন্তী, শেওড়া।
কটিব্যথায়	ঃ	আমরুল, শিবঝুল।
কণ্ঠরোগে	ঃ	দশবাই চণ্ডী।
কর্ণমূল শোথে (mumps)	ঃ	রক্তচন্দন।
কফ উপদ্রবে	ঃ	কুমজামুরা, ক্ষেতপাপড়া, ছাগলবেটে, রশুন, শিয়াল কাঁটা।
কলেরায়	ঃ	পদ্ম, যোয়ান
কাটায়	ঃ	আদা, কচু, গাঁদা, পাথরকুচি, ফণাফুলি।
কানপাকায়	ঃ	ঘাগরা গোটা।
কানে যন্ত্রণায়	ঃ	আমড়া, গাঁদা, গিমা, পান, মনসাসিজ, শিবঝুল।
কান্তি বর্ধনে	ঃ	কেউ, তালমুলী, তুলসী, থানকুনি।
কাম উত্তেজনা হ্রাসে	ঃ	শিউলি।

কাম উদ্দীপনায়	ঃ	আখ, কৃষ্ণকলি, কেতকী, গজপিপুল, ঘেটু, চাঁপা, দুধি, ধনে, পলাশ, রসুন, শিমুল, সুপারি।
কামলায়	ঃ	আখ, কেশুত ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, ঘৃতকুমারী, ছাঁচি বেত, তালমূলী, দন্তী, দ্রোণপুষ্প, ভুঁই আমলা, মেহেদি।
কালাজ্বরে	ঃ	আওয়াল।
কাশিতে	ঃ	অনন্তমূল, অপরাজিতা, আদা, কন্টিকারি, কাঁটাঝাটি, কালকাসুন্দে, গামার, গুলঞ্চ, গরুড়, গোলমরিচ, তুলসী, বহেড়া, বাসক, ভীমরাজ, মহাবরী বচ, রসুন।
কুষ্ঠে	ঃ	ওলটকম্বল, কাজুবাদাম, গামার, চালমুগরা, ছাতিম, জিওল, ভুঁই কুমড়া, ভেলা, রক্তচিতা, মাটিমুন্ডা।
কেশ কালো করায়	ঃ	কেশুত, তৃঙ্গরাজ।
কোষ বৃদ্ধিতে (hydrocele)	ঃ	কদম, মাকাল।
কোষ্ঠকাঠিন্যে	ঃ	অপরাজিতা, কৃষ্ণকলি, মানকচু, শিবঝুল, হরীতকী।
ক্লান্তিতে	ঃ	অশ্বগন্ধা।
ক্রিমিতে	ঃ	আনারস, আসশেওড়া, উচ্ছে, ওলট কম্বল, কদম, কলকেফুল, কাকতুণ্ডী, কামেলা, কালমেঘ, কুকসিমা, কুরচি, কেউ, গজপিপুল, গ্লাইকেনিয়া, ঘিলা, ঘেটু, চিচিঙ্গা, ছোট দুধি, দ্রোণপুষ্প, ডালিম, নয়নতারা, পলাশ, পিপুল, বচ, বামুনহাটি, মুথা, যোয়ান, রেড়ি। শিউলি, সুপারি, স্বর্ণলতা, হলুদ।
ক্ষতে	ঃ	অর্জুন, ঈষলাঙ্গুলা, উচ্ছে, কদম, করঞ্জ, কানছিড়ে, কালতিল, কুন্দ, গাব, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, জিওল, থানকুনি, দুধী, দ্রোণপুষ্প, নিষিন্দা, পাংলী, পাকুড়, বনপেঁয়াজ, ভুঁই আমলা, ভুঁই কুমড়া, রক্তচন্দন, সুলতান চাঁপা, শেয়াকুল, হরীতকী।
ক্ষয়কাশে	ঃ	বাসক।
ক্ষুধাবর্ধনে	ঃ	টকপালং।
খসখসে চামড়ায়	ঃ	অশোক।
খুসকিতে	ঃ	আম, কেতকী, নিষিন্দা।
খোসে	ঃ	অনন্তমূল, আপাং, কেউ।
গণোরিয়ায়	ঃ	অনন্তমূল, ওলটকম্বল, করবী, কাকতুণ্ডী, খামআলু, গন্ধবিরজা, গোলমরিচ, পশনবেদক, বনকার্পাস, বননারাঙ্গি, মুর্গা, মুর্ধা। রক্তচিতা, পালং, হাপরমালী, হুয়ের।
গর্ভনিরোধে	ঃ	জয়ন্তী, পান।
গর্ভপাতে	ঃ	রুবাস, লাঠিবাঁশ।
গলক্ষতে	ঃ	গাব, বাঘনখ।

গলগণ্ডে : অপরাজিতা।
গা বমি বমিতে : আপাং।
গায়ে দুর্গন্ধে : কুশ, তেজপাতা, নাগকেশর।
গ্রন্থি স্ফীতিতে : কাঁটা ঝাঁটি, ঘিলা, বন জৈ।
গ্রন্থিবাতে : নিষিন্দা, মাকাল, মেথি, হাতিশুঁড়।
গ্রহণীতে : ওল, মেথি।
ঘনঘন প্রস্রাবে : অপরাজিতা।
ঘর্ম নিবারণে : আসশেওড়া, কামরাঙ্গা, কুশ, কেতকী, চন্দন, তেজপাতা, থানকুনি।
ঘামাচিতে : কাকমাচি, চন্দন, তেজপাতা, নুনিয়াশাক।
ঘামের দুর্গন্ধনাশে : বাসক, বেল।
ঘুম আসার জন্য : জোরনিয়া, যোয়ান, সুষনি।
চক্ষুরোগে : কাকমাচী, কেতকী, গাঁদা, জবা, জিমনোপেটেলাম, নিম।
চর্মরোগে : করঞ্জ, করবী, গিমা, চাকুন্দে, দাদমারী, পিয়াল, বুনো গন্ধরাজ, ভীমরাজ, মাটিমুন্ডা, মাধবীলতা, সোনাল।
জন্ডিসে : কামরাঙ্গা।
জরায়ু ঝুলে পড়ায় : অশোক।
জরায়ুর দোষে : ওলটকম্বল, গোবরা, নারিকেল।
জীবাণুনাশে : ঈষলাঙ্গুলা, গ্লাইকেনিয়া, পান, বাসক।
জোঁক ধরায় : হলুদ।
জ্বরে : আসশেওড়া, কদম, কলকেফুল, কামরাঙ্গা, কালমেঘ, কুকসিমা, গামার, গুলঞ্চ, গোবরা, ছাঁচিবেত, ছাতিম, জিয়াপুত, দ্রোণপুষ্প, পীতপাটলা, বিছুটি, বেল, ভুঁই কুমড়া, রক্তচন্দন, শিউলি।
জ্বালায় : করমচা, কেশুত, পিয়াল, শিউলি।
টিটেনাস প্রতিষেধক : জিমনোপেটেলাম।
ডায়াবেটিসে : উচ্ছে, কোদাধান, নয়নতারা, নিম, বেল।
তৃষ্ণায় : কুকুরজিহ্বা, খেজুর, তেজপাতা, পিয়াল।
তোতলামিতে : হলুদ।
থলথলে ভাবে : কেতকী, নিষিন্দা, রেড়ি।
থেতলানোয় : থানকুনি।
দন্তরোগে : কাঁটা ঝাঁটি, কালজাম, ছাতিম, জিওল, তেজপাতা, দূর্বা, নিষিন্দা, পান, ভৃঙ্গরাজ, লোধ্র, সজনে, সাদা কেরন।
দাঁত নড়ায় : আম, বকুল।
দাদে : কানছিড়ে, কেউ, তুলসী, দাদমারী, পান, ভৃঙ্গরাজ, সজনে।
দুর্বলতায় : কমলা, বেড়েলা।

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে ঃ ইন্দুরকানি পানা, বেলফুল, মহানিম।
নখকুনিতে ঃ পান, হাপরমালী।
নাসিকার রক্তস্রাবে ঃ ডালিম, বট।
নিউমোনিয়ায় ঃ চিংকি শাক।
নিদ্রানাশে ঃ কুলেখাড়া, কেতকী।
পচন নিবারণে ঃ ফণাফুলি।
পরজীবী পোকার আক্রমণে ঃ ফণাফুলি, বচ।
পক্ষাঘাতে ঃ রক্তচিতা, রামতুলসী।
পাঁচড়ায় ঃ অনন্তমূল, আম, গাঁদা, ঘোড়ানিম, নিম, ময়ূর শিখা।
পা ফাটার (গোড়ালি) ঃ আম, চাঁপা, বট, শেওড়া।
পাকুইতে (চর্মরোগ) ঃ কন্টিকারি।
পিত্তশূলে ঃ কামরাঙ্গা, তমাল, বেতোশাক, ভুঁই কুমড়া।
পিপাসা নিবারণে ঃ কুশ, নারিকেল, বেল।
পেট ফাঁপায় ঃ আনারস, আপাং, আমলকী, কানছিড়ে, কুমারিকা, চন্দ্রমূলা, পুদিনা, বচ, বনমেথি, বন কার্পাস, বন লবঙ্গ, মৌরি, যোয়ান, রক্তপিট, স্বর্ণলতা।
পেট বেদনায় ঃ কুরচি, গন্ধভাদুলে, চাঁপা, বন ওকড়া, শ্যামদলন।
পেশীবাতে ঃ আলকুশি।
পোকার আক্রমণে ঃ নিষিন্দা।
প্রদরে ঃ অর্জুন, অশোক, কাঁটানটে, কুশ, পীত বেড়েলা. বট, বেল।
প্রমেহ ঃ কেউ।
প্রসূতির জ্বরে ঃ ভুঁই ওকড়া।
প্রস্রাবের জ্বালায় ঃ সুষনি, হলুদ।
প্রস্রাবের দোষে ঃ জয়ন্তী, তুলসী।
প্লীহায় ঃ গোলাপজাম, জয়ন্তী, পীতরাজ, বেতোশাক, মেহেদী।
ফিক ব্যথায় ঃ গোলমরিচ, ঘৃতকুমারী।
ফুসফুসের রোগে ঃ পালং।
ফেরিনজাইটিসে ঃ হাতিশুঁড়।
ফোঁড়ায় ঃ অর্জুন, অশ্বগন্ধা, আতা, কলমি, কুরচি, কুশ, কেসুর, গন্ধবিরজা, গাঁদা, তুলসী, ধুতুরা, পান, বট, ভুঁই চাঁপা, রেড়ি, সজনে, হলুদ, হাতিশুঁড়।
বদহজমে ঃ অনন্তমুল, ভুঁই ওকড়া, শাপলা।
বধিরতা ঃ কাকজঙঘা।

বমন নিবারণে	কেসুর, চন্দন, চন্দ্রমূলা, নিম, বেল, মাখনা, মালা, শ্যামদলন।
বসন্তে	উচ্ছে, কলমি, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, তুলসী, বনওকরা, মেথি, সজনে।
বসন্ত নিবারণে	যজ্ঞডুম্বুর।
বহুমূত্রে	আম, কালজাম, তেলাকুচা, ময়ুর শিখা, শ্যামালতা।
বাগিতে	গন্ধবিরজা, বন জৈ, হাতিশুঁড়।
বাতগুল্মে	কানছিড়ে।
বাতরোগে	ইন্দুরকানি পানা, অগুরু, অনন্তমূল, উচ্ছে, ওল, কন্টিকারি, কাওন, কামরাঙ্গা, কুমারিকা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, চাকুন্দে, জয়ন্তী, দাদমারী, ধুতুরা, নাগকেশর, পিপুল, পীতরাজ, ভেলা, বনওকরা, বামুনহাটি, মুক্তঝুরি, রাস্না, রক্তচিতা, রামতুলসী, সজনে, সোনাল, হাতিশুঁড়, হুয়েব।
বিছা, ভিমরুল, বোলতা প্রভৃতির দংশনে	আকন্দ, অশোক, ওল, কচু, কলমি, কাকমাচি, কারিপাতা, কেতকী, জয়ন্তী, টকপালং, তুলসী, নয়নতারা, পাথরকুচি, পুনর্নবা, পীতপাটলা, সুষনি, হাতিশুঁড়।
বুক ধড়ফড়ানিতে	আপাং।
বুকে সর্দিতে	আকন্দ, আমরুল।
ব্যথায়	ধুতুরা, বনওকড়া, বহেড়া, ভাং, সো বাবুল, হাতিশুঁড়।
ব্রঙ্কাইটিস	অশ্বগন্ধা, তেলাকুচা।
ব্রণে	আসশেওড়া, ঘৃতকুমারী।
ভগন্দরে	গোথুবি।
ভিটামিনের (এবিসি) অভাবে	উচ্ছে।
মচকানিতে	জিওল, হলুদ।
মলদ্বারে ক্ষতে	নিষিন্দা।
মশক নিবারণে	নিষিন্দা।
মাথা ঘোরানোয়	কুকুরচিতা, মেরাড়ু।
মাথা ধরায়	কেশুত, ঘোড়ানিম, চাঁপা, নুলা কাশিনা, বকফুল।
মাথার যন্ত্রণায়	কেশুত, রক্তচন্দন।
মাদকগুণযুক্ত বেদনানাশক	হেলমিছোস্টেকিস।
মুখের ক্ষতে	কুরচি, থানকুনি, নিম।
মূত্র কৃচ্ছতায়	আকন্দী, আনারস, কন্টিকারি, কাউয়া কাইচ, কালো তুলসী, কুরচি, ক্ষুদিপানা, গন্ধভাদুলে, গোলমরিচ, চাঁপা, টোকাপানা, তালমূলী, তাল, পশনবেদক, পুদিনা, পেঁপে, বনওকরা, বননারাঙ্গি, ভুঁই ওকড়া, মুথা, মৌরি, হংসপদী।

মূত্র নিয়ন্ত্রণে ঃ গাজর, নিমুখা, নিষিন্দা।
মূত্রাতিসারে ঃ কাকমাচি।
মৃগী ঃ ডানকুনি, বাঘনখ।
মেছেতায় ঃ ঘৃতকুমারী, পিয়াল।
মেধা বর্ধনে ঃ ডালিম, নয়নতারা।
মেহ (গনোরিয়া) রোগে ঃ ভুঁই আমলা, মাখনা।
(পুরুষের)
ম্যালেরিয়ায় ঃ আওয়াল, ঘেটু, সিঙ্কোনা।
যকৃৎ রোগে ঃ কামরাঙ্গা, গোলাপজাম, নিম, পালং, পীতরাজ, হলুদ, হিংচে।
ঃ গরুড়।
রং ফরসা করায় ঃ বাসক।
রক্তচাপে ঃ চন্দন, নয়নতারা, সজনে, সর্পগন্ধা, সুষনি।
রক্তপিত্তে ঃ ডালিম, দূর্বা।
রক্ত প্রস্রাবে ঃ তেজপাতা, রক্তচন্দন, শতমূলী।
রক্তস্রাব নিবারণে ঃ অশোক, আদা, উলু, কালজাম, পাংলা, শিমুল।
রক্তহীনতায় ঃ কাকমাচি, কুলেখাড়া।
রসায়নে ঃ অনন্তমূল, কাউয়া কাইচ, কাজুবাদাম, কুমারিকা, কৃষ্ণকলি, কৈতকী, চন্দ্রমূলা, ধনে, বাতাবি লেবু, ভীমরাজ, মাটি মুন্ডা, লাঠি বাঁশ, হংসপদী।
রাক্ষুসে ক্ষুধা ঃ আপাং।
রাতকানায় ঃ নিম, পান, রেড়ি, শতমূলী।
শক্তিবৃদ্ধিতে ঃ উলু, খেজুর, গাজর, বনলবঙ্গ, ভীমরাজ, ময়নাকাঁটা।
শরীরের দাগ ঃ দূর্বা।
শয্যামূত্রে ঃ কালজাম, রুবাস।
শিরা সঙ্কোচনে ঃ গন্ধ ভাদুলে।
শিশুর নাভি পাকায় ঃ চন্দন।
শিশুর বড় মাথায় ঃ আকন্দ।
শিশুর সর্দিতে ঃ কেশুত, তুলসী, ব্রাহ্মী।
শুক্রতারল্যে ঃ আলকুশী, কুমারিকা, ঘৃতকুমারী, পুনর্নবা, বট, ব্রাহ্মী।
শুক্র বৃদ্ধিকরণে ঃ তালমূলী।
শুক্রমেহে ঃ অর্জুন।
শূলবেদনায় ঃ অপরাজিতা, কুঁচ, কুকুর চিতা, চাঁপা, ছাঁচিবেত, পানমরিচ।
শোথে ঃ আকন্দী, কুলেখাড়া, ছোটকুকসিমা, পুনর্নবা, বেল, ভৃঙ্গরাজ, মানকচু, হাপরমালী।

শ্রবণশক্তি বৃদ্ধিতে	ঃ	ইন্দুরকানি পানা, মহানিম।
শ্বেত প্রদরে	ঃ	কুর্তি কলাই, ডালিম, দুর্বা, নাগকেশর, পাকুড়, বনপাদাম।
শ্বেতীতে	ঃ	অগুরু, জয়ন্তী, বহেড়া।
সংজ্ঞাহীনতায়	ঃ	বাতাবি লেবু।
সর্দিতে	ঃ	আদা, কালোজিরা, কৃষ্ণকলি, কেউ, গোলমরিচ, জয়ন্তী, জিয়াপুত, দ্রোণপুষ্প, বকফুল, বেল, ময়ুর শিখা।
সায়াটিকায়	ঃ	ঘোড়ানিম, চাকুন্দে, শিউলি।
সোরাইসিসে	ঃ	গুলঞ্চ।
স্কার্ভি রোগে	ঃ	আমড়া, করমচা, কয়েতবেল, বিলিম্বি।
স্বরভঙ্গে	ঃ	কালকাসুন্দে, গুলঞ্চ, বহেড়া, ব্রাহ্মী, হলুদ, হরীতকী।
স্তন ঠুনকায়	ঃ	কলমি, বেলফুল, মাকাল, রক্তচন্দন, রেড়ি।
স্তন শৈথিল্যে	ঃ	বট।
স্তন্য বর্ধনে	ঃ	অনন্তমূল, কলমি, কালোজিরা, ছাতিম, ছোট দুধী, দুধী, ভুঁই কুমড়া, রেড়ি, শতমূলী।
স্নায়বিক দুর্বলতায়	ঃ	ক্ষেত পাপড়া, গাজর, ডানকুনি, তেশিরা মনসা, ভৃঙ্গরাজ, রাস্না, সুপারি, হিংচে।
স্বভাবের পরিবর্তনে	ঃ	কুলেখাড়া।
স্মৃতিভ্রংশে	ঃ	তেজপাতা, ব্রাহ্মী।
হাতপায়ের জ্বালায়	ঃ	কালজাম।
হাঁপানিতে	ঃ	আকন্দ, কন্টিকারি, কালকাসুন্দে, ছাগলবেটে, গ্লাইকেনিয়া, তুলসী, দন্তী, ধুতুরা. নিষিন্দা, পিপুল, বামুনহাটি, বাসক, মনসাসিজ, মহাবরী বচ, মাকাল, মাধবীলতা, মুক্তঝুরি, হলুদ।
হাই তোলায়	ঃ	করমচা।
হাজায়	ঃ	পান, বন চালিতা।
হামে	ঃ	তুলসী, হলুদ।
হিক্কায়	ঃ	আদা, চন্দন, সজনে।
হিস্টিরিয়ায়	ঃ	অপরাজিতা, কামিনী, কালকাসুন্দে, ব্রাহ্মী, যোয়ান, শতমূলী, সুষনি।
হুপিং কাশিতে	ঃ	কালকাসুন্দে।
হৃদ্‌রোগে	ঃ	অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ডালিম, পদ্ম, বেড়েলা, মুর্বা, শাপলা।

আলোচিত বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের রাসায়নিক গুণাগুণ

Magnoliaceae

Michelia champaca

Leriodenine, ushinsurine and norushinsumine, carthenolide and sitosterol..

Anonaceae

Anona squamosa

Anonaine (alkaloid 0.03%). pulp contains moisture 73.2%, glucose 14.5%, saccharose 1.7%, proteins 0.8%, vitamin C. Dry kernel of seeds contain 30.0% oil.

Anona reticulata

Bark contains – an alkaloid - anonaine 0.12%
Root bark contains – an alkaloid - reticulin
Fruit contains – moisture 72.3%, glucose 12.5% and proteins 2%

Lauraceae

Cinnamomum tamala

d - y - phellandrene, eugenol and cinnamic aldehyde.

Dilleniaceae

Dillemia indica

Tannin, glucose, malic acid.

Caesalpinaceae

Bauhinia variegata

Gummy materials, Tannin, sterols

Caesalpinia bondac

Essential oils. Glabrin (amino acid) Karanjin, pongapin, kanjone and pongaglabrane, pongamol, Tannin, Fatty alcohols.

Cassia fistula

Anthraquinone derivatives, small amount of tannin, phlobaphehes, small amount of volatile oil, waxy substances and resinous substances.

C. occidentales

Emodin, oxymethyl anthraquinones, toxalbumin, mucilage, chrysarobin, tannic acid, fatty oil.

Cassia tora

Emodin, glycoside, fixed oil ; tannic acid ; chrysophanic acid ; flavoroid constitueats.

Saraca asoca

a) Tannis, catechol, essential oil b) catechol, haema toxylin, a ketosterol, a saponia, organic calcium compound.

Mimosaceae

Acacia nilotica

Sucrose, tannin, enzyme, auxin

Pterocarpus santalinus

Glycosides, colouring matter, marsupium

Albizzia lebbek

Aminoacids - aspertic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline, glycine, alanine, valine, methionine, isoleucine, leucine, tyrosine, lysine, phenylalanine, histidine, arginine, tryptophan, essential oil.

Leucana leucocephala

Protein - 27-34%, Aminoacids, Carotene, Vitamins, minerals like calcium, phosphorus and tannin.

Papilionaceae

Abrus precatorius

Alkaloids - abrin, abrine, tryptophan, glycoside abrolin

other constituents like unidentified crystaline substance, toxalbumin.

Butea monosperma

A yellow tasteless oil, proteolytic and lypolytic enzyms, butein, butrin.

Clitoria ternatea

Fatty acids viz - oleic acid, linoleic acid, myristic acid, palmitic acid,

stearic acid ; Sterol viz gamasitosterol; fixed oil ; tannin and a bitter resinous principle.

Deris trifoliata

Alkaloid, glucoside - rotenone 0.47%

Desmodium triquetrum

Dried leaves contain 7.1 - 8.6% tannin.

Dolichos uniflorus

Seeds - moisture - 11.8, crude protein-22.0, fat-0.5, mineral matter - 3.1, fibre - 5.3, cabohydrades 57.3, calcium - 0.28, phosphorus - 0.39%, iron 7.6 mg, nicotinic acid 1.5 mg, vitamin A 119 units per 100 gm.

Melilotus albus

It contains coumarin.

Milletia auriculata

Root contains saponin

Mucuna pruriens

Alkaloids - mucunine, nicotine, muconadine, prurieninine, viscous oil; C-3 : 4 dihydroxy phenylalanine.

Pongamia glabra

Essential oils; glabarin (amino acid); karangin, pongapin, kanjone, pongaglabrone, pongamol, tannin and fatty alcohals.

Sesbania grandiflora

Protein, vitamin-A, thiamine, riboflavin, nicotinic acid, vitamin-C, Grandifloral.

S. sesban

a) A neutral unsaturated lactone, b) furocoumarin, c) a gummy material d) flavoral, e) protein, f) vitamin-C, g) fatty acids viz palmitic, stearic, lignoceric, oleic, linoleic and linolenic.

Trigonela foenum-gracum

Seed contains alkaloid trigonelline and choline, esential oil, saponin,

prolamin, fixed and volatile oil, mucilage bitter extract and yellow colouring substance.

Symplocaceae

Symplocos racemosa

Bark contains – oxalic acid, phytosterol, reducing sugars, a lactone, colouring matter, two glycosides, alkaloids viz loturin and colloturine.

Juglandaceae

Engelhardtia spicata

Bark contains a resin.

Cannabinaceae

Cannabis sativa

Alkaloids - Cannabinol, pseudo-cannabinol, cannabinin, resin contains a crystalline compoud cannin.

Moraceae

Ficus bengalensis

Milky juice, sterols, glycoside, Terpenoids, Albuminoids, ficosterol, glutathiose cellulose, lignin.

F. *racemaa*

Dichlorobenzoic acid, dihydropsonalen, hydroxycoumarin, enzyme.

F. *religiosa*

Protein, Inorgamic chemicals viz calcium, phosphorous, glycosides; tannin, caoutchouc; alkalaids (trace).

F. *virens*

Leaves - Crude protein 10.2%, ether extract 2.67%, crude fibre 22.77%, N-free extract 52.24%, nitrogen 1%, phosphorus 0.2%, calcium 5.1%, total ash 12.14%.

Streblus asper

Milky juice, a bitter substance

Flacourtiaceae

Hydnocarpus kurzii

Fresth seeds contain HCN 0.4%, fixed oil 30.9%, oil contains hydnocarpic acid, chaulmoogric acid, gloric acid, oleic acid, palmitic acid etc.

Gynocordia odorata

Gynocordia (crystalline glucoside 5.0%) oil consists of linolic acid, palmitic acid, linolenic acid, isolinolenic acid, oleic acid; hydrolytic enzyme, Gynocardase.

Thymelaeaceae

Aquilaria malaccensis

Bark - moisturc 9.3%, cellulose 41.8%, ash 10.7% and essential oil. wood contains a sesquiterpene and unidentified ketone.

Nyctaginaceae

Boerhavia diffusa

Alkaloid punarnavine and other unidentified bases, fatty alcohol, sterols- β – sitosterol, α – sitosterol.

Mirabilis jalapa

Root contains resin 3%, trigonelline (alkaloid) and carlbohydrate, fruit yeild water soluble starch.

Capparaceae

Cleome viscosa

Edible portion (excluding flower and fruit) contains – moisture 80.4%, ether extractive 1.8%, ash 3.75% (calcium, phoshorus, iron) vitamin -C

Dry seed contains fixed oil which on standing deposits palmitic, myristic and viscosic acids. Alcoholic extract of seed give flavone - vislosin.

Crataeva narvala

Bark contains – saponin and tannin, root bark contains - lupeol, B sitosterol of varunol.

Moringaceae

Moringa oleifera

a) Alkaloids viz moringine, mominginine b) Some amorphous bases c) Antibiotic pterigospermin active against both grampositive, gram-negative and acid-fast bacteria.

Cucurbitaceae

Coccinia grandis

a) Enzyme, hormone, amylase b) traces of alkaloids c) vitamin-A, vitamin - C.

Diplocyclos palmatus

Whole plant contains bitter principle bryomin.

Luffa cylindrica

Saponin, a neutral crystalline bitter principle, a bitter saponin.

Momordica charantia

a) Protein, carbohydrate, vitamin-A, theamine, nicotinic acid, riboflavin, ascorbic acid b) Free aminoacids - aspertic acid serine, glutamic acid, threonine, alanine, c) green fruit contain lubeodin d) alkaloid-momordicine e) aromatic volatile oil.

Trichosanthes anguinea

Fruit (edible matter) – moisture 94.6%, protein 0.5%, fat 0.03%, fibre 0.8%, other carbohydrates 3.3%, mineral matter 0.5%, (Ca, Fe, Na, K, Cu), oxalic acid, phosphorus, chlorine, vitamins-thiamin, riboflavin, nicotinic acid, carotene, free amino acids, glucose and fructose, enzymes, elaterase, esterase; fatty acids-trichosanic acid, linoleic acid, oleic acid, palmatic acid & stearic acid.

T. bractata

Plant contains – bitter substances

T. dioica

Saponin, hydrocarbon viz. pentriacontane, sterols viz, bitasitosterol, gamasitosterol, glycosides, essential oil (small amount), traces of tannin.

Caricaceae

Carica papaya.

Fresh fruit pulp contains sucrose, invert sugar, papain, malic acid, salts of tartaric and citric acids, a resinous substance, pectins, vitamin-A, thiamine, riboflavin, niacin & ascorbic acid.

Seed contains protein 24.3%, carbohydrate 15.5%, fatty oil 25.3% and ash 8.8%, volatile oil 0.09%, a glycoside, caricin and enzyme myrosin, unsaturated acids – oleic and linoleic, saturated acids - palmitic, stearic, arachidic. Latex contains – water 75%, caoutchoue like substance 4.5%, papain 5.3%, fat 2.4%, resin 2.8% carpaine (trace), malic acid 0.44% and pectinous matter.

Sterculiacoae

Abroma augusta

Root contains – an alkalaid 0.0% and some water soluble bases 0.1%, mixed oil & resins.

Malvaceae

Abelmoschus manihot

Moisture 11.4%, protein 2.3%, starch 13.3%, crude fibre 31.5%, flavonoid (myricetin and cannabistrin), terpene (farnesol and ambrettolide), fatty oil 14.5%, volatile oil 6%, resin and a bitter principle.

Abutilon indicum

Seeds contain – semidrying oil 9.21% (linoleic, oleic, palmitic & stearic acids), raffinose 1.6% and mucilage.
Bark contains - astringent substance.

Hibiscus rosa-sinensis

Thiamin, riboflavin, niacin and ascorbic acid. Cyanidin diglocoside, carotene.

Sida cordifolia

Alkaloidviz ephedrine, terpenoids, glycosides, steroids, phytosterol, resin, acids, mucilage.

S. rhombifolia
Leaves contain large amount of mucilage.

Urena lobata

Seeds contain urease.

Malphigiacaae

Hiptage benghalensis

Bark contains a glucoside (hiptogin), tannin 8.5% and an aromatic bitter principle.

Root contains hiptogin.

Bombacacoae

Bombax ceiba

Catechutanic acid, fatty matter, stearin, proteins, semul red, tannins, arabinose, galactose, pectone matter, starch, mucilage, lipids viz-phosphatides, lephaelin.

Euphorbiaceae

Acalypha indica

Alkaloids viz. acalyphine, cyanogenetic glucoside and triacetonamine, active principle HCN and an unknown substance extremely poisonous to rabits.

Baliospermum montanum

Seed contains oil 30-45% and unsaponin matter.

Dryptes roxburghii

Fruit pulp contains mannitol, saponin glucoside and an unidentified alkaloid.

Seed kernel contains essential oil (isopropyl, 2-butyl isothiocyanates, 2 methyl butyl isocyanate), fatty acids (oleic, stearic, linoleic, palmitic and arachidic); glycoputranjivan, glucocohearin and glucojiaputin.

Euphorbia antiquarum

Euphorbin, saline extract of stem show antibiotic activity.

E. hirta

Plant contains quercetin, triaconatane, jambulol (ellagic acid) and phytosterolin, gallic, melissic, palmitic, oleic and linoleic acids, and an alkaloid (xanthorhamnin) leaves contain - moisture 78.14%, protein 4.65%, ether extr. 1.7% and ash 3.15% ; vitamin - C 44.32 mg/100g.

E. ligularia

Euphorbin, euphorbon, euphorbia, resin, essential oil.

E. thymifolia

Plant contains – a green essential oil, cymol, cravacrol limonene, 2 sesquiterpenes & salicylic acid.

Homonia riparia

Milky juice contains toxalbumin crepetin.

Jatropha curcas

Seed contains toxic principle curcin, seed kernel give fatty oil, 2 phytosterols, a phytoterolin, large amount of sucrose and resinous matter.

Mallotus phillippensis

1. Rottleria and isorottlerin (resin of low mp)
2. Oil contains
   a) Kamlolenic acid 58.5%,
   b) Conjugated dienoic acid 4.5%,
   c) Linoleic acid 11.7%,
   d) Oleic acid 43.3%,
   e) Lauric acid 0.1%,
   f) Myristic acid 2.5%,
   g) Palmitic acid 8.7%
   h) Stearic acid 0.7%.
3. Seed cake - a) Moisture 2.85%, b) Protein 48%, c) Carbohydrates 35.5%, d) Crude fibre 6.57%, e) Ash 6.98%, Phosphate 0.7-0.8% and Potash.
4. Leaves contain

   a) Nitrogen 3.29%, b) Calcium 1.64%, c) Ash 7.83%, d) Tannin 7-10%.

Phyllanthus emblica

a) Vitamin viz. ascorbic acid b) amino acid viz glycine c) tannin d) poly phenolic compounds viz. corilagin, ellagic acid, terechebin, gallic acid, chebulic acid, chebulagic acid chebulinic acid e) fixed oil f) lipids viz. phosphatides g) essential oil.

P. fraterns

Leaves contain Phyllanthin 4%, hypophyllanthin 0.05%, wax 5% and potassium 0.83%.

P. urinaria

Plant contains alkaloidal principle.

Ricinus communis

a) Alkaloids viz. recinine and toxalbumin recin
b) Fixed oil 45-50%

Tragia involucrata

Cellulose

Dipterocarpaceae

Shorea robusta

Wood - moisture 12.5% cellulose 44.04%, lignin 32.44%, pentosans 17.5% and ash 0.53%.

Bark - moisture 13.46%, cellulose 52.19%, lignin 25.8%,

Seed - moisture 5.23%, protein 6.16%, ether extract 16.77%, crude fibre 4.81%, N-free extract 63.25, calcium 18%, ash 3.78%, fatty oil 19.2%. Fatty oils - palmitic, stearic, arachidic, oleic and linoleic.

Bark & leaves contain tannin, resin & essential oil.

Clusiaceae

Callophyllum inophyllum

Fresh seed - moisture 27.23%, ash 1.07%, protein 6.41%, fat 60.72%, carbohydrates 4.07%.

Kernel contains oils 10-30%, unsaponin matter 0.25-1.4% sistosterol, fatty acids (oleic, linoleic, palmitic and stearic) and resin.

Bark contains - tannin 11.9%.

Garcinia cowa

Plant gives gumresin.

G. xanthochymus

Plant contains gumresin.

Myrtaceae

Mesua ferrea

Kernal oil contains fatty acids like myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic and glycerides like trisaturated palmitostearo-olein etc.

Seeds contain a pale yellow lactone, mescol 1% and measune. Both these oils show antibacterial against *Micrococcus pyogenes, E.coli, Eberthella typhosa, Vibro cholerae* etc.

Syzygium cumini

a) Alkaloid viz. jambesine b) glycoside c) ellagic acid d) essential oil.

S. jambos

Leaves and bark contain alkaloid jambosin, tannin, an oleoresin.

Punicaceae

Punica granatum

a) Alkaloids viz. pseudo-pelletierine, pellatierine, isopelletierine, methyl pelletierine b) vitamin P , mannitol and sorbitol.

Combretaceae

Terminalia arjuna

a) Crystallinc compounds viz, arjunine b) lactonic constituents c) essential oil d) tannin e) reducing sugar f) colouring matter

T. belimica

a) Tannin b) fixed oil c) saponin d) resinous compounds e) amorphous glycosidal compounds.

T. chebula

a) Tannins b) polyphenolic compounds viz. chebolinic acid, chebulagic acid, gallic acid, corilagin, number of unidentified phenolic constituents c) Authraquinone dye stuff.

Santalaceae

Santalum album

a) Santalol 89-96% b) Allo-hydroxyproline
c) Anthocyanin d) Phenols
e) Tannins f) Essential oil

Rhamnaceae

Ventilago madraspatana

Root bark contains trihydroxymethyl - anthra nolmonomethyl ether, emodinmonomethyl ether.

Ziziphus oenoplia (L.) Mill

Root bark contains two new cyclopeptide alkaloids, zizyphine - A and zizyphinc - B, betolinic acid, d-glocse, d - fructose, sucrose and inidentified polysacehasides, betulinic acid.

Vitaceae

Cissus quadrangularis

Plant contains moisture 13.1%, proteins 12.8% fat and wax 10%, fibre

15.6%, carbohydrates 36.6%, mucilages and pectins 1.2%, vitamin-C, Ash 18.2% mostly as carbonates and to smaller extent phosphates of sodium, potassium, magnesium and calcium). Carotenc (26%mg/100g fresh plant), potassium tartarate of calcium oxalate.

Leeaceae

Leea aequata

Plant contains essential oil 0.15%
Root, tuber, stem contain mucilaginous astringent substance

L. Indica
Leaves contain amorphous froth formig acid.

Ebenaceae

Diospyrus peregrina

a) Tannin b) acids viz. tannic acid, malic acid c) fatty oil.

Sapotaceae

Mimusops elengi

a) Saponin b) fatty oil c) sterols

Madhuka latifolia

Seeds - moisture 7-8%, fatty oils 51% (oleic, palmitic, stearic, linoleic, myristic and arachidic), protein 8%, ash-2.7%, fibre-10.3%, sterols and hydrocarbon illipene.

Flowers - moisture 18.6%, protein - 4.4%, fat - 0.5%, sugar 72.9%, ash 2.7%, inorganic matter viz phosphorus, calcium, iron. magnesium, copper, vitamins viz, ascorbic acid, vitamin-A, thiamin, riboflavin, niacin, folic acid, phanthothanic acid, biotin and inositol.

Leaves - moisture 78.95%, organic matter 19.6%, N. D 4.3%, mineral matter 1.45%, potash-0.43%, phosphoric acid 0.087% and silica 10%.

Rutaceae

Aegle marmelos

a) Vitamin viz. vit. A, B, C & D, ascorbic acid

b) carotenoid pigments c) glycosides viz. pesnidin 3-galactoside. d) other constituents viz UDP-glucosepyrophosphorylase, ADP-glucosepyrophosphorylase, UDP-gluoose, fructose-6-phosphate,

nucleoside diphoshate kiase e) ethylgaliate, phenol, starch.

Citrus maxima

Naringin, oil from peel-d-limonene, D-pinene, linalool, geraniol, citrus fruit are rich source of vitamin-C.

C. medica

Oil from peel - limonene, dipentene, citral etc.

C. reticulata

Oil from peel - d - limonene, terpene, carene, linalool.

Feronia limonia

Essential oil, estragol
Leaves yield 0.73% essential oil.

Glycosmis arborea

Mature leaves and bark contains furoquinoline bases (kokusaginine, y-fagarine & skimmianine) ; alkalaids (arborine, arborinine, glycosine, glycosamine, glycosminine, glycosmicine, glycorine and glyborine); triterpenes (arborinols A, B and myricyl alcohol) ; sterols (B - sitosterol and stigmesterol) ; sugar 2.1% ; a pholobaphane and tannin.

Murraya koenigii

Leaves contain moisture 66.3%, protein 6.1%, fat 1.0%, carbohydrate 16.0%, volatile oil 2.6%, mineral matter 4.2%, Ca 810 mg, P 600 mg, Fe 3.1 mg, carotene (as vit.A) 12,600 i.u., nicotinic acid 2.3 mg, vit-C 4 mg/100gm, amino acid (asparagine, glycine, serine, aspartic acid, glutamic acid, theonine, alanine, proline, tyrosine, tryptophan, phenylalanine, leucine, isoleucine, ornithine, lysine, arginine and histidine), a glycoside and a resin.
Fruit contains a volatile oil 0.76% and koenigin.

M. paniculata

Fresh leaves on distillation yield (0.01%) volatile oil with pleasant odour. Oil contains sesuqiterpenes, a sesquiterpene alcohol and probably methyl anthranilate.

Flowers contain indole and a bitter crystalline glucoside murrayin identical with scopolin. Air dried petals yield scopolin.

Simarubiaceae

Ailauthus integrifolia

Quassin, ailantic acid.

Averrhoaceae

Averrhoa carambola

Fruit - moisture 93.0%, protein 0.5%, fat 0.2%, carbohydrates 4.8%, mineral matter 0.2%, vitamin-A, iron 0.6 mg, potassium oxalate.

A. bilimbi

Fruit contains 42.2% juice of pH 4.47.

Meliaceae

Aphanomixis polystachya

Aphanamixin, aphanamixol and aphamixinine.

Azadirachta indica

a) Alkaloids viz. nimbin, nimbinin, nimbidin, nimbosterin, nimbectin, bakayanin

b) Fatty acids (different types).

c) Highly pungent essential oil.

Melia azedarach

Leaves contain carotenoid, meliatin & an alkaloid.

Pericarp contains bakayanin, neutral substances (neobakayania and bakayanic acid)

Fruit contains an alkalaid, azaridine, a sterol, tannin, glucose and starch.

Seed contains drying oil 40%, unsapon matter 1.26%, saturated fatty acids 11.4%, unsaturated fatty acids 88.6%, unsaponifiable matter (phytosterols and aromatic hydrocarbon).

Bark contains - alkaloids (azaridine and paraisine) and active substances mp 154^0.

Sapindaceae

Cardiospermum helicacabum

Plant contains saponin.

Anacardiaceae

Anacardium occidentale

Bark contains tannin 9%, nontans 9%, B sitosterol.
Cashew apple contains moisture 87.9%, protein 0.2%, fat 0.1%, carbohydrates 11.6%, mineral matter 0.2%, Ca, P, Fe, thiamin, reboflavin, niacin, vitamin - C, carotene, oils (malic acid, cardanol, anacardic acid and cardol) and phenol - sugars, alcohol 8.3%, amino acids (alanine, aspertic acid, aspergine, glutamic acid, glycine, leucine, prolene, serine, tryptophan and valine), a polyphenol.

Kernel contains water 5.9%, protein 21%, fats 46.9%, fibre 1.3%, carbohydrate 22.3%, mineral matter 2.4% (Ca, P, Fe). Oils (palmitic, stearic, oleic, linoleic, palmitoleic, myristic and arachidic) thiamin, riboflavin, niacin, vitamin-C.

Carotene, amino acids (arginin, histidine, lysine, phenyl alamine, methionine, threonine, tryptophan, leucine, isoleucine, valine, alanine, aspartic acid, cystine, glutamic acid, glycine, serine & tyrosine).

Buchania lanzan

Bark contains tannin 13.4% and non-tannin substance 9.4% Kernel contains oil 51.8%, starch 12.1%, protein 21.6%, sugar 5%, & amino acids.

Lannea cordmandelica

Wood - Cellulose 53.37%, lignin 24.11%, pentosans 15.11%, ash 1.6%
Bark - Phlobatanin 8%.
Gum - Carbohydrates viz l - arabinose and d- galactose, jeolic acid as Ca, Mg & K salts, aldobionic acid viz. galactose - galacturonic acid.

Mangifera indica

a) Vitamin A, B, C & D, ascorbic acid b) carotenoid pigments c) glycosides viz, pesnidin 3-galactoside. d) other constituents viz UDP glucosepyro phosphorylase, ADP glucosephyrophosphorylase, UDP - glucuse, fructose - 6 phosphate, nucleoside diphosphate kinase e) ethylgaliate, phenol, starch.

Semicarpus anacardium
Plant contains anacardic acid, cardol, calechol, anacardol, bhilawanol, semicarpol, fixed oil, phenols & hydrocarbon.

Kernel contains moisture 3.8%, protein 26.4%, fat 36.4%, fibre 1.4%, cahborydrates 28.4%, minerals 3.6%, unsaponin matter 0.8%, glycoside, trihydroxy flavone. Vitamin (Thiamin, riboflavin and nicotinic acid) & amino acids (lycine, histidine, tryptophan, arginine, leucine, isoleucine, methionine, threonin, phenylalanin valine), fatty acids (myristic, palmitic, stearic, oleic & linoleic).

Spondias pinnata

B - Amyrin and oeanolic acid from fruits. Glycine, cystine, serine, alanine and leucine from froth. Lignoceric aid, B - sitosterol and its glucosides from other aerial parts.

Oleaceae

Jasminum smabac
Flower contains essential oil esters 32-35% (as bezyl acetate), alcohol (as linalool) 30-36%, methyl anthranilate 3%, indole 3% and yellow pigments.

J. multiflorum
Flower contains volatile oil
Leaves contain bitter substances

Apocynaceae

Alstonia scholaris
a) Alkaloids viz. echitamien, echitamidine, ditamine, echitenine derivative b) Lactones, sterols

Carissa carandas
Fruits give alkaloids, salisailic acid.

Catharanthus roseus

Leaves contains : 2 glycosidal principles and ursolic acid, alkaloids like leurosine, isoleurosine, perivine, mitraphylline, lochnerine, perosine, sitsirikine, perividine and canvincine, two alcohols (lochnerol & lochnerallol), tannin, carotenoids, sterols, sesquiterpene, a flavone derivative of an oleoresin.

Whole plant contains ursolic acid and about 44 alkaloids.
Root contains 24 alkaloids viz. ajmalicine, vinsidine lochnerivine, levrosivine, cavincine etc.

Root bark contains alkaloids (serpentine, ajmalicine, lochnericine, alstonine), a phenolic resin 2%, d - camphor 3%, a neutral substance. Flower (purple) contains anthocyanin.

Holarrhena autidysentirica

a) Alkaloids viz. holadysamine, holadysine, holarrhidine, irchdiamine - kurchaline, kurchassine, alpha kurchessine, kurchiline, kurchimine, kurchiphylline, 3-N, methylhollrimine, 20-N-methyl hotlarhimine etc. Sterols viz. B-sitosterrol, y-sitosterol.

Ichnocarpus frutescens

a) Essential oil b) 2-hydroxy-4-methyl benjaldehyde, c) Sterols, d) Glucosides e) Other constituents viz.saponin, resin acid and tannin.

Nerium indicum

1) Cardioactive glycosides viz. neriodorin, neriodorein & karabin. 2) Tannin, deep red colouring matter, essential oil, crystalline wax, 3) Cardiotonic substance viz oleandrin, ursolic acid, oleanolic acid, neriodin, nerium D, 4) Leaves contain rutin, adynrerin, nerium E and nerium F.

Rauwolfia serpentina

a) Alkaloids viz. ajmaline, ajmalinine, ajmalicine, serpentine, serpentinine, isoajmaline, neoajmaline, rouwolfine b) Other basic constituents c) Oleoresin, serposterol.

Thevetia peruviana

Bark contains glycosides (nerifolin and peruvoside) and lupeol acetate.
Root contains glycosides (thevetin amd nerifolin),
Leaves contain L-amyrin, B-amyrin and a cardiac glycoside,
Flower - a flavonal glycoside (glycoside of quercetin-4-methyl ether)
Kernel contains pale yellow oil 57%, unsaponifiable matter 1.4%, fatty acids, unknown substances (abonain mp. 185^0d. and nerrifolin mp. 189^0), glycosides (thevetin B, 2^1-0-acotyle cerberoside, neriifolin, peruvoside, ruvoside and perusitin)

Vallaris solanacea

Leaves contain urosolic acid, triterpinic acid,
Seeds contain glycosids (viz. acoschimperoside, mono-o-

acetylsolanoside, vallaroside, vallerosolanoside, solanoside, etc) and fatty oil (lignocere 0.5%, oleic 35.3% and linoleic acids 40.4%)

stem contains B-sitosterol.

Periplocaceae

Hemidesmus indicus

1) Essential oil 2) 2-hydroxy-4-benzaldehyde 3) sterols, 4) Glycosides 5) Other constituents viz. saponin, resin acid & tannins.

Asclepiadaceale

Asclepias curassavica

Glucoside asclepiadin, vincetoxin.

Calotropis gigantea

a) Akundarin, calotropin, uscharin, calotoxin, calactin, B-calotropeol, B-amyrin, calcium oxalate, gigantin, glutathione, gigantol, iso-giganteol

b) A proteoclastic enzyme similarto papain

c) Crytalline alcohols, long chain fatty acids,

d) Tetracyclic terpenes, esters or waxy acids & alcohols.

Pergularia daemia

Plant extract - Triterpenes (lupeol and its acetate, α and β-amyrin and its acetate, hentoiacontane and betaine), sterols (B-sitosterol, 5 B-stigmast) calactin, catotropin and calotropagenin, uzarigenin cardirolides and polypeptides, a bitter glucoside principle and resin.

Rubiaceae

Authocephalus chinensis.

Acids viz quinonie acid, cinchotananic acid ; tannins.

Cinchona ledgeriana

Alkaloid - quininc (in old plant root-5.14%, trunk-6.04% branches-0.08%) quinine sulphate (root-2.73%, trunk - 3.5%, branches-0.85%). Upper young leaves richer in alkaloid than older leaves. Other alkaloids include cinchomidine quinidine, cinchonine.

C. succirubra

Major alkaloid - cinchonine

Gardenia jasminoides

Leaves and fruit contain glucosides (gardenoside, gentiobioside, geniposide, crocin, gardenin), tannin, essential oil, pectin, β-sitosterol, d-maanitol, nonacosane.

Gardenia resinifera

Gum with essential oil, bitter substance
gum contain resin, volatile oil and colouring matter gardenin.

Hedyotis corymbosa

Air dried plant contains alkaloid 0.12%, biflorin, biflorone ; stored plant contains ursolic acid, sitosterol, ebanolic acid.

H. auricularia

Alkaloid hedyotine, stem and root contain 0.001% alkaloid auricularine and another alkalaid.

H. biflora

contains alkaloid.

Meyna spinosa

Decorticated seeds - fatty acids 38.5% (palmitic, stearic, oleic and linoleic) and unsaponin matter 0.95%.

Paderina foetida

a) Essential oil, b) alkaloids, c) straight chain fatty alcohols, d) sterols.

Bignoniaceae

Stereospermum personatum

Bark contains a bitter substance.

Leaves contain crude protein 8.1-11.4%, ether extract 1.4-2.8%, crude fibre 22.29%, ash 10-15%. (P, Mg, S, K and Na).

Pedaliaceae

Sesamum indicum

a) Vitamins, carbohydrates, proteins, b) sesamin, sesamolin, sesamol ,

:) guaicol, phenol, furfuryl alcohol, 2-acetyl - 3 - methyl furan, acetyl -
ɔyrazine, 2-acetyl pyrrole and α -formyl pyrrole.

Verbenaceae

Callicarpa macrophylla

Roots contain aromatic oil and fibre.

Clerodendrum indicum
Bark contains D- mannitol 1.8% and sorbitol, alkaloid and resin.

C. inerme
Leaves contain amorphous bitter principle, resin, gum.

C. viscosum
1. Clerodin 2. Sterol 3. Xanthophyll 4. Carotene 5. Leaves contain a) ash 8.0%, b) Protein 21.2% c) Crude fibre 14.8%, d) reducing sugar 3.0% e) total sugar 17.0% 6. Leaves contain fixed oil consisting of a) Linolenic acid b) Oleic acid c) Stearic acid d) Lignoceric acid.

Gmelina arborea
Fruit contains - Butyric acid, tartaric acid (trace) & resinous and saccharine matter

Bark & root contains - Traces of benzoic acid & resinous and saccharine substances

Wood on destructive distillation give pyroligneons acid esters, acetone and methanol, carbondioxide & unsaturated hydrocarbon.

Phylla nodiflora
Plant yield 2 glucosidic colouring matters, nodiflorin-A, nodiflorin B, free lactose , maltose, glucose, fructose, xylose found in aquasextract. Plant also contain traces of non-glucoside bitter substance, an essential Oil resin and large amount of potassium nitrate. Leaves contain tannin 8% fat 9%, rutin, a waxy ester and B-sitosterol.

Nyctanthes arbortristis
A crystalline nyctanthin, resins, piperment like oil b) Amorphons glycoside c) Essential oil d) Fatty alcohols and sterols.

Vitex negundo

a) Alkaloids viz nishindin and unidentified alkaloids
b) Essential oil c) Sterols d) Terpenoid constituents.

V. pedunculars

Leaves contain traces of an alkaloid not active against malaria but useful in black fever.

Ranunculaceae

Nigella sativa

Seed - Volatile oil 1% (carvone, and limonene and cynene), fatty oil 35% (stearic, palmitic & oleic), glycerides (trilinobin, dilinobin and oleidilinobin), saponin melanthin and metanthingenin), total ash 3.8%, bitter principle (nigellin); nigellone, protein, tannin, reducing sugar and resin.

Nelumbo nucifera

a) Alkaloids (nelumbin, nupharine), b) Volatile oil
c) Tannin.

Menispermiaceae

Cissampelos pareira

Alkaloids sepeerine, berbeerine, cissampeline, plant extract contains saponin and abundance of quaternary ammonium bases. Alkaloids hyatin, hyatinin and a quercitol and a sterol isolated from the roots.

Cocculus hirsutus

a) Alkaloids viz. coclavrine, trilobine, isotrilobine, menisarine, tetraadrine b) quaternery base viz. cocsarnine 10-ethoxy-1, 2, 9- trimethoxyaposphine c) alkaloid glycosides d) sterols

Stephania japanica

saponin

Tinospora cordifolia

a) Giloin b) Giloinin c) Glycoxdes of myristic and palmitic acids d) Unidentified bitter principle e) A neutral substance f) Glycosides.

Piperaceae

Piper betel

a) Phenolic compouds viz. chavicol, hydroxychavicol

b) Vitamin viz ascorbic acid c) Enzymes d) Essential oil.

P. longum

1. Piperine. 2. Piperlonguminine. 3. Piperlongumine. 4. N-Isobutyl deca-trans-2-trans-4-dienamide. 5. Sesamine. 6. Diaplasterol. 9. Terpinolene. 10. P-cymene. 11. Dihydrocarveol 12. α-Thujene. 13. Zingiberene 14. B-Caryophyllene. 15. n-Eccosane. 16. n-Heptane. 17. n-Hexadecane. 18. n-Hexiecosane. 19. n-Nonadecane. 20. n-Octadecane 21. p-Methoxyacetophenone. 22. Phenyl ethyl alcohol.

P. nigrum

a) Alkaloids viz. piperettine chavicine, piperidine b) Acids viz. pipernic acid, isopipernic acid, chavicinic acid, isochavicinia acid c) Fatty alcohol, essential oil.

Papavaraceae

Argemone maxicana

Seeds contain a) Oleic acid 22%, b) Linolic acid 48%, c) Palmitooleic acid 6%, d) Ricinoleic acid 10%.

Carryophyllaceae

Mollugo spergula

a) Saponin, b) Vitamin viz. carotene, c) Fatty acid, d) Glucoside (different types), e) Alkaloid 0.038%, f) Highly essential oil.

Portulaccaceae

Portulacca oleracea

1. a) Protein 2.4%, b) Ether extract 0.6%, c) crude fibre 1.3%, d) Carbohydrates 2.9%, e) Moisture 90.5%, f) Mineral matters 2.3%, (Ca, Mg, Na, K, Cu), g) Sulphur, h) Chlorine.
2. Vitamins (Mg/100gm) a) Thiamin 0.10, b) Riboflavin 0.22, c) Nicotinic acid 0.7, d) vit. C 29.
3. 1-noradrenaline 4. DOPA 5. Unidentified catechol.

Polygonaceae

Polygonum hydropiper

Leaves contain essential oil oxymethy anthraquines, polygonic acid which cause irritation, a glycoside and a polygone containing etheral oil which lowers blood pressure.

Rumex vesicarius

Albuminoid 12.7%, Carbohydrate, 57.83%, Rumicin and Lapthin etc.

Chenopodiaceae

Spinacia olaracea

1. a) Water 88.47%, b) Nitrogenons matter 3.49%, c) Fat 0.58%, d) Sugar 0.10% e) N. free extractive 4.34%, f) Ash 2.09%, g) Fibre 0.93%

2. Anhydrous spinach contains – a) N-4.94% b) Carbohydrates 37.93%

Basellaceae

Basella rubra

a) Vitamins viz Vit-A, B, b) Protein (diff.types)

c) Inorganic element viz. Ca,.Fe, d) Fixed oil diff. types)

Amaranthaceae

Achyranthus aspera

a) Pungent oil b) Sterols viz. B and Y stosterol c) Terpenoid constituents.

Alternanthera sessilis

Young shoot contains protein 5%, & iron 16.7mg/100gm.

Amaranthus spinosus

Moisture 85.0%, 2. Protein 3.0%, 3. Fat 0.3%, 4. Carbohydrates 8.1%, 5. Mincral matter 3.6%, 6. Ca-0.8%, P-0.05% & Fe 22.9 mg / 100gm.

Lythraceae

Ammania baccifera

Resin, glucose and vit - C.

Lawsonia innermis

a) Essential oil b) Glycoside c) Colouring matter viz 2-hydroxyalphoanpthoquinone d) other constituents viz. hennotannic acid & fatty alcohols.

Gentianaceae

Canscora decussata

1. 1,5 Dimethoxy-3-methoxy xanthone 2. 1-Hydroxy 3, 5 - dimethoxy xathone 3. 1, 5, 6-Trihydroxy-3-methoxy xanthone 4. 1,3,6-Trihydoxy 5 methoxy xanthone 5. 1, 3, 5-Trihydroxy - 6 - methoxy xanthone 6. 1,6-Dihydroxy 3, 5-dimethoxy xanthone 7. 1-Hydroxy 3, 5, 6-trimethoxy xanthone 8. 1, 3, 7, 8- Tetrahydroxy xanthone 9 1, 3, 5, 6, 7 - Pentahydroxy xanthone 10. 1, 3, 7 - Trihydroxy 5, b - dimethoxy xanthone. 11. 1, 6, 7 - Trihydroxy 3, 5 - Dimethoxy xanthone 12. 1, 7 - Dihydroxy 3, 5, 6 - Trihydroxy 3, 5 dimethoxy xanthone 13. 1-Hydroxy 3, 5, 6, 7 - tetramethoxy 3, 5, 6 - trimethoxy xanthone 14. 1, 3, 6, 7 - tetramethoxy 3, 5, 6 - trimethoxy xanthone 14. 1, 3, 6, 7, 8 - Pentamethoxy xanthone 15. 1, 3, 5, 6, 7, 8 - Hexamethoxy xanthone.

Plumbaginaceae

Plumbago zeylanica

Root bark - Plumbagin, free glucose and fructose (2.7%) enzymes, protease & invertase

Leaves & stem - volatile oil but no plumbagin.

Flower - azulein (5-methoxy quercetin 3-rhomnoside) 3-rhamnosides ands delphinidin.

Crassulaceae

Kalancho pinnata

Leaves - malic acid, isocitric acid and citric acid.

Apiaceae

Centella asiatica

a) Acids viz. pecitic acid, centotic acid, centellic acid

b) Alkaloids viz. hydrocotyline, vellarine c) sterols viz. betasitosterol, gamasitosterol d) Glycoides viz. asiaticoside e) resinous substance f) fat.

Coriendrum satinum

Essential oil, coriendrol, oxalic acid, calcium content, vitamin - C, carotene, fatty oil.

Cuminum cyminum

Seed - moisture 11.9%, protein 18.7%, ether extract 15%, carbohydrates 36.6%, fibre 12%, mineral matter 5.8%, fixed oil 10%, volatile oil 2-5%, vitamin A 870 I. U. per 100 gm, calcium 1.08%, phosphorus 0.5% & iron 0.03%

Volatile oils are p-cymene, di-pentene, cuminaldehyde, cuminol, cumene pinene, B-phellandrene & α -terpeneol.

Daucus carota

1. Fixed oil and volatile oil
2. Daucusin (a yellow nonhydroscopic glycoside)

Foeniculum vulgare

1. Volatile oil, fixed oil 2. Vitamin - A, Thiamin, riboflavin, niacin, ascorbic acid, 3. Anthole, d- α -fenchone, methyl chavicol, d- α -pinene, camphene, d- α -phellandrene, dipentene & foeniculin.
4. Anisaldehyde & amisic acid.

Trachyspermum ammi

Essential oil a) d-limonene b) α -terpinene c) dipentene d) d-linalool e) terpeneol f) di-piperitone g) thymoquinol h) thymol i) ketonic acid.

Asteraceae

Blumea lacera

Plant gives 0.085% essential oil containing blumea camphor.

Eclipta prostrata

a) Alkaloids viz. ecliptine, nicotine b) Steroidal constituents c) Fatty acids.

Elephantopus scaber

Plant contains mucilaginous and astringent substances.

Enhydra fluctuans

a) Diterpenoids viz. hydroxykauranoic acid, kauran 16-OI, Kaur 16-en-19 oic acid, (-) alphahydroxy kauran - 19-oic acid, (-) kaur-16-en-19-oic acid, (-) 16 alphahydroxy (-) kauran - 19-oic acid.

b) Fatty alcohol viz. myricyl alcohol
c) Sterol viz. stigmasterol

Eupatorium cannabinum

Plant contains a bitter substance cupatorin, inulin and a resin.

E. triplinerve

Leaves contain a palegreen essential oil (thymonohydroquinone dimethyl ether as principle constituent) ; a sesquiterpene, traces of coumarin, two neutral crystalline constituents, ayapanin (7-methoxy coumarin) and ayapin (6:7 methylenedioxy coumarin), carotene and free vitamin - C 25 mg/100g.

Sonchus brachyotus

Plant contains a bitter principle.

Spilanthes paniculata

Spilanthol obtained from flower has strong local anaesthetic action. Flowers also contain a sterol of a nonreducing polysaccharide.

Tagetes erecta

Flower & dried petal contain quercetagetin,
quercetagetin-7-glucoside and carotenoids.
Whole plant contains - Essential oil 0.06%.
(d-limonene, ocimene, 1-linalyl acetate, 1-linalool, tagetone & nonanol).

Vernonia cineria

a) Acid viz threo 12, 13-dihydroxyoleic acid
b) Terpenoids viz betaamyrin, betaamyrin acetate, lupeol, lupeol acetate, betaamyrin benzoate,
c) Sterol viz. alpha sitosterol, beta sitosterol, stigma sterol,
d) Carbohydrates.

Wedelia chinensis

a) Alkaloids viz. ecliptine, nicotine,
b) Steroidal constituents,
c) Fatty acids.

Xanthium strumarium

Seeds contain glucoside xanthostrumarin, oxalic acid, and a second active principle.

Solanaceae

Datura metal

a) Alkaloids viz. hyoscyamine, hyoscine, atropine, scopolomine, norhyoscyamine b) vitamin - C, c) other constituents viz. fixed oil and allantoin.

Physalis minima

Leaf, stem and immature fruit contain unidentified alkaloid.

Solanum nigrum

Alkaloids viz. solarine, saponin b) riboflavin, nicotine acid, vitamin-C, B-carotene, sitosterol c) steroidal glycoalkaloids viz. solamargine, solasorine, B - solamigrine d) tygogenin.

S. surattense

a) Carpesteral b) Glycosidal alkaloids viz. solanocarpine, solamidine-S c) Solanonine, diosgenin. semi-drying oil, fatty acids.

S. indicum

a) Enzyme, semi-drying oil, fatty acids b) Alkaloids viz. Solanine, Solamidine c) Sitosterol, carpesterol.

S. myriocarpum

Solamidine, Solakhasianum, diosgenin.

S. melongena

1. a) Protein 1.4%, b) Fat 0.3% c) Minerals 0.03% d) Fibre 1.3% e) Moisture 92.7% f) Other carbohydrates 4mg/100 gm.
2. Minerals include Ca, Mg, P, Fe, Na, K, Co, S, Cl.
3. Vitamins - Vit. A, thiamin, riboflavin, nicotinic acid, vit. C.
4. Bitter principle - solasonine, arginine, glycoside
5. Phenolic compounds a) Chlorogenic acid, b) Neochlorogenic acid c) Scopoletin d) Saffeic acid

6. 5-hydroxy tryptamine and hydrocyanine acid (bases)
7. Pigments - anthocyanin, lycoxanthin.

S. tuberosum

Moisture 74.7%, Protein 1.6%, Fat 0.1%, Minerals 0.6% (Na, Cu, Fe, Ca, Mg, P, K) Sulphur, Carbohydrate 22.6%, Fibre - 0.4%, Vitamin-A 40 I.U. Riboflavin 0.1mg/100g. Nicotinic acid 1.2 mg/100gm, Vitamin - C 17mg/100gr.

Withania somnifera

a) Alkaloids b) Withanolide c) Terpenoids.

Convolvulaceae

Evolvulus alisnoides

Plant contains alkaloids. Contains alkaloid shankhapusipine.

Fresh plant contains volatile oil of potassium chloride. It also contains a yellow neutral fat, an organic acid and a saline substance, three alkaloids evolvine, betaine & an unidentified compound have been isolated.

Ipomea aquatica

a) Hydrocarbons viz. pentairiacotane, triacontane b) Sterol c) Acids viz. melissic acid, behenic acid, butyric acid & myristic acid d) Essential oil 0.048% e) Different types of resin - 7.27%

Operculina turpenthum

Root bark contains - glycosides, turpethin & saponin.

Scrophulariaceae

Bacopa monnieri

Alkaloids vizbrahmine, herpestine Bases viz B oxalate, B_2 and B_3 chloroplatinate. Betulic acid, hersaponin, stigmasterol, monnierin. baccoside A F B etc.

Acanthaceae

Adhatoda zeylanica

a) Vasicine b) peganine c) small amount of essential oil.

Phlogacanthus curviflorus

a) B-sitosterol b) Lupeol c) Betulin d) One diterpene lactone e) Other terpene type compounds.

Andrographis paniculata

Alkaloids viz. Kalameghin b) A bitter principle andrographolide c) Sterols

Asteracantha longifolia

a) Alkaloids b) Phytosterol, mucilage, potassium salt of oxalic acid c) Diastase, lipase, portease d) Essential oil e) Semi-drying oil.

Barleria prionitis

Leaves contain potassium, acidic & bitter substances.

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum
Insulin

Oxalis corniculata

Oxalic acid and potassium salt of oxalic acid.

Cuscutaceae

Cuscula reflaxa

Stem contains Cuscutin & Cuscutalin.

Seed contains pigments amarbelin, cuscutin, wax, greenish yellow semi drying oil and unsaponifiable substance (phytosterol).

Boraginaceae

Heliotropium indicum

a) Alkaloids b) Saponin c) Essential oil d) Fatty acids.

Lamiaceae

Leonurus sibricus

Water soluble fraction contains leonuridin.

Leuca aspera

Leaves contain glucosides.

L. lavandulaefolia

a) Essential oil b) Alkaloid c) Fatty acid d) Glucoside.

Melissa axilanes / *M. officinales*

Volatile oil upto 0.2%, flavonids, triterpenes, polyphenols + tannin.

Mentha arvensis

Leaves contain 0.2% essential oil consisting of d-carvone 80.8, carene 4.4, d-sylyestrine 3.8 and citronellol 6.2%. Leaves contain moisture, protein, ether extract of fat, carbohydrate, fibre, mineral matter (Ca, P, Fe, Co) and Vitamins.

Ocimum tenuiflorum

a) Phenolic constituents viz. eugenol, methyl eugenol, curvacrol, traces of phenol b) Terphenoids viz. Caryophyllene, citral, citronellal, citronellol. c) Camphor d) Traces of acid viz, acetic acid.

O. basilicum

Essential oil, fresh flcwering herb gives essential oil containing alcohol (as linalol) 65.3%, small amount of cineol, eugenol, sesquiterpene & d-terpene.

O. cannum

Essential oil plant yields 0.6% essential oil containg 16-25% true comphor - mature plant (leaves, soft twigs, flowering top) gives essential oil containing citronellal, l-linalool methyl cinnamate, citronellic acid and eugenol.

O. gratissinum

Essential as, thymol, eugenol, methychavicol.

Pogostemon parviflorus

Alkaloid, essential oil.

Commelinaceae

Commelina benghalensis

Flower pigment contains delphinidin diglucoside.
p-cumaric acid and awabarol.

Bromeliaceae

Ananas comosus

Moisture 86.5%, acid 0.0-0.9%, carbohydrates 12%, protein 0.6%, fat 0.1%, mineral matter 0.5%, vitamins viz. vit-A and C, inorganic matter viz Ca 0.02%, P 0.01%, iron, an enzyme, bromelin.

Zingiberaceae

Alpinia galanga

Rhizome contains Essential oil (methyl cinnamale 48%, cincol 20-30%, camphor & probably d-pinene). Leaves yield volatile oil.

Costus speciosus

Rhizome contains starch & fibre.

Curcuma amada

Rhizome yield 1.1% essential oil containing d-α -pinene 18%, ocimine 47.2%, linalool 11.2%, linalyl acetate 9.1%, safrole 9.3% and unidentified substances 3.5%.

C. domestica

Colouring matter viz. a) curcumin b) Alkaloids viz. zingiberine c) Antiseptic oil containing p-tolmethylcarbinol, ketonic & alcoholic constituents.

C. zedoaria

d-y-pinene (1.5%), d-canphene (3.5%), cineol (9.6%), d-camphor (4.2%), d-Borneol (1.5%), sesquiterpenes (10%), sesquiterpenealcohols (48%) and residue (21%).

Kaempferia galanga

Tubers contain Essential oil. Rhizome contains an essential oil (2.4 - 3.9%) consisting of trans cinnamic acid, p- methoxy sterene, p-coumaric acid, n - pentadecane, 3 careen, borneol and camphene.

K. rotunda

Tuber contains essential oil cineol and probably methyl chavicol.

Zingiber officinale

a) Terpenoids viz, camphane, betaphenandrene, cineol, citrol, borneol, gingerol, shogaol b) Salt viz. potassium oxalate c) Traces of essential oil.

Z. zerumbet

Alkaloiod - camphern, camphor and other monoterpinoids, gingerol, zingiberol, zingeron, sesquiterpinoids including zerombone and zerumbone epoxide, oxalic acid, kaempferol derivatives and flavonoids such as afrelin, flavonoid glycosides, essential oils, chlorogenic acid and ferulic acid.

Liliaceae

Aloe barbadensis

a) Aloin, isobarbaloin, emodin, chrysophanic acid, Uronic acid b) Gum, resin, glycosides.

Asparagus racemosus

a) Essential oil, b) Aspargin c) Tyrosin.

Gloriosa superba

Tuber contains alkaloids (calchicine, gloriosine. N-formyldesacetyl calchicine, methyl calchicine, a new alkaloid mp 239.4^{0}) essential oil, furfuraldehyde benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy benzoic acid, salicilic acid, choline, dextrose, palmitic acid, unsaturated fatty acids, hydrocarbon, a fatty alcohol mp 77°, phytosterols, stigmasterols, glucoside, stigmasterol amygdalin and resinous matter. Young leaves contain cholidonic acid.

Smilaceae

Smilax zeylanica

Sterols

Araceae

Acorus calamus

Fresh leaves contains Oxalic acid 0.078%, Calcium 0.006% Dry leaves

contain - oxalic acid 2%, calcium 0.18% . Dry rhizome contains - acorin, a glucoside, aromatic volatile oil. Essential oil contains calamen, calamesol, calameon, asarone. It also contains small amount of sesquiterpenes and sesquiterpene alcohols. Oil also contain eugenol methyl ether & palmitic acid.

Amorphophalus campanulatus

a) Enzyme, calcium oxalate b) Protein, carbohydrate, vitamins A, B.

(Moisture 78.7%, Protein 1.2%, fat 0.1%, carbohydrate 18.4%, fibre 0.8% P-34mg, vit A - 434 I.U., riboflavin 0.07 mg., nicotinic acid 0.7mg/ 100gm.

Colocasia esculanta

Moisture 73.1%, protein 3%, fat 0.1%, carbohydrate 21.1%, fibre - 1.0%, minerals 1.7% (P, Ca, Fe, K, Na)
(thiamin 0.09 mg, riboflavin 0.03 mg, nicotinic acid 0.04 mg, vit-A 4 I.U. per 100 gm)

Pistia stratiotes

Leaves & stem contain - moisture 92.9%, protein 1.4%, fat 0.3%, carbohydrates 2.6%, fibre 0.9%, ash 1.9% (Ca, P) vitamins A, B & C.

Scindapsus officinalis

Alkaloids

Typhonium trilobatum

Tuber (edible portion)-moisture 69.9%, protein 1.4%, fat 0.1% fibre 1.0%, carbohydrates 26.0%, mineral matter 1.6% (Ca, P, Fe, Na, K) Vitamin - Thiamin, Niacin, carotene, folic acid.

Alcoholic extract & tuber contain :

B-sitosterol, two unidentified sterols (sterol A and B) and a crystalline compound mp. 95^0.

Amaryllidaceae

Allium sativum

a) Organic sulphides viz. allyl propyl disulphide, dially disulphide, allicin, allisatin-1, allisatin-II
b) Sulphur bearing amino acid (s-2-carboxy propyl glutathinone)
c) Essential oil.

Iridaceae

Belamcanda chinensis

Glucoside shekanin, crytalline glucoside belamcandin

Dioscoriaceae

Dioscorea alata

Tubers contain sucrose, leaves contain large amounts D-fructose, D - glucose & polyls, 2-deoxyribotol, b-deoxy sorbitol and glycerol. Stem, root and tuber contain varying quantities of D-fructose, D-glucose, sucrose and maltose which increase during storage of tubers and decreases during sprouting period. β - amylase, peroxidase, pyruvate kinase, phosphatas activities were observed during sprouting.

Dioscorea bulbifera

Tuber contains Albuminoids 7.36-13.3%, ash 3.3 - 7.08%, fat 0.75 - 1.28%, carbohydrates 75.11 - 81.89%, volatile acids, glucoside & alkaloids.

D. pentaphylla

Tuber contains albuminoids 6.68 - 15.93%, ash 4.9 - 4.3%, fibre 2.2 - 7.9% phosprorus - 0.44 - 0.73%

Agavaceae

Agave cantala

Leaves contain saponin. Agave sap contains oesrogentike isoflavonoids, alkaloids, coumarins, vitamins pro - A, B^1, B^2, C and also contain hecogenin, chlonogenin, rockogenin, figogenin and dehydrobecogenin.

Sansevieria roxburghiana

Rhizome contain sweetening substance & fibre

Aracaceae

Areca catechu

1. Nut - Moisture 31.3%, Protein 4.9%, Fat (ether extract) 4.4%, Carbohydrate - 47.2%, Mineral matter 1.0% (Ca, P, Fe)
2. Glycerides of lauric acid 50%, Myristic acid 21%, Oleic acid 29%.
3. Catechin

4. Arecoline (alkaloid 0.1%)
5. Arecaidine (alkaloid)
6. Guvacoline (alkaloid)
7. Guvacine (alkaloid)
8. Green kernel contains 67% tannin.

Borassus flabellifer

12% Sucrose, Butyric acid

Cocos nucifera

a) Fatty acids - caproic acid, caprylic acid, carpic, lauric and myristic (high percentage), palmitic, stearic, arachidic acid, oleic, linoleic acid.
b) Undecanoic and tridecanoic acids
c) Mixed glycerides
d) Histidine, arginine, lysine, tyrosine, tryptophan, proline, leucine, alanine, phytosterols & squalene
e) Vitamins of B group.

Phoenix sylvestris.

1. Protein, fat, carbohydrates, mineral matter, carotene (as vit. A) thiamin, riboflavin, nicotinic acid ascorbic acid.
2. Carotenoids, anthocyanins, flavone & flavonols.
3. Small quantities of pectin wax and sorbitol.

Pandanaceae

Pandanus tectorius

Essential oil containing 70% methyl ether of B-phenylethy alcohol. Blossoms yield essential oil (0.1%-0.3%) containing a) benzyl benzoate b) benzyl silicate c) benzyl acetate d) benzyl alcohol e) geraniol f) linalool g) linalyl acetate h) brome styrene i) guaiacol j) phenylethyl alcohol k) phenyl ethyl aldehyde.

Hypoxidaceae

Curculigo orchioides

Analysis of powdered drug - ether extract 1.28%, alcohol extract 4.14%, ash 8.6% & tannin 4.15%.

Analysis of root - bitter principles & mucilages.

Taceaceae

Tacca integrifolia

Plant contains alkaloids and sweetening substances.

Orchidaceae

Acampe papillosa

Alkaloid, bitter resin.

Vanda tessellata

Dried herb contains an active constituent of glucosidic nature, a bitter principle, tannin, resin, saponin, B-sitosterol, Y-sitosterol, fatty oil & colouring matter. Heptacosane and octacosanol have also been isolated.

Cyperaceae

Cyperus rotundus.

a) Unstable alkaloids b) Acids viz. linolenic, linotic, oleic, myristic & stearic acid c) other compounds viz. pinene, cineole. sesquiterpenes, isocyperol and glycerol d) Essential oil e) Fatty oil.

Eleocharis dulcis

Tuber contains digestable carbohydrate, protein & fibre.

Poaceae

Coix lachryma jobi

Grain contains Moisture 10.1-11.1%, protein 10.3-12.1%, carbohydrate 72.2-74.3%, ether extract 3.1-3.8%, fibre 0.29 - 0.32%, mineral matter 0.70 - 0.99% (Ca and P).

A prolamine, coicin, rich in leucine and glutamic acid has been isolated from the grain. Tyrocine histidine, lycin, arginine are also found in the grain.

Cymbopogon nardus

Essential oil containing geraniol 57.6 - 61.1%, citronellal 7.7 - 14.2%,

Cynodon dactylon

a) Terpenoid constituents viz. 28 triterpenes and its methyl ethers b) sterols c) fatty oil.

Imperata cylindrica

Tender grass contains Fat and wax 26.7%, Lignin 9.9%, Cellulose 54.5%, Crude protein 6.5%, Crude fibre 34.6%, Vitamin A and C, Ash 4%, and Inorganic substance 1.2%.

Paspalam scorbiculatum

Whole grain contains moisture 11.6%, protein 10.6%, fat (ether extract) 4.2%, carbohydrate 59.2%, fibre 10.0% and mineral matter 4.4% (Ca, P, Fe), thiamin 400mg / 100 gm.

Husked grain contains riboflavin and nicotinic acid. Starch of grain consist amylose & amylopectin

Grain husk containsmoisture 10.6%, protein 4.9%, fat (ether extract) 3.3%, carbohydrate 71.1%, fibre 2.2%, and ash 8.0%

Young grass contains (dry wt. basis) protein 0.5%, fibre 32.5%, ash 9.8% (Ca, P)

Saccharum officinarum

a) Carbohydrate b) Mucilage c) Resin d) Fat e) Albumin f) Calcium oxalate.

Setaria italica

Dehusked grain contains moisture 11.2%, fat 4.3%, crude fibre 8%, carbohydrats 60.9%, minerals (Ca, Mg, P, Fe, Na, K, Co) and iodine, vitamins (vit -A, thiamin, riboflavin, nicotinic acid, folic acid), Proteins 12.3% (prolamin, albumin, globulin, glutelin), essential amino acids (arginine 3.6%, histidine 2.1%, lysine 2.2%, tryptophan 1%, phenyl alanine 6.7%, methianine 2.8%, threorine 3.1%, leveine 16.7%, isoleucine 7.6%, valine 6.9%, glutamic acid, alanin and proline). Green plant contains - B-alamine, Y-aminobutiric acid, proteins (methionine, threonine & histidine).

Pinaceae

Pinus roxburghii

Analysis of terpentiac oil - essential oils (α + B - carene, α + B - pinene, B- longifolene and longicyclene), vitamins A, C and E.

Bark contains eannin.

Wood contains cellulose 53.5%, lignin 28.6%, pentosans 7.2%, ash 0.25% and alcohol benzene extract.

Helmithostachyaceae

Helminthostachys zeylanica

Contains moisture, nigrogen, fat, crude fibre, and ash, calcium, riboflavin, niacin and ascorbic acid.

Adiantaceae

Adiantum caudatum

Plant contains adiantone, isoadiantone, ternene, hentriacontane, entriacontan -6 and β-sitosterol.

Gleicheniaceae

Dicranopteris liniaris

Fluid extracted from frond shows anibacterial activities.

Polypodiaceae

Drynaria quercifolia

Rhizome contains bitter and astringent principles

Marsileaceae

Marsilea minuta

a) Ketoni constituents viz. marsiline, 3-hydroxytriacontane,

b) Alcoholic constituents viz. heniacontan-16-01,

c) Sterol viz. betasitosterol d) Mixture of normal hydrocarbons

e) Nitrogenous compounds viz. methylamine f) oaponin.

তথ্য সংকলনে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী

1. Arya Vaidya Sala ed, 1995, *Indian Medicinal Plants* vols 1-5, Orient Longman, Hyderabad.

2. বিশ্বাস, কালীপদ ও ঘোষ, এককড়ি, ১৯৭৩, ভারতীয় বনৌষধি, ১-৫ খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

3. ভট্টাচার্য, শিবকালী, ১৯৯৬, চিরঞ্জীব বনৌষধি, তৃতীয় সংস্করণ, ১-১০ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

4. চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত, ২০০৪, ঘরোয়া চিকিৎসায় বনৌষধি, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা।

5. চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত, ২০০১-২০০৬, ত্রিপুরার ভেষজ উদ্ভিদ, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা।

6. Chopra, R.N., Nair, S.L. and Chopra, L.C., 1965, *Glossary of Indian Medicinal Plants*, C.S.I.R., New Delhi.

7. Deb, D.B., 1981-83, *Flora of Tripura State*, vol 1 & 2, Today and Tomorrow's Printers & Publishers, New Delhi.

8. Hooker, J.D., 1875-1897, *The Flora at British India*, 7 Vols, L. Reeve & Co. London.

9. Kirtikar, K.R. & Basu, B.D., 1933, *Indian Medicinal Plants*, 2nd ed, Vols I-IV, Published by M.L. Basu, Allahabad.

10. Prajapati, N. D., Purohit, S. S, Sharma, A. K. & Kumar, T, 2003, A Handbook of Medicinal Plants, Agrobios (Ind.), Jodhpur.

11. Watt, G. 1889-1899, *A Dictionary of Economic Products of India*, Vols 1-6, Supdt, Govt. Printing Press, Calcutta.

12. Wealth of India, 1988, Revised vols 1-11, Raw Materials, C.S.I.R., New Delhi.

13. Wealth of India, 2000, supplements, C. S. I. R., New Delhi.

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরায় পাওয়া যায় এমন ৩৪২টি প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রাপ্তিস্থান, ভেষজগুণ সম্পর্কিত নানা তথ্য, রাসায়নিক গুণাগুণ প্রভৃতি এই পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। অনেক ভেষজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের বনৌষধি সম্বন্ধীয় সংস্থা এই সব উদ্ভিদের সমীক্ষা, সংরক্ষণ, চাষ প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। বর্তমান পুস্তকটি এ কাজে সহায়ক হবে।